বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮৩ ॥ ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৬ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

খুনিরা কোনো প্রতিবাদ-সমাবেশ করলে কঠিন জবাব দেবে জনগণ : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা দেশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো ধরনের প্রচেষ্টাকে সুযোগ দেব না। খুনিরা কোনো প্রতিবাদ-সমাবেশ করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন জবাব দেবে বাংলাদেশের জনগণ। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এসব কথা লেখেন। প্রেস সচিব লেখেন, 'আগস্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোনো ন্যায্য বিক্ষোভ বন্ধ বা নিষিদ্ধ করেনি। ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতকে কোনো বিষয়ে ছাড় দেওয়া হবে না: বিজিবি প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : সীমান্তসহ ভারতকে কোনো বিষয়েই ছাড় দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিজিবি প্রধান বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলেছি ভারতের সঙ্গে অসম ২-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগ কীভাবে কর্মসূচি দেয়, প্রশ্ন সারজিসের

স্টাফ রিপোর্টার : ফেব্রুয়ারিতে হরতালসহ ৫ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। তাদের এ কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, সরকার পতনের ছয় মাস যেতে না যেতেই আওয়ামী লীগ কীভাবে কর্মসূচি দেয়? বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২-এর পাতায় দেখুন

নজিরবিহীন স্বাধীন গণমাধ্যম

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন নজিরবিহীন স্বাধীনতা ভোগ করছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল তথ্যের বন্যা বয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অ্যালেক্স সোরোস এবং সভাপতি বিনাইফার নওরোজির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পোন্নত দেশ উত্তরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার আগ্রহ প্রকাশ করে, যা প্রধান উপদেষ্টা স্বাগত জানান। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমাদের এই উত্তরণ প্রক্রিয়াটি কোনো সমস্যা ছাড়াই কীভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। সাক্ষাৎকালে অ্যালেক্স সোরোস ইতিহাসের এক জটিল সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করা ও অর্থনীতি পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ায় ড. ইউনূসের প্রশংসা করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান দেশের জন্য একটি নতুন গতিপথ নির্ধারণের ২-এর পাতায় দেখুন

আদেশ স্থগিত, কারিগরির সাড়ে ৩ হাজার জনের নিয়োগে বাধা নেই : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) বা ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর (দশম গ্রেড) পদে সাড়ে ৩ হাজার জনের নিয়োগ স্থগিতসহ নিয়োগ প্রশ্নে গত ২৭ জানুয়ারি রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এবার সেই আদেশ চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে তাদের নিয়োগে বাধা নেই, এমনটাই জানিয়েছেন আইনজীবীরা। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে এ বিষয়ে জারি করা রুল ৬ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে সিআইডিকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। এ সময় আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। আর তাকে সহযোগিতা করেন ২-এর পাতায় দেখুন

আগামীকাল থেকে শুরু বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে এ বছরের বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে দেশি-বিদেশি মুসলিম উম্মাহদের ইসলামি এই মহাসম্মেলন চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিন আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে প্রথম পর্ব। এবারের বিশ্ব ইজেতেমা হবে তিন পর্বে। এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে যাবতীয় প্রস্তুতি। প্রথম পর্বে অংশ নেবেন শোরায়ী নেজামের অনুসারীরা। ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ৩ ফেব্রুয়ারি। আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। এই দুই পর্বে অংশগ্রহণ করবেন মাওলানা জোবায়েরপন্থিরা। এরপর আট দিন বিরতি দিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে তৃতীয় পর্বের বিশ্ব ইজতেমা। সেখানে অংশগ্রহণ করবেন সাদপন্থিরা। ১৬ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইজতেমা। এবারের আয়োজনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা প্রশাসন, সিটি করপোরেশনসহ ২-এর পাতায় দেখুন

শীতের মধ্যেই ৪ বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে কুয়াশার সঙ্গে রয়েছে শীতের অনুভূতি। এরই মধ্যে ঢাকাসহ দেশের ৪টি বিভাগের বেশকিছু অঞ্চলে দুদিন বৃষ্টি ঝরতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে এই সময়ে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলেও জানানো হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে শুক্র ও শনিবার (৩১ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগসহ কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লায় হালকা অথবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ৯টা পর্যন্ত কুমিল্লা অঞ্চলসহ ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে অসম চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে হওয়া সব ধরনের অসম চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয়রা অনেক সময় মাদক তৈরি করে, সেখানে তারা ফেন্সিডিল তৈরি করে আমাদের দেশে ঢুকিয়ে দেয়। তারা ফেন্সিডিলগুলো ওষুধ হিসেবে বানাচ্ছে বললেও আসলে এটা মাদক হিসেবেই বানানো হয়। তিনি আরও বলেন, সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে কিছু কাজ করতে হলে দুই পক্ষে অনুমতি নিতে হয়। এগুলো একপক্ষে করার নিয়ম নাই। যদিও তারা এভাবেই করতে চায়। উন্নয়নমূলকভাবে একটা মসজিদ বা মন্দির করতে হলে দুই দেশের সম্মতি প্রয়োজন। আগামীতে কিছু করতে হলে যেন তারা সম্মতি নেয়, এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বিএসএফ বা ভারতীয় নাগরিক/ভারতীয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক সীমান্ত হত্যা/সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর গুলি চালানো বা কাউকে আহত করা বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হবে। সীমান্ত সম্মেলনে বিএসএফ বা ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাওয়া বা আটক করা বন্ধ করতে আলোচনা করা হবে। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, বিএসএফ বা ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক সীমানা লঙ্ঘন বা অবৈধ পারাপার অথবা অনুপ্রবেশ বন্ধে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ভারত থেকে বাংলাদেশে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ বিভিন্ন প্রকার অবৈধ মাদকদ্রব্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধ করতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ ছাড়া আগরতলা থেকে আখাউড়ার দিকে বর্জ্য পানি প্রবাহিত হয়, এমন চারটি খালে পানি শোধনাগার স্থাপন কারার বিষয়ে আলোচনা হবে।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী নদীগুলোর পানির সুষম বণ্টন, নদী থেকে পানি উত্তোলন, পানি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং রহিমপুর খালের মুখ পুনঃউন্মুক্তকরণেও আলোচনা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

তিন বিভাগীয় কমিশনারসহ ৮ জনকে হাইকোর্টে তলব

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ ইটভাটা ও ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় তার ব্যাখ্যা দিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভাগীয় কমিশনারকে তলব করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও সাভার-ধামরাই উপজেলার নির্বা হী অফিসারকে (ইউএনও) তলব করা হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তাদের আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। এ সংক্রান্ত এক আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনসংক্রান্ত আইন পর্যালোচনাসহ ১১ বিষয় নিয়ে বসতে যাচ্ছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণসহ নির্বাচনসংক্রান্ত বেশ কয়েকটি আইন পর্যালোচনা করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এসব আইন পর্যালোচনাসহ মোট ১১টি বিষয় নিয়ে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে কমিশন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বর্তমান নির্বাচন কমিশনের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে হবে এ সভা।। এতে সভাপতিত্ব করবেন প্রধান নির্বানচ কমিশন (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। সভায় অন্য চার নির্বাচন কমিশনারসহ ইসি কর্মকর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। ইসি কর্মকর্তারা জানান, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৩০টি আসনে ব্যাপক রদবদল এনেছিল বিগত এ টি এম শামসুল হুদা কমিশন। এরপর এ টি এম শামসুল হুদার আমলে আসন অবিকল বহাল রেখে টুকটাক আসন বিন্যাস করে দায়িত্ব ২-এর পাতায় দেখুন

'বিনিময়' প্লাটফর্ম ছিল শেখ হাসিনার ছেলে জয়ের শেল কোম্পানি: গভর্নর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আন্তঃব্যাংক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এগোতে না পারার একটা বড় কারণ এটাকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেওয়া হয়েছিল। আন্তঃব্যাংক এমএফএস পরিচালনার জন্য 'বিনিময়' নামে যে ২-এর পাতায় দেখুন

রেল উপদেষ্টার আশ্বাসে রানিং স্টাফদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : রানিং স্টাফদের মাইলেজ সমস্যা গতকাল বুধবারের মধ্যে সমাধান করা হবে, রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের এমন আশ্বাসে গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রেলওয়ের রানিং স্টাফ। এর আগে গত সোমবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গত মঙ্গলবার রাত আড়াইটা পর্যন্ত মোট সাড়ে ২৬ ঘণ্টা সারা দেশে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন রেলওয়ের রানিং স্টাফরা। এ সময় দিনব্যাপী রানিং স্টাফরাদের সঙ্গে আলোচনার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। পরে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রেলপথ উপদেষ্টার বাস ভবনে বৈঠকে বসেন বাংলাদেশ রেলওয়ের রানিং স্টাফ ও কর্মচারী শ্রমিক ২-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর ফিসকক্ষে দ্য গ্লোবাল ফান্ডের সিনিয়র ফান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজার Gyongyyer Jakab সাক্ষাৎ করেন। -পিআইপি

পবিত্র শবে বরাত কবে জানা যাবে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ১৪৪৬ হিজরি সনের পবিত্র শবে বরাতের তারিখ নির্ধারণ এবং পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখার লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা বিল্লাল বিন কাশেমের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় (বাদ মাগরিব) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ ২-এর পাতায় দেখুন

বিশৃঙ্খলা এড়াতে ইজতেমায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে: আইজিপি

গাজীপুর পতিনিধি : পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, এবার বিশ্ব ইজতেমায় আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্বের চাইতে অধিক জোরদার করা হয়েছে। এবার ইজতেমায় প্রায় ৭ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া ইজতেমার পক্ষ থেকে তাবলিগের কাজে নিয়োজিত ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। বাহারুল আলম বলেন, পুরো ইজতেমা ময়দানকে ৩৩৫টি সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ইজতেমা এবার ড্রোন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এছাড়া র‍্যাবের হেলিকপ্টার টহল এবং নৌ-পুলিশের সদস্যরা তুরাগ নদীতে স্পিডবোট দিয়ে টহল দেবে। ইজতেমা ময়দানের আশপাশে ২০টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে বাইনোকুলারের মাধ্যমে গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হবে। বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের অভ্যন্তরে প্রতিটি খিত্তায় সাদা পোশাকে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি জানান, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট, সোয়াট টিম, ডগ স্কোয়াড, বিস্ফোরক টিম, ক্রাইম সিন ভ্যান, চুরি, ছিনতাই ও পকেটমার প্রতিরোধ টিম এবং নৌ টহল থাকবে। রেলওয়ে স্টেশনেও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ২-এর পাতায় দেখুন

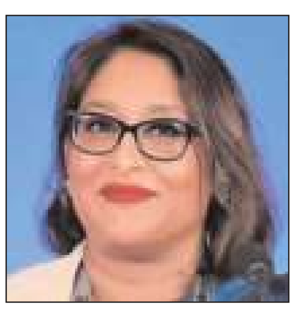

সায়মা ওয়াজেদের সূচনা ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি দুদক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের প্রতিষ্ঠিত সূচনা ফাউন্ডেশনের ঠিকানায় অভিযান চালাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই খুঁজে পায়নি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে সায়মা ওয়াজেদের সূচনা ফাউন্ডেশন অভিযান চালানোর কথা জানানো হয়েছিল ২-এর পাতায় দেখুন

শিল্পে উৎপাদন খাতের অবদান ১১.৫ থেকে কমে ৮.৭৭ শতাংশে

স্টাফ রিপোর্টার : গত সাড়ে ১৫ বছরে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে জুলাই অভ্যুত্থানে পতিত হাসিনা সরকার।

১৮ কোটি মানুষের রক্ত-ঘাম ঝরানো করের টাকার যথেচ্ছ অপব্যয়ে এবং প্রকল্পের নামে পকেট ভারী করেছে ফ্যাসিস্ট সরকার। দেশের অর্থনীতি বড় হবে, আসবে বড় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান হবে, কর্মসংস্থান হবেড় এসব বুলি আওড়ে নেওয়া হয়েছে পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো মেগাপ্রকল্প। কিন্তু এসবের নাম করে তথ্যের গোঁজামিলে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে বৃহত্তর কাগুজে অর্থনীতি। প্রকৃতপক্ষে এর বেশির ভাগই মিছে। বাস্তবে হয়েছে লুটপাট; ধ্বংস করা হয়েছে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, করপোরেট সুশাসন তথা দেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর প্রতিবেদনে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। এই শুমারির প্রাথমিক ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে বুধবার (২৯ জানুয়ারি)। পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠেয় এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে উৎপাদন খাতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৯৭ হাজার ১২৭ কোটি টাকা। সর্বশেষ হিসাবে গত অর্থবছরে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ লাখ ৩২ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকায়। ১১ বছরে উৎপাদন খাতের মোট ২-এর পাতায় দেখুন

সালমান-মামুন সৈকত রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক আসিফ হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে চার দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম আজহারুল ইসলাম শুনানি শেষে সালমান এফ রহমান ও চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের রিমান্ডের আদেশ দেন। সৈকতের রিমান্ডের আদেশ দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম আজহারুল ইসলাম। এর আগে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সিআইডির ঢাকা ২-এর পাতায় দেখুন

গুম ও হত্যার নির্দেশ দিতেন হাসিনা এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা নিজেই গুম ও হত্যার নির্দেশদাতা ছিলেন। তার সরাসরি নির্দেশে গুম ও হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এক প্রতিবেদনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন সব ভয়ংকর তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইলেইন পিয়ারসনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অধ্যাপক ইউনূসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা প্রধান উপদেষ্টার কাছে জুলাই বিপ্লবের ওপর একটি প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এইচআরডব্লিউর প্রতিনিধিদলটি অন্তর্বর্তীকালীন ২-এর পাতায় দেখুন

কর্মবিরতিতে কমলাপুর স্টেশনে লোকসান সোয়া কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : রানিং স্টাফদের কর্মবিরতির ৩০ ঘণ্টায় রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে প্রায় এক কোটি ২০ লাখ টাকার মতো লোকসান হয়েছে। এছাড়া কোচ ব্যালান্সের কারণে জয়ন্তিকা ও বুড়িমারী এক্সপ্রেসের গতকাল বুধবার যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। গতকাল বুধবার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে নিজ কার্যালয়ে শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের (কমলাপুর) স্টেশন থেকে সাধারণত প্রতিদিন এক কোটি ১৫ লাখ থেকে এক কোটি ২০ লাখ টাকা আয় হয়। গত মঙ্গলবার বন্ধ থাকায় এই ক্ষতি হয়েছে। স্টেশন ম্যানেজার বলেন, যে দুটি ট্রেনযাত্রা বাতিল করা হয়েছে, সেগুলোর টাকা ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৬ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

চার দেশের কূটনীতিকের পরিচয়পত্র পেশ

বিনিয়োগ-বাণিজ্য বাড়াতে কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে ওষুধ, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্যসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের পণ্যের আমদানি এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে কাজ করার জন্য চার দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত লাওসের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এবং জাম্বিয়া, কেনিয়া ও সাইপ্রাসের অনাবাসিক হাইকমিশনাররা রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশকালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। এর আগে বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের গার্ড অব অনার প্রদান করে। প্রথমে লাওসের রাষ্ট্রদূত বাওমি ভ্যানমানি পরিচয়পত্র পেশ করেন। এরপর, কেনিয়ার হাইকমিশনার মুনিরি পিটার মাইনা, পরে জাম্বিয়ার নবনিযুক্ত হাইকমিশনার পার্সি চান্দা এবং সবশেষে সাইপ্রাসের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার এভাগোরাস রায়োনাইডিস রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন। নতুন রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, বিশ্বের সব দেশের সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয় বাংলাদেশ। পারস্পরিক সহাবস্থান ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বিরাজমান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি কেনিয়া, সাইপ্রাস, জাম্বিয়া ও লাওসের বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এ সময় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করতে রাষ্ট্রপতি দ্বিপাক্ষিক সরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গ্রিন টেকনোলজিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার এবং রাষ্ট্রদূতরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নিজ নিজ দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবেন বলে জানান। তারা দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র কিরণ রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক উত্তরা পশ্চিম থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আসাদুর রহমান কিরণের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার তাকে আদালতে উপস্থিত করে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উত্তরা পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক নাজমুল আলম। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করে।

৭-এর পাতায় দেখুন

কারাগারে বসেই ঝাড়ফুঁক দিচ্ছেন দরবেশ: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'গত দেড় দশকে শেখ হাসিনা নিজে ও পরিবারের লোকজনের সমন্বয়ে দেশে গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। এখন শেখ হাসিনা পাশের দেশ থেকে কর্মসূচির ঘোষণা দিচ্ছেন।'রিজভী বলেন, 'যে কয়জন ধরা পড়ে জেলখানায় আছেন, তাদের মধ্যে একজন দরবেশ (সালমান এফ রহমান) তিনি কারাগার থেকে ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছেন। তিনি মাঝেমধ্যে জেলখানা থেকে ঝাড়-ফুঁক পাঠাচ্ছেন। যে এতগুলো শ্রমিক নেমে গেলেই তো হয়। আমি জানি না তাদের বিচার প্রক্রিয়া কিভাবে চলছে? কিভাবে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এই কথাগুলো বলছে। নিশ্চয়ই তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তারা সেটির সুযোগ নিয়ে কথাবার্তা বলছে।' গতকাল বুধবার দুপুরে রাজধানীর রমনাস্থ ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সেমিনার হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন প্রকৌশলীদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (এ্যাব)। কারাগারে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, অন্যদিকে আমাদেরকে কারাগারে নিয়ে মাদকসেবী ও ফাঁসির আসামিদের সঙ্গে রাখা হতো। আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নির্দেশে গুম খুন করা হয়েছে। যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার সংস্কারের কথা বলছে ভালো। কিন্তু সংস্কারের নামে আপনারা সময়ক্ষেপণ করবেন না। এমন সংস্কার আনুন যাতে ফ্যাসিবাদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। এমন সংস্কার নিয়ে আসুন যাতে মানুষ ন্যায়বিচার পায়। এমন সংস্কার আনুন যাতে ফ্যাসিবাদের কবর রচনা হয়। আর যাতে কোনো ফ্যাসিবাদের জন্ম না হয়। তা না হলে মানুষ ভালোভাবে নেবে না।'

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে রিজভী বলেন, জিয়াউর রহমান বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। স্বল্প পরিসরে তাকে নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিরাট বিস্তৃত। তিনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। যথা সময়ে দেশের মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন। তার গুণাবলী ছিল অপরিসীম। এ্যাবের সভাপতি ও আইইবির প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম রিজুর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম মহাসচিব প্রকৌশলী একেএম আসাদুজ্জামান চুন্নুর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন এ্যাবের মহাসচিব প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন

৭-এর পাতায় দেখুন

আমন সংগ্রহে গতি না আসায় বাড়ছে না সরকারের খাদ্য মজুদ

স্টাফ রিপোর্টার : আমন সংগ্রহে গতি না আসায় বাড়ছে না সরকারের খাদ্য মজুদ। খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে চলতি আমন মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ১০ লাখ টন নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর থেকে আমন মৌসুমের সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই কর্মসূচির আওতায় সরকার মাত্র ৩ লাখ ২৩ হাজার ৩৫ টন ধান-চাল সংগ্রহ করতে পেরেছে। অর্থাৎ সরকার প্রায় দুই মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশও সংগ্রহ করতে পারেনি। আর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ অভিযান চলবে। ওই সময়ের মধ্যে বাকি ধান-চাল সংগ্রহ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে খোদ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও সন্দিহান। খাদ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারের চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে মজুদ ব্যবস্থাপনা প্রধানতম হাতিয়ার। বাজারে অস্থিতিশীলতার মুহূর্তে সরকারি মজুদ থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার আপিল শুনানি ২৬ ফেব্রুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নেতা ও গাজীপুরের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আপিল শুনানির জন্য আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি দিন নির্ধারণ করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল বুধবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে আসামিদের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দস কাজল। ২০০৪ সালে স্থানীয় এক জনসভায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে নিহত হন আওয়ামী লীগ নেতা ও গাজীপুরের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার। বিচারিক আদালতে রায়ের পর মামলাটি হাইকোর্টেও শুনানি হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট রায় দেন। সে

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারকে সঠিক পথে আনতে আন্দোলন করতে হতে পারে: সালাহউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারকে সঠিক পথে আনতে আন্দোলন করতে হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেন তিনি। ফ্যাসিবাদী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেয়নি দাবি করে বিএনপির এই নেতা বলেন, বর্তমান সরকারকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য রাস্তায় আন্দোলন করতে হতে পারে। সরকারকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে কিছু উদ্যোগ নেবে বিএনপি।

৭-এর পাতায় দেখুন

শেয়ার কেলেঙ্কারির অভিযোগে শিবলী রুবাইয়াতসহ ৯ জনের পাসপোর্ট বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামসহ

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা থেকে দেরিতে ট্রেন ছাড়ায় যাত্রীদের ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : রেলওয়ের রানিং স্টাফদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের পর সারাদেশে ট্রেন চলাচল আবারো শুরু হয়েছে। তবে প্রায় ৩০ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন (কমলাপুর) থেকে প্রায় সবগুলো ট্রেনই বিলম্বে ছেড়ে যাচ্ছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। জানা যায়, সকাল সাড়ে ৬টায় রাজশাহীর উদ্দেশে কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে যায় ধুমকেতু এক্সপ্রেস। এরপর থেকে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্দেশে ছেড়ে যায় আরো ১২টি ট্রেন। তবে সবগুলো ট্রেনই ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা বিলম্বে ছেড়ে যায়। সবচেয়ে বিলম্বে ছেড়ে যায় সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস।

৭-এর পাতায় দেখুন

রেলওয়ের রানিং স্টাফদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণার পর বুধবার ভোর থেকে ঢাকাসহ সারা দেশে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে তোলা ছবি।

তদন্ত কর্মকর্তার ডেঙ্গু পেছালো নাইকো মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার : নাইকো দুর্নীতি মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ পিছিয়ে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের তৎকালীন উপ-পরিচালক সাহেদুর রহমানের সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল গতকাল বুধবার। তবে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ায় আদালতে হাজির হতে পারেননি দুদকের এ কর্মকর্তা। তাই আদালত সাক্ষ্যগ্রহণের নতুন দিন ঠিক করেন। এ মামলায় ৬৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। এদিন মামলার প্রধান আসামি খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে থাকায় আদালতে হাজির হতে

৭-এর পাতায় দেখুন

উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেমিনার ২০২৫ অনুষ্ঠিত

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেমিনার ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উদ্যোক্তা বৃন্দের আয়োজনে ও ম্যাংগো ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হল রুমে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়,উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যম কর্মী মোহাম্মদ আহসান হাবিব এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আজাহার আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ নয়ন মিয়া,সমাজসেবা কর্মকর্তা কাঞ্চনকুমার দাস , মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুমাইয়া আক্তার আইটি বিশেষজ্ঞ, মার্কেটিং ও ব্যবসা শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা মো. শামীম খান, ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন লন্ডন প্রবাসী উদ্যোক্তা ও কিডস ল্যান্ড পার্ক এমডি মো. মেসবাহুল হক বাবু , সফল উদ্যোক্তা ও উপজেলা

৭-এর পাতায় দেখুন

তেজগাঁওয়ে কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরস স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর তেজগাঁওয়ে কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরস স্থগিত করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও আলেম-ওলামাদের সঙ্গে কোনও ধরনের সংঘাত যাতে না হয়, সে জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দরবার কর্তৃপক্ষ। গত মঙ্গলবার রাতে দরবারের পীর ও শাহ সুফি হজরত সৈয়দ জাকির শাহের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। গত ২৭ জানুয়ারি প্রায় শতাধিক আলেম-ওলামা ও স্থানীয় বাসিন্দা কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরস বন্ধের দাবিতে ফার্মগেটে জড়ো হয়ে মানববন্ধন করেন। পরে তেজগাঁও কলেজের সামনে থেকে একটি মিছিল নিয়ে তারা দরবার শরিফের মূল ভবনের সামনের দিকে এগিয়ে যান। ওই সময় সড়কের পাশে ওরস উপলক্ষে তৈরি করা অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়। একই সময় তারা নানা স্লোগান দেন। পরে উত্তেজিত ওরসের গেট ও প্যান্ডেলের সামনেও

৭-এর পাতায় দেখুন

ইভ্যালির রাসেল-শামীমার ২ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতারণার মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রাসেল ও তার স্ত্রী চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে দুই বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র এ রায় দেন। দণ্ডের পাশাপাশি তাদের ১০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরো দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা পলাতক

ছিলেন। রায় ঘোষণার পর আদালত তাদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী তৌসিফ মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, ইভ্যালি ডটকম নামীয় ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজের মাধ্যমর চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে। এতে আকৃষ্ট হয়ে তৌফিক মাহমুদ তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২১ সালের ২০ মার্চ ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ বাইক অর্ডার করেন। যার মূল্যবাবদ দুই লাখ ৪৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। ওই বছর ৩ এপ্রিল তিনি আর ওয়ান ফাইভের আরও দুটি বাইক অর্ডার করেন। যার মূল্য বাবদ ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। তবে কর্তৃপক্ষ ৪৫ দিনের মধ্যে বাইক তিনটি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। পরে বাদী ধানমন্ডি অফিসে যোগাযোগ করেন। কর্তৃপক্ষ দুটি চেক প্রদান করে। তবে ব্যাংক হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না থাকায় চেকটি নির্ধারিত তারিখে ব্যাংকে জমা না দিতে অনুরোধ করেন। আসামিদের কথা বিশ্বাস করে তিনি চেকটি ব্যাংকে জমা দেননি। পরবর্তীতে তৌফিক মাহমুদ ১৪ লাখ ১০

৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ডে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ভ্যানচালক ইনছান আলীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে হওয়া মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলামের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন আনিসুল হককে আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করে পুলিশ। এসময় রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয় : সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয় বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটির মতে ক্ষমতার পালাবদল হলেও চলমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতিতে উন্নতির লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিপিডি কার্যালয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪-২৫: সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন এই কথা বলেন। সিপিডির ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠান বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনার (আইআরবিডি) আওতায় এই মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। সিপিডি বলছে, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী মহলকে মোকাবিলা করে সংস্কার সম্ভব নয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সুশাসন বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে সংস্কার টেকসই করতে হবে। চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর বহুমাত্রিকতা বিবেচনা করে একটি ত্রিমুখী পদ্ধতি নেওয়া যেতে পারে। জুলাই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল কর্মসংস্থানের অভাব, যা বিগত সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে হয়েছিল। ফাহমিদা খাতুন বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৫ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৭ শতাংশ যা একই সময়ে আগের অর্থবছরে ছিল ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ। পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিয়োগে মন্দাকাল চলছে। আবার চলমান অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগের আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে না। আবার সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে যা অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সামনের মাসগুলোতে অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করতে হবে যা একই সঙ্গে তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলা করবে এবং পরবর্তী রাজনৈতিকভাবে

৭-এর পাতায় দেখুন

দুদকের মামলায় সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারকে দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। এর আগে দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়ে শুনানির জন্য ২৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন আদালত। দুদকের পক্ষে কমিশনের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। গত বছর ১৯ ডিসেম্বর

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

বিশৃঙ্খলা এড়াতে ইজতেমায়

গ্রহণ করা হয়েছে। ইজতেমাস্থলে ভিআইপিদের যাতায়াত এবং বিদেশি মেহমানদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান আইজিপি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইজিপি বলেন, ইজতেমার উভয়পক্ষের আয়োজকরা অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ইজতেমা সম্পন্ন করবেন বলে আমরা আশাবাদী। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইজতেমা নিরাপদে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হবে। পুলিশ সকলের সহযোগিতায় যেকোনো ধরনের নাশকতা মোকাবিলায় সক্ষম। এ সময় তিনি গণমাধ্যমেরও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. আকরাম হোসেন, গাজীপুর মেট্রোপলিটনের পুলিশ (জিএমপি) কমিশনার নাজমুল করিম খান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার তাহেরুল হক চৌহান, অতিরিক্ত ডিআইজি জাহিদুল ইসলাম ভূইয়া, গাজীপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী জাবের সাদেক, মাওলানা মাহফুজুল হক, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মনজুরুল করিম রনি ও অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা এবং তাবলিগের মুরব্বিরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, টঙ্গীতে আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি এবং ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি দুই পর্বে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে।

নজিরবিহীন স্বাধীন গণমাধ্যম

'বিরাট সুযোগ' এনে দিয়েছে। তারা জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান, ভিকটিমদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সংস্কার, গণমাধ্যম, চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার, নতুন সাইবার নিরাপত্তা আইন, কীভাবে তাদের উন্নতি করা যায় এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যালেক্স সোরোস বলেন, আমরা এসব ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা সমর্থন করার উপায় খুঁজব। প্রধান উপদেষ্টা ওপেন ফাউন্ডেশনকে তাদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি নজিরবিহীন ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধান উপদেষ্টা শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে পাচার হওয়া প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করার জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানান।

আদেশ স্থগিত, কারিগরির সাড়ে ৩

অ্যাডভোকেট মাকসুদ উল্লাহ। অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। এর আগে, গত ২৬ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) বা ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর (দশম গ্রেড) পদে নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়। এ পরীক্ষায় ৪৪টি ক্যাটাগরিতে সাড়ে ৩ হাজার জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ ফল প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। পরে তাদের নিয়োগ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়। নিয়োগ বঞ্চিত ১৮ জন পরীক্ষার্থী এ রিট দায়ের করেন। রিটে নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি, আবেদ আলী চক্রের প্রশ্ন বিক্রির অভিযোগ আনা হয়। ওই সাড়ে ৩ হাজার জনের আজ বুধবার চাকরিতে যোগদানের কথা ছিল।

তিন বিভাগীয় কমিশনারসহ ৮ জনকে

তানিম খান, মহসীন কবির রকি, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন। পরে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, 'সারা বাংলাদেশে লাইসেন্সবিহীন অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধে ২০২২ সালে জনস্বার্থে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) একটি রিট পিটিশন দাখিল করে। রিট পিটিশন শুনানি শেষে আদালত ২০২২ সালের ১৩ নভেম্বর বিবাদীদের প্রতি রুল জারি করে অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনাররা এখন পর্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় গত ২৮ নভেম্বর প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের অবৈধ ইটভাটা বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, 'আদেশ পাওয়ার পর বিভাগীয় কমিশনার আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় পূর্বের বন্ধকৃত ইটভাটাগুলোর নাম পুনরায় বন্ধকৃত ইটভাটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে এবং সব অবৈধ ইটভাটা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে না পারায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভাগীয় কমিশনার এবং নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক এবং সাভার ও ধামরাই উপজেলার নির্বাহী অফিসারকে আদালতে হাজির হয়ে এ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এইচআরপিবির পক্ষে আদালতে একটি সম্পূরক আবেদন করা হয়।

সায়মা ওয়াজেদের সূচনা

দুদকের পক্ষ থেকে। কিন্তু, পরে দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম জানান, ঠিকানা অনুযায়ী রাজধানীর ধানমন্ডিতে অভিযান চালাতে গিয়ে সূচনা ফাউন্ডেশনের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাননি তারা। সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক। গত রোববার দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়, সায়মাকে ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে মনোনয়নের সময় কানাডার নাগরিক ছিলেন তিনি। প্রার্থীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে তার দেওয়া তথ্যাদি যথাযথ ছিল না। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, সূচনা ফাউন্ডেশন নামের প্রতিষ্ঠান খুলে বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে উপঢৌকন ও অর্থ আত্মসাৎ করেছেন শেখ হাসি-না কন্যা। গত ২৪ নভেম্বর সূচনা ফাউন্ডেশনের ব্যাংক হিসাব স্থগিতের (জব্দ) নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। দুদক বলছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে সূচনা ফাউন্ডেশন নামে প্রাপ্য অর্থ করমুক্ত করিয়ে নিয়েছিলেন সায়মা।

কর্মবিরতিতে কমলাপুর স্টেশনে

যাত্রীদের রিফান্ড করা হবে। এদিন পারাবত এক্সপ্রেস চার ঘণ্টা বিলম্বে ছেড়েছে। অন্যান্য ট্রেনের এক থেকে দেড় ঘণ্টা শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু গভীর রাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে (ধর্মঘট প্রত্যাহার) তাই যাত্রীদের এসএমএস দেওয়া হয়নি। যারা যেতে পারেননি, তাদের বিষয়ে কী করা যায় আমরা তা দেখছি।

গুম ও হত্যার নির্দেশ দিতেন হাসিনা

সরকারের সংস্কার কর্মসূচি এবং দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। এইচআরডব্লিউ এশিয়া প্রধান বলেন, 'আপনারা এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি করেছেন তাতে আমরা সাধুবাদ জানাই।' 'জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান সময়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে।' 'এইচআরডব্লিউ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করার সুপারিশ তুলে ধরে বলেছে, গুম ও হত্যার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত। ইলেইন পিয়ারসন বলেন, 'এখানে জবাবদিহিতা খুবই জরুরি।' স্বৈরাচার শেখ হাসি-নার শাসনামলের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের যে প্রচেষ্টা ছিল- তার প্রশংসা করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'গত ১৬ বছর আপনাদের প্রতিবেদনগুলোতে ১৬ বছরের একনায়ক শাসনামলের ব্যাপক অপরাধ উন্মোচনে সহায়ক হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, র‍্যাব তাদের অপরাধের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে, তবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের 'বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে।' পিয়ারসন বলেন, '২০০৯-২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসি-নার শাসনামলে নিরাপত্তা বাহিনী রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ছিল এবং তারা শাসক দলের ক্যাডারের মতো আচরণ করত।' তিনি আরও বলেন, 'এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন।' 'প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আমরা উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সমস্ত সংস্কার সুপারিশ প্রকাশ করছি এবং জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার নির্ধারণের সুযোগ দিচ্ছি। ১৬ বছরের দমন-পীড়ন এবং অপরাধের ক্ষতি পূরণ করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হবে।' 'এইচআরডব্লিউ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'গুমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন যে শেখ হাসিনা বা সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জানতেন এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা সরাসরি গুম ও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' 'এইচআরডব্লিউ এশিয়া প্রধান ঢাকা সফরকালে সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং রোহিঙ্গা বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ খলিলুর রহমানসহ একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এইচআরডব্লিউ বলেছে, সংস্কারগুলোকে দৃঢ় করতে হবে এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা জানান, তিনি রাখাইনে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মিয়ানমারের প্রধান বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি 'নিরাপদ অঞ্চল'-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

শীতের মধ্যেই ৪ বিভাগে বৃষ্টির

সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি অথবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার একই সময় পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লা অঞ্চলসহ ময়মনসি-হ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। তবে এ সময়ে সারাদেশে আগের মতোই শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত থাকবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পাশাপাশি এই সময়ে রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ ছাড়া শুক্রবার সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। পাশাপাশি এই সময় দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে শনিবার সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

রেল উপদেষ্টার আশ্বাসে রানিং

ইউনিয়নের নেতারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহসহ আরও অনেকে। পরে বৈঠক শেষ হলে রাত আড়াইটায় সংবাদ মাধ্যমের সামনে রেলওয়ের যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন বাংলাদেশ রেলওয়ের রানিং স্টাফ ও কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান। তিনি রেলওয়ের সব রানিং স্টাফদের কাজে ফেরার আহ্বান জানান। এ সময় মজিবুর রহমান বলেন, উপদেষ্টা জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যেই সমাধান করবেন। আমাদের আগের সব সুবিধা বহাল থাকবে। ২০২২ সালে যাদের নিয়োগ হয়েছে, তাদের বিষয়টি গতকাল বুধবার চিঠির মাধ্যমে জানাবেন। এর আগে রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, রেলের শ্রমিক নেতারা আমার সঙ্গে বিভিন্ন সময় দেখা করেছেন কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে। এর মধ্যে একটা দাবি ছিল, রানিং স্টাফদের মাইলেজ সুবিধার বিষয়ে। এটি নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে টেকআপ করি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কিছু সুবিধা দিয়েছে। এরপরও তাদের আরও কিছু দাবি আছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটা বিষয় বলেছে, তাদের মাইলেজ এক মাসের বেশি হতে পারবে না। কিন্তু শ্রমিক নেতারা বলেছেন, এটি তুলে দেওয়ার জন্য। আমি অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলবো। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমি এটা করতে সক্ষম হবো। তিনি আরও বলেন, আরেকটা বিষয়, তাদের রেলের যে সুবিধা আছে, সেটি বহাল থাকবে। আগে থেকে যেসব সুবিধা চলে আসছে, সেগুলোতে কোনও পরিবর্তন হবে না। কর্মসূচি প্রত্যাহারের ফলে গতকাল বুধবার সকাল ৯টার পর থেকে সিডিউল ট্রেনগুলো প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। কারণ বাংলাদেশ রেলওয়ে মধ্যরাতে জানিয়েছে, আন্দোলনের কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় ২৯ জানুয়ারি সকাল ৯টা পর্যন্ত সব ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। এসব ট্রেনের টিকিট রিফান্ড নিয়ে শতভাগ টাকা যাত্রীদের ফেরত দেওয়া হবে। এর আগে ২৮ জানুয়ারির সব ট্রেনের যাত্রাও বাতিল করে রেলওয়ে।

শিল্পে উৎপাদন খাতের অবদান ১১.৫

উৎপাদনমূল্য প্রায় ৫.৭৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার প্রতিবছর গড়ে ১৪ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে করোনাভাইরাসের প্রভাবে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ধস নামার বছরেও এই খাতে ৪ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছিল। এছাড়া প্রতিবছরই উৎপাদন খাতে ডাবল ডিজিট, এমনকি কোনো কোনো বছর ১৮ শতাংশ ছুঁই ছুঁই প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এই সময়ে মোট জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ১৭.২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩.১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলেও দাবি করে হাসিনা সরকার। উৎপাদন খাতের হাত ধরে শিল্প খাতে বছরের পর বছর ধরে দেখানো জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই হিসাব মিলছে না বিবিএস পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪-এর প্রাথমিক ফলাফলে। আজ প্রকাশিতব্য অর্থনৈতিক শুমারির প্রাথমিক হিসাব বলছে, গত ১১ বছরে উৎপাদন খাতে অর্থনৈতিক ইউনিটের (প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৫.৩৯ শতাংশ। অথচ ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত শুমারির তুলনায় ২০১৩ সালের শুমারিতে এই খাতে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছিল ১০০.৪২ শতাংশ। সার্বিকভাবে দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের প্রবৃদ্ধি কমেছে বলে প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে দেশে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪টিতে, যা ২০১৩ সালে ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এ হিসাবে ১১ বছরে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি বা ৫১.৯১ শতাংশ বেড়েছে। এর আগের জরিপে (২০১৩) দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪১ লাখ ১০ হাজার ৪২১টি বেড়েছিল, যা ২০০৩ সালের ৩৭ লাখ আট হাজার ১৪৪টি ইউনিটের তুলনায় ১১০.৮৫ শতাংশ বেশি। প্রতিবেদনে দেখা যায়, উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হওয়ায় অর্থনৈতিক ইউনিটে এই খাতের অবদান ৮.৭৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটে উৎপাদন খাতের অবদান ছিল ১২.১৪ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে ১১.৫৪ শতাংশে নেমে আসে। এ হিসাবে টানা দুই শুমারিতেই কমেছে উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠানের অবদান। গত ১১ বছরে সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৯ লাখ ১৫ হাজার ৯৮২ থেকে ৫৬.৬৮ শতাংশ বেড়ে এক কোটি আট লাখ ৩৫ হাজার ৮৯৬-এ দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিএস। এর ফলে মোট প্রতিষ্ঠানে সেবা খাতের অবদান ৮৮.৮৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১.২৩ শতাংশে। গেল এক দশকে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার বেড়েছে ৪০ লাখ কোটি টাকা। এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের যুক্ত হয়েছে ৪০ লাখ ৫৮ হাজার খানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সার্ভিস তথা সেবা খাতের প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে ৩৯ লাখ ১৯ হাজারটি আর উৎপাদন খাতে যুক্ত হয়েছে মাত্র এক লাখ ৩৮ হাজারটি। এ কারণে গত ১০ বছরে মাত্র ৬২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থনীতিবদরা বলছেন, বিগত সময়ে জিডিপির আকার যে হারে বেড়েছে, সেভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র বাড়েনি। এ কারণে প্রত্যাশা অনুসারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। তাই বেকারের পরিসংখ্যান লম্বা হচ্ছে। অর্থাৎ গত ১১ বছরে যেখানে সাড়ে ৬২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, আগের ১০ বছরে কর্মসংস্থান হয়েছিল এক কোটি ৩৩ লাখ। টেকসই অর্থনীতির স্বার্থে এই অবস্থার উন্নতি করতে হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থনৈতিক শুমারি প্রকল্পের পরিচালক এস এম শাকিল আখতার বলেন, গত ১০ বছরে বড় শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। নানা কারণে উৎপাদন খাত বাড়লেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। এতেই বোঝা যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়নি। এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, জিডিপির আকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে এটি ইতিবাচক। তবে সব সময় প্রত্যাশা থাকে দেশে শিল্প বাড়ুক, ছোট কম্পানি থেকে মাঝারি, আবার মাঝারি কম্পানিগুলো বড় কম্পানি হয়ে উঠুক। কিন্তু অর্থনীতির আকারের সঙ্গে শিল্পের আকার সেভাবে বাড়েনি। এটি অর্থনীতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে শিল্প-কারখানায় উন্নয়ন হচ্ছে না। অর্থনীতির আকারের সঙ্গে শিল্পায়ন না হওয়ার পেছনে সরকারের প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা রয়েছে। নীতি কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে। অর্থনৈতিক শুমারির প্রতিবেদন মতে, গত এক দশকে অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে ৪০ লাখ ৫৮ হাজারটি। এর মধ্যে সেবা খাতে বেড়েছে ৩৯ লাখ ১৯ হাজারটি আর উৎপাদন খাতে বেড়েছে এক লাখ ৩৮ হাজার ৮৮৫টি; অর্থনৈতিক ইউনিট বাই টাইপে এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪টি। এর মধ্যে পার্মানেন্ট ৬২ লাখ ৮৮ হাজার ২১৪টি, টেম্পরারি পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার ৬২১টি। ইকোনমিক হাউসহোল্ডে ৫০ লাখ ১২ হাজার ৫২৯টি। ঠিক এর এক দশক আগে প্রতিষ্ঠান ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এর মধ্যে পার্মানেন্ট ছিল ৪৫ লাখ ১৪ হাজার ৯১টি, টেম্পোরারি ছিল চার লাখ ৮২ হাজার ৯০৩টি। আর ইকোনমিক হাউসহোল্ড ছিল ২৮ লাখ ২১ হাজার ৫৭১। অর্থাৎ ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে। অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে ৮৩ লাখ ৪৬ হাজার ১৬১টি, আর শহরাঞ্চলে রয়েছে ৩৫ লাখ ৩১ হাজার ২০৩টি। এর আগে ২০১৩ সালে গ্রামাঞ্চলে ছিল ৫৫ লাখ ৮৯ হাজার ১৯টি, শহরাঞ্চলে ছিল ২২ লাখ ২৯ হাজার ৫৪৬টি। স্থানীয় বা পার্মানেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে ৩৯ লাখ ৪১ হাজার ৬৮টি, শহরাঞ্চলে রয়েছে ২৩ লাখ ৪৭ হাজার ১৪৬টি; যা ১০ বছর আগে ছিল গ্রামাঞ্চলে ২৯ লাখ ৩৬ হাজার ৪৫৯টি আর শহরাঞ্চলে ছিল ১৫ লাখ ৭৭ হাজার ৬৩২টি। টেম্পোরারি পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার ৬২১টির মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে দুই লাখ ৮৪ হাজার ৯০৯টি আর গ্রামে দুই লাখ ৯১ লাখ ৭১২টি; যা ২০১৩ সালে ছিল দুই লাখ ৭৬ হাজার ৬৯৩টি। প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৪ সালে তিন কোটি সাত লাখ ৬১ হাজার ৩৪ জন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এর মধ্যে পুরুষ দুই কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার ২৯৮ জন। মহিলা ৫১ লাখ ২৮ হাজার ৬৭৭ জন, হিজড়া দুই হাজার ৫৯ জন। এর আগে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছিল এক কোটি ৩৩ লাখ। আর ২০১৩ সালে এসে কর্মসংস্থান দাঁড়ায় দুই কোটি ৪৫ লাখ ৮৫০। সে হিসাবে গত ১০ বছরে নতুন কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬২ লাখ ৬০ হাজার ১৮৪ জন। শিল্প খাতে গত ১১ বছরে এক লাখ ১৬ হাজার ৯৭৮টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে।

সালমান-মামুন সৈকত রিমান্ডে

মেট্রোর পরিদর্শক মোহাম্মদ আলতাফ হোসাইন সালমান এফ রহমান ও চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে শুনানি করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে যুক্তিতর্ক পেশ করেন। শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুর থানা এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন আসিফ। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হলে সহযোদ্ধারা তাকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরের দিন তিনি মারা যান। এ ঘটনায় ওই বছরের ১ নভেম্বর মির-পুর থানায় ২২ জনকে আসামি করে একটি মামলা হয়। এ মামলায় চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন চার এবং সালমান এফ রহমান সাত নম্বর এজাহার নামীয় আসামি। এদিকে গতকাল বুধবার সকালে সৈকতকে আদালতে এনে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও পিবিআইয়ের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ কামারুজ্জামান সিকদার। রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী। শুনানি শেষে বিচারক চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট রাজধানীর ধানম-ন্ডির সায়েন্স ল্যাব এলাকা থেকে জিগাতলা এলাকায় যাওয়ার পথে আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হন মো. রিয়াজ (২৩)। দুই সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৭ আগস্ট বিকালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের মা শাফিয়া বেগম ৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় সৈকত ২৬ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি। গত বছরের ১৪ আগস্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকা থেকে আত্মগোপনে থাকাবস্থায় তানভীর হাসান সৈকতকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন পল্টনের রিকশা চালক হত্যা মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ড দেন আদালত। রিমান্ড শেষে কারাগারে যাওয়ার পর পুনরায় কয়েকটি মামলায় তাকে রিমান্ডে রিমান্ডে পাঠানো হয়।

পবিত্র শবে বরাত কবে জানা যাবে আজ

দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। টেলিফোন নম্বর : ০২-২২৩৩৮১৭২৫, ০২-৪১০৫০৯১২, ০২-৪১০৫০৯১৬ ও ০২-৪১০৫০৯১৭। ফ্যাক্স নম্বর : ০২-২২৩৩৮৩৩৯৭ ও ০২-৯৫৫৫৯৫১।

আ.লীগ বিক্ষোভ করতে পারবে না

আমরা সমাবেশ করার স্বাধীনতা এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আজ সকালে গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সাড়ে পাঁচ মাসে কেবল ঢাকায় কমপক্ষে ১৩৬টি বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিক্ষোভের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। তবুও, সরকার কখনো বিক্ষোভ-সমাবেশের ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেননি।' 'কিন্তু আমাদের কি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে বিক্ষোভ করার সুযোগ দেওয়া উচিত? জুলাই-আগস্টের ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যায় যে আওয়ামী লীগের কর্মীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যায় অংশ নিয়েছিল। তাদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডে শহীদ হয়েছেন কয়েকশ তরুণ শিক্ষার্থী, এমনকি নাবালক শিশুরাও। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় গণহত্যা, খুন ও তাণ্ডবের জন্য দায়ী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার।' ফেসবুক স্ট্যাটাসে শফিকুল আলম আরও লেখেন, 'গতকাল কয়েকজন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মীর সাক্ষাৎকারের বরাতে নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, শেখ হাসিনা তার ১৬ বছরের একনায়কত্বের শাসনামলে সরাসরি হত্যা এবং জোরপূর্বক গুমের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি একটি চোরতন্ত্র (ক্লেপ্টোক্রেসি) এবং খুনি শাসনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন একটি প্যানেল বলছে, শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে তার ঘনিষ্ঠরা ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত চুক্তি থেকে কোটি কোটি ডলার চুরির দায়ে হাসিনার পরিবারের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত চলছে।' 'এছাড়া প্রায় সাড়ে তিন হাজার ব্যক্তি জোরপূর্বক গুমের শিকার হয়েছেন। প্রায় তিন হাজার জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। শাপলা চত্বরের সমাবেশ এবং মাওলানা সাঈদীর বিচারিক রায়ের পর বিক্ষোভকারীদের ওপর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ বাহিনী হাসিনার শাসনামলে পুলিশ লীগে পরিণত হয়েছিল। হাসিনার একনায়কতন্ত্রে প্রায় ষাট লাখ বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ভুয়া ও গায়েবি মামলা দেওয়া হয়। এমনকি দেশের প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতিকেও নির্মমভাবে মারধর করা হয়, পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং নির্বাসনে পাঠানো হয়।'

ফেসবুক স্ট্যাটাসে প্রেস সচিব লেখেন, 'যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ এই গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড এবং প্রকাশ্য দুর্নীতির জন্য ক্ষমা না চাইবে এবং যতক্ষণ না তাদের অন্যায়কারী নেতাকর্মীরা বিচার ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের অপরাধের জন্য বিচারকার্যের প্রক্রিয়া শুরু করে পাপমোচন করতে উদ্যোগ না নেবে এবং যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ তাদের বর্তমান নেতৃত্ব ও ফ্যাসিবাদী আদর্শ থেকে নিজেকে আলাদা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। মিত্রবাহিনী কি নাৎসিদের বিক্ষোভ করার অনুমতি দিয়েছিল?' শফিকুল আলম লেখেন, 'পৃথিবীর কোনো দেশ কি একদল খুনি এবং দুর্নীতিবাজ চক্রকে আবার ক্ষমতায় আসতে দেবে? কোনো দেশই জবাবদিহিতা ছাড়া স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফেরার অনুমতি দেয় না। বাংলাদেশের জনগণ এই খুনিরা কোনো প্রতিবাদ-সমাবেশ করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন জবাব দেবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা দেশকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়ার কোনো ধরনের প্রচেষ্টাকে সুযোগ দেব না। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে কেউ যদি অবৈধ বিক্ষোভ করার সাহস করে তবে তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে।'

'বিনিময়' প্লাটফর্ম ছিল শেখ হাসিনার

প্লাটফর্ম করা হয়েছিল সেটি ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের শেল কোম্পানি। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীতে এক আলোচনায় তিনি এ তথ্য জানান। গভর্নর বলেন, আমাদের কর ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অনলাইন প্রয়োজন, 'ভ্যাট- ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ অনলাইন না হলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি বন্ধ হবে না। কয়েক বছর আগে আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিআরই থেকে ট্যাক্স ফাইল জমা দিতে গিয়ে একটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। আমাদের ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে ৫ লাখ টাকা দাবি করা হয়েছিল। তা না দেওয়ায় পরে বদলি হয়ে গেছে। এরকম হলে কি করবে বলেন।' তিনি বলেন, 'একটি পণ্য আমদানি থেকে উৎপাদন ও বিক্রি পর্যন্ত ১০ ভাগের ওপরে ভ্যাট হওয়া উচিত না। আমি মনে করি বর্তমানে যে ১৫ ভাগ পর্যন্ত ভ্যাট দিতে হচ্ছে তা সকালের জন্য কঠিন হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ইমিডিয়েটলি রাজস্ব খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে না। এখানে অনেক ধরনের সংস্কার দরকার রয়েছে। যা করতে ৩ থেকে ৪ বছর লাগবে। বর্তমান সরকার হয়তো এই সময়টা পাবে না, তবে আমরা শুরু করব।' গভর্নর বলেন, 'অনেকে মূল্যস্ফীতি এর ক্ষেত্রে পলিসি কাজ করছে না' এমন মন্তব্য করছেন, আমি বলব পলিসি ইজ ওয়ার্কিং একটু কন্ট্রোল ইনফ্লেশন। উন্নতশীল দেশগুলোতেও পদক্ষেপ নেওয়ার পর ১০ থেকে ১২ মাস সময় প্রয়োজন হয়। আমরা আশা করছি আগামী জুনের মধ্যে ভালো একটা সুফল পাব।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে এখন যে ডিপোজিট গ্রোথ রয়েছে তা খুবই কম। আমি মনে করি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের ন্যূনতম ১৪ থেকে ১৬ ভাগ পর্যন্ত ডিপোজিট গ্রোথ হওয়া দরকার। আলোচনায় অংশ নেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের এমডি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খিন চৌধুরী, প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান তানজিল এ চৌধুরী, সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিনসহ অনেকে। অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা কর হার না বাড়িয়ে করের আওতা বাড়ানোর অনুরোধ জানান।

নির্বাচনসংক্রান্ত আইন পর্যালোচনাসহ

শেষ করে গেছে বিতর্কিত নির্বাচন আয়োজনকারী কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ, কে এম নূরুল হুদা এবং কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন। নতুন কমিশন গঠনের পর ২০০৮ সালের আগের সীমানা ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বৃহস্পতিবারের সভায় নির্বাচন কমিশন যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে, সেগুলো হলো-

১। জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ পর্যালোচনা।
২। বিভিন্ন দেশে দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমের শর্ত বা পদ্ধতি বা সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা।
৩। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা-২০২৩ এবং গাইডলাইনস ফর ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন অবজারভার অ্যান্ড ফরেন মিডিয়া পর্যালোচনা।
৪। নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক বা গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা পর্যালোচনা।
৫। ডিআরএস সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনা।
৬। ব্ল্যাঙ্ক কার্ড সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা।
৭। প্রস্তাবিত জাতীয় নির্বাচনী পদক নীতিমালা, ২০২৫ এর ওপর আলোচনা।
৮। আইডিইএ দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের মেয়াদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা।
৯। নির্বাচন কমিশনে বিদ্যমান প্যানেল আইনজীবী তালিকা হালনাগাদকরণ বিষয়ে আলোচনা এবং বিদ্যমান সম্মানী/ফি কাঠামো পর্যালোচনা।
১০। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ভাতার হার নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষক নির্বাচন বিষয়ে পর্যালোচনা।

আ.লীগ কীভাবে কর্মসূচি

নিয়ে করা প্রদর্শনী পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সারজিস আলম বলেন, ২৪-এর সবচেয়ে বড় হায়েনা যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগ। এতো মানুষকে হত্যার পরও শেখ হাসিনা কীভাবে কর্মসূচি দেয়? শেখ হাসিনা দেশে আসলে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলবে বলেও এ সময় তিনি মন্তব্য করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম এই সমন্বয়ক বলেন, অভ্যুত্থানের পর চিন্তাভাবনার দিক থেকে একটা বড় জেনারেশন গ্যাপ দেখা যাচ্ছে। আমরা যেভাবে চাই সেভাবে তথাকথিত রাজনীতিবিদরা ভাবছেন না। কে মানুষের জন্য ভালো বা কে দেশের জন্য ভালো তারা এটা ভাবেন না। তারা ভাবেন, যাকে বসাচ্ছি সে আমার ম্যান কি না, যাকে বসাচ্ছি সে আমার স্বার্থ সার্ভ করবে কি না। এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে কিছু মানুষ কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, সো কোল্ড পলিটিশিয়ানরা এই জেনারশনকে তাদের জন্য থ্রেট মনে করছেন। কারণ, ইয়াং জেনারেশনের কালচারের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারছেন না, মানসিকতার সঙ্গে মিল রাখতে পারছেন না। জাতীয় নাগরিক কমিটির এই মুখ্য সংগঠক বলেন, তরুণরা নেতৃত্ব না দিলে আগামী এক দশকেও দেশে স্বৈরশাসনের অবসান হতো না। তাই আমি মনে করি, তরুণ নেতৃত্বকে দেশ পরিচালনায় এগিয়ে আসতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে শিক্ষার্থীদের আর রাজপথে নামার দরকার নেই উল্লেখ করে সারজিস আলম বলেন, অভ্যুত্থানের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা রাজপথে নেমেছিলাম। এখন ইয়াং জেনারেশনের সামনে ডিমান্ড হচ্ছে সত্যকে সত্য বলা আর অন্যায়কে অন্যায় বলা।

ভারতকে ছাড় নয়

চুক্তিগুলো নিয়ে কাজ করতে। ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে এটা সমাধান করা হবে। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। যেগুলোতে আমরা মনে করছি যে, আমরা বঞ্চিত হয়েছি, সে বিষয়গুলোতে কোনো ছাড় দেব না। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সম্মেলনে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের নিয়ে আমরা বসব। সেখানে আপনারা সুনির্দিষ্ট তথ্য পাবেন। বর্ডার কিলিংয়ে সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা। মোট কথা কোনো বিষয়ে তাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এদিকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে আস্থা বাড়াতে বাংলাদেশ কোনো ছাড় দেবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, শুধু ছাড় দিয়ে কিন্তু আস্থা বাড়ানো যায় না। আলোচনার মাধ্যমেও আস্থা বাড়ানো যায়। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে) খোদা বখস চৌধুরীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলন আগামী মাসে হবে।

আগামীকাল থেকে শুরু

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মুসল্লিদের পারাপারের জন্য তুরাগ নদের ওপর সেনাবাহিনী পাঁচটি এবং বিআইডব্লিউটিএ একটি অস্থায়ী পন্টুন ব্রিজ নির্মাণ করেছে। মুসল্লিদের অজু, গোসল ও খাবারের পানি সরবরাহ, রান্নার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিতে অর্ধশতাধিক ক্যাম্প স্থাপন করেছে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও সেবা সংস্থা। তবলিগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ী নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, এবারের ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য পুরো ৬৪টি জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে অংশগ্রহণ করবেন গাজীপুর, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকার একাংশসহ মোট ৪১ জেলার মুসল্লিরা। দ্বিতীয় পর্বে সিলেট, কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার, নোয়াখালী, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও ঢাকার একাংশসহ ২২ জেলার মুসল্লিরা অংশ নেবেন।

দুই পর্বে ইজতেমা আয়োজনের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান, মুসল্লিরা ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে থেকেই তবলিগের মেহনত করতে চান। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে ইজতেমা মাঠের ১৬০ একর জায়গায় অবস্থান করা কষ্টদায়ক। দুই পর্বে ইজতেমা হওয়ায় তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও কমবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ভারতীয় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : শুল্ক ফাঁকি দিয়ে পণ্য এনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হাতে আটক হয়েছে দুই ভারতীয় নাগরিক। গত মঙ্গলবার রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশে তুলে দেওয়া হয়। ওই দুই ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে থ্রিপিস, ক্রিম, মদসহ প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকার পণ্য জব্দ করে বিজিবি। এছাড়া তাদের কাছ থেকে পাসপোর্টও জব্দ করা হয়। দুই ভারতীয় নাগরিক হলো, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রামনগর এলাকার রাহুল মিয়া (২৮) ও একই এলাকার সেলিনা বেগম (৪৫)। গতকাল বুধবার দুপুরে মামলা করে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। বিজিবির হাবিলদার মো. জাকির হোসেন বাদী হয়ে দায়ের করা অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ওই দুই ভারতীয় নাগরিক গত মঙ্গলবার রাতে স্থলবন্দর এলাকা পার হয়ে একটি অটোরিকশাযোগে যাওয়ার সময় তল্লাশি করা হয়। এ সময় তাদের কাছে ৫২টি থ্রিপিস, ১৭০০টি ক্রিম, পাঁচটি মদের বোতল পাওয়া যায়। তবে এর বিপরীতে কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি তারা। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে তারা এসব পণ্য আনেন বলে বিজিবির কাছে স্বীকার করেন। আখাউড়া থানার ওসি মো. ছমিউদ্দিন জানান, রাতে দুই ভারতীয় নাগরিককে থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি। এ ঘটনায় দুইজনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিআইটিআইডির পরিচালক ডা. সাখাওয়াত উল্লাহ'র মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম: ফৌজদারহাটে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এর পরিচালক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাখাওয়াত উল্লাহ মারা গেছেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে নগরের পার্কভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে মৃত্যুবরণ করেন চট্টগ্রামের সাবেক এই বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য)। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। মরহুমের নামাজে জানাজা গতকাল বুধবার বাদ জোহর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তাঁর ভাই ডা. আবদুর রব মাসুম।

জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ৩১৭৩ জনের যোগদানে বাধা কাটলো

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন ক্যাটাগরির 'জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক)' পদে নিয়োগ চূড়ান্তের পর যোগদানের জন্য জারি করা প্রজ্ঞাপনের কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টের আদেশে চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে ৩১৭৩ জনের স্ব স্ব পদে যোগদানে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। এর আগে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে রিট আবেদনকারী পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। আদেশে আপিল বিভাগ ছয় সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন। আর তিন সপ্তাহের মধ্যে পুলিশ প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করতে বলা হয়েছে। এ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শওকত আকবরসহ ১৮ জনের প্রাথমিক শুনানি শেষে সোমবার বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন। আদেশে সুপারিশপ্রাপ্তদের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এরপর সরকারপক্ষ আপিল বিভাগে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন করে। ২০২১ সালের ২৬ অক্টোবর এ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। পরে ২০২২ সালের ১৮ মার্চ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৫ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত। তবে এ নিয়োগ পরীক্ষায় 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' হয়েছে দাবি করে গত বছর কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'ফাঁস প্রশ্নের টাকায় নিজ পকেটের উত্তর মেলান আবেদ আলী, প্রশ্নফাঁস চক্রের ১১৫ অ্যাকাউন্টে ১২৫ কোটি টাকা লেনদেন' শীর্ষক একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাকাউন্টটিতে সবচেয়ে বেশি টাকা জমা হয়েছে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে। ওই বছরের ১৮ মার্চ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ইনস্ট্রাক্টর ও জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার পরদিন ১৯ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ দিনে অ্যাকাউন্টটিতে জমা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। এরপর ২৮, ২৯ ও ৩০ মার্চ যথাক্রমে ২০ লাখ, ১৭ লাখ ও ১৯ লাখ করে চেকের মাধ্যমে মোট ৫৬ লাখ টাকা তুলে নেওয়া হয়। এরপর গত বছরের ২৬ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। মনোনীতদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে ১০ম গ্রেডে নিয়োগে সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। এরপর ২৩ জানুয়ারি তিন হাজার ১৭৩ জনকে যোগদানের জন্য পৃথক প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়। রিটকারীদের আইনজীবীর দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর একই রকমভাবে রেলওয়ের নিয়োগ স্থগিত করা করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে সেটা করা হয়নি। এ ছাড়া সিআইডিতে অভিযোগ এখনো তদন্তনাধীন।

ভারত-মিয়ানমার থেকে এলো ৩৭ হাজার টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত ও মিয়ানমার থেকে ৩৭ হাজার টান আমদানি করা চাল নিয়ে দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। গতকাল বুধবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, জিটুজি ভিত্তিতে মিয়ানমার থেকে ২২ হাজার টন আতপচাল নিয়ে এমভি এটিএন ভিক্টরি ও উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানি করা ১৫ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল নিয়ে এমভি বিএমসি প্যানডোরা নামের জাহাজ দুটি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। জাহাজে রক্ষিত চাল দ্রুত খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ট্রাকচালকের পায়ে গুলি, ওসিসহ পুলিশের ১৫ সদস্যের নামে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের পিকআপভ্যানে ধাক্কা লাগায় ট্রাকচালককে আটকের পর গুলি করে তার একটি পা পঙ্গু করে দেওয়ার অভিযোগে সিরাজগঞ্জের সাবেক দুই ওসিসহ পুলিশের ১৫ সদস্যের নামে মামলা দায়ের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানা আমলী আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে এম শাহরিয়ার শহীদ বাপ্পী এ আদেশ দেন। মামলার বাদী পাবনার ফরিদপুর উপজেলার নেছড়াপাড়া (শিববারী) গ্রামের মো. রহম মোল্লার ছেলে। আসামিরা হলেন, উল্লাপাড়া মডেল থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসিফ মোহাম্মদ সিদ্দিকুল ইসলাম, সলঙ্গা থানার সাবেক ওসি মো. এনামুল হক, সলঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ তাজ উদ্দিন আহমেদ, উল্লাপাড়া থানার উপ-পরিদর্শক মো. আব্দুস সালাম, সলঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক মনছুর রহমান ও সলঙ্গা থানার এএসআই আব্দুল কুদ্দুস। এছাড়াও অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও ৯/১০ জনকে। গত মঙ্গলবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট গোলাম হাফিজ কিরণ। তিনি বলেন, ২ জানুয়ারি রোকন মোল্লা আদালতে একটি পিটিশন দায়ের করেন। বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাসেল মাহমুদ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পরিচালককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোকন মোল্লার মেডিকেল সার্টিফিকেট আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরিচালক কালক্ষেপণ করায় আদালত তাকে শোকজ করেন। এরপর সোমবার (২৭ জানুয়ারি) তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করলে গত মঙ্গলবার এফআইআর হিসেবে দায়ের জন্য পুলিশ সুপার সিরাজগঞ্জে এ নির্দেশ দেন বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে এম শাহরিয়ার শহীদ বাপ্পী। মামলার বিবরণে জানা যায়, গত বছরের ৩১ মে ট্রাকচালক রোকন মোল্লা ট্রাকের মালামাল বগুড়া পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রাকটি উল্লাপাড়া পৌর এলাকার কাওয়াক মোড় এলাকায় এলে বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় থানার ওসির ব্যবহৃত পিকআপভ্যানে ধাক্কা লাগে। তখন ওসি ক্ষিপ্ত হয়ে রিভলবার বের করে রোকনের দিকে তাক এবং ফোর্স নিয়ে ধাওয়া করেন। রোকন ট্রাক নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে সলঙ্গা থানার সীমানায় ঢুকে পড়েন। তখন ওসি উল্লাপাড়া আসিফ মোহাম্মদ সিদ্দিকুলের নির্দেশে সলঙ্গা ওসি এনামুল হক ফোর্স নিয়ে তাকে ধাওয়া করেন। একপর্যায়ে সলঙ্গা থানার হরিণচড়া বাজারে তাকে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলেন। এরপর তাকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রাস্তার ঢালে নিয়ে বিবস্ত্র করে পুকুরে চুবিয়ে রাখেন। পুকুর থেকে তুলে নেওয়ার পর ওসি আসিফ মোহাম্মদ সিদ্দিকুল ইসলাম রিভলবার দিয়ে রোকনের ডান পায়ে হাঁটুর নিচে গুলি করেন। তিনি চিৎকার করলে গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পিকআপে করে সলঙ্গা থানায় নিয়ে যায়। সেখানে সাব ইন্সপেক্টরদের কক্ষে নিয়ে তাকে নির্যাতন করে। নিজেদের রক্ষায় ওইদিনই রোকন মোল্লার নামে সলঙ্গা থানায় দুটি ও উল্লাপাড়া থানায় আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়।

উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. শহীদুল হক হায়দারী শহীদ মিয়া, মুখ্য সমন্বয়ক শিবগঞ্জ উপজেলা শাখা আল বশরী সোহান, আরো উপস্থিত ছিলেন নারী উদ্যোক্তা তাসলিমা বেগম, দিলনাজ খানম , শামীমা বেগম, সাহিদা খাতুন সুরমা, বৃন্দাবন সহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জের নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তারা,সেমিনারে উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কি কি করনীয় সেই বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

গাজীপুরের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র

অন্যদিকে আসামিপক্ষ রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামির জামিন নামঞ্জুর করে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দেন। গত ১৮ নভেম্বর যশোরের শার্শা এলাকা থেকে আসাদুর রহমান কিরণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আছেন। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় উত্তরা পশ্চিম থানাধীন আজমপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৮)। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও পুলিশের হামলায় চোখে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বাবা আসাদ উল্লাহ বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ২০৩ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন।

কারাগারে বসেই ঝাড়ফুঁক

আহমেদ, প্রকৌশলী আব্দুল হালিম মিয়া, সহসভাপতি প্রকৌশলী মো. মোস্তাফা-ই জামান সেলিম (সিআইপি), আইইবি ঢাকা সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মাহবুব আলম, এ্যাব নেতা প্রকৌশলী আবদুস সালাম, প্রকৌশলী গোলাম মাওলা, প্রকৌশলী এফএম জহিরুল ইসলাম, প্রকৌশলী শাহাদাত হোসেন বিপ্লব, প্রকৌশলী রুহুল আলম, প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন ও প্রকৌশলী শামীম রাব্বি সজ্জ্ব। মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদান প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। সেসময় তিনি কি করবেন কি করবেন না এমন সময় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে দেশের মানুষ উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কিন্তু পলাতক প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ড. ওয়াজেদ তার বইয়ে লিখে গেছেন যে, জিয়াউর রহমান ও তার অবদান মুছে ফেলতে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেছিলেন পলাতক প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনগণের প্রতি আওয়ামী লীগের আচরণ মানুষ দেখেছে। আওয়ামী লীগের কোন্দল ও পাল্টা কোন্দলে ১৫ আগস্ট ঘটেছে। কিন্তু জিয়াউর রহমান একটি রাষ্ট্র বর্ণণ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ঘোষণার মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসেন। যার বিশালতা অনেক। রিজভী আরও বলেন, কী পররাষ্ট্রনীতি, কী শিক্ষানীতি কিংবা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সকল খাতে জিয়াউর রহমানের অবদান। যুদ্ধোত্তর একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কৃতিত্ব তো জিয়াউর রহমানের। জোর করে আমাদের বানিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন করে ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু মানুষ সেটি গ্রহণ করেনি। স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়াতে বাধ্য করা হতো যে, শেখ মুজিব দেবতাতুল্য! গত ১৫/১৬ বছর ধরে শেখ হাসিনা এটি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি জবরদস্তি করে একটি গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণ করেছেন। পটুয়াখালী যেতে পর পর তিনটি সেতুর নাম তার পরিবারের সদস্যদের নামে রাখা হয়েছে। দেশে কি আর কোনো খ্যাতিমান লোক নেই। এটা কি কোনো দেশ ছিল? এটি ছিলো শেখ হাসিনার গোষ্ঠীতন্ত্র। তিনি বলেন, তিনি (হাসি-না) ভাসানীর নামে নভোথিয়েটারের নাম বদলে বাপের নামে রেখেছেন। অথচ তার পিতা ছিলো ভাসানীর শিষ্য। তিনি বেঁচে থাকলেও তো এটি করতেন না? রিজভী বলেন, ছাত্রশিবির তাদের একটি লেখার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত করেছে। এটি কেন? মুক্তিযুদ্ধকে কটাক্ষ করে রাজনীতি কখনোই সফল হবে না। আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। সেটাকে ছোট করে, কটাক্ষ করে রাজনীতি কখনোই সফল হবে না। আমরা সকল চেতনাকে ঐক্যবদ্ধ করে সকল শক্তিতে থাকতে চাই। সভাপতির বক্তব্যে প্রকৌশলী রিয়াজুল ইসলাম রিজু বলেন, জিয়াউর রহমান দেশের এমন কোনো খাত নেই যেখানে তার হাতের স্পর্শ লাগে নাই? তিনি দেশের কৃষি, গার্মেন্ট শিল্প, জনশক্তি রপ্তানি থেকে শুরু করে বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নতির দিকে নিয়ে যান। জিয়াউর রহমানের মন্ত্রীসভা কিন্তু প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ততা ছিলো অনেক। আজকে দুর্ভাগ্যজনক যে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণ খুব বেশি নেই। আমি আশা করছি বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বঞ্চিত প্রকৌশলীদের যেন মূল্যায়ন করা হয়। আমরা সকলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে দেশ গড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। আলমগীর হাছিন আহমেদ বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীদের ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়েছে। চরম মাত্রায় দুর্নীতি হয়েছে। প্রকৌশলীদের বলবো- ভুল এবং লুটপাটের প্রকল্পের দিকে যাতে আমরা সম্পৃক্ত না হই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি কিছুই হবে না। প্রকৌশলী মো. মোস্তাফা-ই জামান সেলিম বলেন, একাত্তরে দেশের মানুষ যখন দিশেহারা তখন কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো ভূমিকা ছিলোনা। একজন সাধারণ মেজর মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে লড়াই করেছেন। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন। পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান দেশে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেন। তিনি দেশে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যপ্রাচ্যে তিনি জনশক্তি রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন। তিনি দেশে বিদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনে একক কারও অবদান নেই। সবার মিলিত অংশগ্রহণে আর পেশাজীবীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিলো।

আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার

রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে পৃথক আপিল আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিরা। মামলার বিবরণী থেকে জানা গেছে, ২০০৪ সালের ৭ মে গাজীপুরের টঙ্গীর নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় আহসান উল্লাহ মাস্টারকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ঘটনার পরদিন আহসান উল্লাহ মাস্টারের ভাই মতিউর রহমান টঙ্গী থানায় ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ১০ থেকে ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচার শেষে ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল আদালত আসামি নুরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ছয় জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও দুই জনকে খালাস দেন। পরে বিচারিক আদালতের রায়ের বিষয়ে হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স আসে। পাশাপাশি আসামিদের পক্ষ থেকে জেল আপিল করা হয়। এরপর ২০১৬ সালের ১৫ হাইকোর্টের রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার রায়ে ছয় জনের ফাঁসি বহাল রাখা হয়। এই মামলায় ৩০ আসামির মধ্যে নিম্ন আদালতে মোট ২৮ জনের দণ্ড হয়। এর মধ্যে ২২ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এসব আসামির মধ্যে ১৭ জন কারাগারে ও ৯ জন পলাতক রয়েছেন। এছাড়া দুজন মারা গেছেন।

ঢাকা থেকে দেরিতে ট্রেন ছাড়ায়

ট্রেনটি প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা দেরিতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার আনোয়ার হোসেন। যাত্রীরা জানান, গত মঙ্গলবার ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় কাঙ্ক্ষিত সময়ে যাত্রার টিকিটও মেলেনি। এতে করে বাধ্য হয়ে অনেককেই ফিরে যেতে হয়েছে। তবে সকালে সময় মত ট্রেন না ছাড়ায় ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তিনি বলেন, পারাবত এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে ৬টায় সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা বিলম্বে সকাল ১১টায় ছেড়ে যায়। এছাড়া বাকি ১২টি ট্রেনের কিছু আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা বিলম্বে প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করে। ট্রেনের আসন ফাঁকা যাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেভাবে আসন ফাঁকা যাচ্ছে না। গত মঙ্গলবার যারা যেতে পারেননি, তাদের অনেকে গতকাল বুধবার যাচ্ছিলেন।

দুদকের মামলায় সাধন চন্দ্র

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি ৩৪ লাখ ৬৬ হাজার ২৬৮ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন এই অভিযোগে মামলা দায়ের করে দুদক। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় হত্যা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা কয়েকটি মামলার আসামি হিসেবে কারাগারে আছেন। আবেদনে বলা হয়, যেহেতু দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতির মামলা হয়েছে সে কারণে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো প্রয়োজন। আদালত সাধন চন্দ্রের উপস্থিতিতে শুনানির জন্য ২৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। গত বছর ৩ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ। এরপর তাকে কয়েকটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডেও নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে আছেন।

তেজগাঁওয়ে কুতুববাগ দরবার

ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। আলেমরা তাতে বাধা দেন। এক পর্যায়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তবে পরে আবারও তেজগাঁও কলেজের সামনে অবস্থান নেন স্থানীয় আলেম-ওলামা ও এলাকাবাসীরা। আজ বৃহস্পতিবার ও আগামীকাল শুক্রবার ফার্মগেটে ৩৪ ইন্দিরা রোডে কুতুববাগ দরবার শরিফের বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক

নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়নের জন্য মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের সূচনা করবে।

হত্যাচেষ্টা মামলায় রিমান্ডে সাবেক

দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে শুনানি করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আনিসুল হকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুর থানার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইনছান আলী ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে আসামিদের ছোড়া গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা গত বছরের ১৩ নভেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় ২৬৬ জনকে আসামি করে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। সেই মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এজাহারনামীয় একজন আসামি।

ইভ্যালির রাসেল-শামীমার

হাজার টাকা আদায়ের জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। তবে তারা কোনো টাকা তাকে ফেরত দেননি। পরবর্তীতে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েও কাজ হয়নি। এ ঘটনায় তৌফিক মাহমুদ ২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আদালতে রাসেল ও শামীমার বিরুদ্ধে মামলা করেন।

শেয়ার কেলেঙ্কারির অভিযোগে

৯ জনের পাসপোর্ট বাতিল করেছে সরকার। একইসঙ্গে তাদেরকে দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বাকি যে ৮ জনের পাসপোর্ট বাতিল হয়েছে, তারা হলেন বিএসইসির সাবেক কমিশনার শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল আলম, সাইফুর রহমান, রেজাউল করিম, পরিচালক শেখ মাহবুব-উর-রহমান, মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক এস কে মো. লুৎফুল কবির ও যুগ্ম পরিচালক মো. রশীদুল আলম। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিএসইসির দায়িত্বে থাকার সময় শেয়ারবাজারে লুটপাটে সহায়তা করে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগে এ ৯ জনের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার।

২০২০ সালের ১৭ মে প্রথম দফায় বিএসইসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত। পুনর্নিয়োগ পেয়ে গত বছরের ১৬ মে আবারও তিনি বিএসইসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে ১০ আগস্ট বিএসইসির চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন শিবলী রুবাইয়াত। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ বিভাগে ফিরে যান। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শিবলী রুবাইয়াত সশরীর উপস্থিত না হয়ে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বিভাগে যোগদানপত্র জমা দেন। তবে, এখন পর্যন্ত কোনো ক্লাস নেননি তিনি। শিবলী রুবাইয়াত এই মুহূর্তে দেশে আছেন কি না, তা-ও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তার বিভাগের কোনো শিক্ষক। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ অক্টোবর শিবলী রুবাইয়াতের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। আবেদনে দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে শিবলী রুবাইয়াতের অঢেল সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে সংস্থাটি। তিনি যেকোনো সময় দেশত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে দুদক।

শেয়ারবাজারে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ আছে শিবলী রুবাইয়াতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ আছে, কারসাজির মাধ্যমে শেয়ারের দাম বাড়াতে নানাভাবে সহায়তা করতেন তিনি। তার প্রশ্রয়ে শেয়ারবাজারে একটি চক্র গড়ে ওঠে, যারা শেয়ারবাজার থেকে অর্থ লোপাটে বিভিন্নভাবে তার কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেত। এসব অভিযোগের পাশাপাশি বিনিয়োগ আকর্ষণের নামে বিদেশি রোড শো করার কারণেও ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন শিবলী রুবাইয়াত। বিএসইসির ৯ কর্মকর্তা ছাড়াও চলতি মাসে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) জাবেদ পাটোয়ারী ও তার স্ত্রী হাবিবা হোসেনের পাসপোর্ট বাতিল করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল করা হয় তাদের পাসপোর্ট। এ ছাড়া সাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মিহির কান্তি মজুমদার এবং সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রধান বনজ কুমার মজুমদারের পাসপোর্টও বাতিল করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত ৮ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ শাসনামলে গুম এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মোট ৯৭ জনের পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও রয়েছেন।

তদন্ত কর্মকর্তার ডেঙ্গু পেছালো

পারেননি। তার পক্ষে জাকির হোসেন ভূঁইয়া হাজিরা দাখিল করেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবী আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ এই মামলায় চার্জগঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। এরপর মামলার চার্জগঠনের বৈধতা প্রশ্নে হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। একই বছর ৩০ আগস্ট বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এরপর ২০২৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মামলার বাদী মাহবুবুল আলম তার জবানবন্দি শেষ করেন। পরে ১৭ অক্টোবর তাকে জেরা শেষ করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এরপর ৩০ ও ৩১ অক্টোবর রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশের দুই সদস্য কেবিন দুগ্‌গান ও লয়েড শোয়েপ এই মামলায় সাক্ষ্য দেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- তৎকালীন মুখ্য সচিব কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী,বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সিএম ইউসুফ হোসাইন, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও বাগেরহাটের সাবেক সংসদ সদস্য এমএএইচ সেলিম। তাদের মধ্য প্রথম তিনজন পলাতক রয়েছেন। আর আসামিদের মধ্যে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন ও বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান মারা যাওয়ায় তাদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মামলার বিবরণী থেকে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়ার নামে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তদন্তের পর ২০০৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। দুদকের করা অপর দুই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রাখা হয়। সেখান থেকে পরে চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার সময়েই সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পান। পরে চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি তিনি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সালমান এফ রহমানের

মেয়র আতিকুল ইসলাম, সাবেক এমপি দিলীপ কুমার আগারওয়াল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতসহ বিভিন্ন আসামিকে হাজির করা হয়। বেলা ১০টার ৫ মিনিটের দিকে আসামিদের হাজতখানা থেকে আদালতে তোলা হয়। আসামিদের কাঠগড়ায় তোলার সঙ্গে সঙ্গেই সালমান এফ রহমান ও অন্য আসামিদের আইনজীবীরা কাঠগড়ার পাশে ঘিরে ধরেন। আগের মতোই সালমান এফ রহমানসহ সব আসামি তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। বিচারক ১০টা ১২ মিনিটে এজলাসে ওঠেন। এরপর পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রথম কালের কণ্ঠ, পরে প্রথম আলো ও সর্বশেষ কালবেলার কর্মরত সাংবাদিককে হেনস্তা করে কাজে বাধা দেন সালমান এফ রহমানের আইনজীবীরা। 'সাংবাদিকরা কেন এজলাস কক্ষে আছে' বলে উত্তেজিত হন আইনজীবীরা। এরপর ছবি ও ভিডিও করার অভিযোগ তুলে সাংবাদিকদের হেনস্তার চেষ্টা করে এজলাস কক্ষে বিশৃঙ্খলা করেন। এর আগে গত ২৭ জানুয়ারি আদালতে এসে সরকারের বিপক্ষে বেক্সিমকো শ্রমিকদের মাঠে নামতে ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বার্তানুসারে সবাইকে 'প্রস্তুত' থাকতে তার আইনজীবীদের নির্দেশনা দেন সালমান এফ রহমান। ওই কারাগার থেকে টিস্যু পেপারে লিখে আইনজীবীর মাধ্যমে 'গোপন বার্তা'ও পাঠান জুনাইদ আহমেদ পলক। এরপর আদালতে আসামিদের নিয়ে যাওয়া-আসার সময় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আইনজীবীদের মাধ্যমে সাংবাদিকদের টার্গেটে রেখে হেনস্তার চেষ্টা করেন আওয়ামী লীগের সাবেক এই প্রভাবশালী মন্ত্রীরা। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকতা করে আসছি। দুই দিন আগে সাংবাদিকরা সালমান এফ রহমানসহ বিভিন্ন আসামির আইনজীবীদের সঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উৎখাতের বার্তা দেওয়ার নিউজ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ সব সাংবাদিককে নজরে রাখে আওয়ামী লীগের আইনজীবীরা। 'এজলাস কক্ষে সাংবাদিক রয়েছে কেন' প্রশ্ন তোলাসহ ছবি ও ভিডিও করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে আদালত প্রাঙ্গণ অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। সাংবাদিকদের হেনস্তা করছেন তারা। এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, সাংবাদিকরা এখানে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করবেন। আইনজীবীরা কেন বাধা দেবে। আজকের ঘটনা কী হয়েছে সামনে ছিলাম না বলে দেখিনি। তবে সামনের দিন থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কেউ যেন এ ধরনের আচরণ যাতে না করতে পারে তা দেখবো। এ বিষয়ে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি খোরশেদ মিয়া আলম বলেন, ঘটনাটি খুবই নিন্দনীয়। যেসব আইনজীবী হেনস্তা করেছে, তাদের নাম দিলে আমরা ঢাকা আইনজীবী সমিতি থেকে ন্যায়বিচার করবো। আইনানুগভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যা যা করার দরকার আমরা প্রতিকার করবো। অভিযুক্ত আইনজীবীদের নম্বর আমাদের দেন।

সরকারকে সঠিক পথে আনতে

এ ছাড়া ৫ আগস্ট জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন কেন বিলম্বিত হবে, তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কি না, জনগণই নির্ধারণ করবে।

আমন সংগ্রহে গতি না আসায় বাড়ছে না

খোলাবাজারে কম দামে চাল বিক্রির মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখার কৌশল প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ডলার সংকট ও আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ঊর্ধ্বমুখিতার কারণে সরকারের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতেও কার্যক্রম শুরুর দুই মাসেও লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করতে না পারায় চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের অবস্থানকে আরো দুর্বল করে দেয়ার বড় আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন কম হওয়ায় এবার কৃষক পর্যায়ে উদ্বৃত্তও অনেক কম। এমন পরিস্থিতিতে সময় থাকতেই আমদানির মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ না নেয়া হলে পরে যেকোনো সময় চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সূত্র জানায়, আমন মৌসুমে এবার ধান আকারে সরকারের সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল সাড়ে তিন লাখ টন। তবে এখন পর্যন্ত ১২ হাজার টনের কিছু বেশি সংগ্রহ হয়েছে। আর সেদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্য সাড়ে পাঁচ লাখ টন। এর বিপরীতে হয়েছে ২ লাখ ৬৮ হাজার টন। আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ টন। এর বিপরীতে হয়েছে ৪৬ হাজার ৬০৬ টন। সব মিলিয়ে ১০ লাখ টন লক্ষ্যের বিপরীতে এখন পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর ৩ লাখ ২৩ হাজার ৩৫ টন ধান-চাল সংগ্রহ করতে পেরেছে। যদিও ধান সংগ্রহের লক্ষ্য বরাবরই কিছুটা বেশি নির্ধারণ করা থাকে, যাতে কৃষক বাজার থেকে ন্যূনতম যৌক্তিক মূল্য তুলে নিতে পারে। আর চাল সরবরাহ করেন মূলত মিলাররা। সেজন্য চাল সংগ্রহের লক্ষ্যও বেশি ধরা হয়। যদিও এবার অনেক উপযুক্ত চালকল চাল সরবরাহের চুক্তি করেনি। মন্ত্রণালয় থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সূত্র আরো জানায়, এবার প্রত্যাশা অনুযায়ী আমন উৎপাদন হয়নি। সর্বোচ্চ দেড় কোটি টন উৎপাদন হতে পারে। যদিও কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর থেকে বেশি পরিমাণে উৎপাদনের তথ্য দেয়া হচ্ছে। উৎপাদন বেশি হলে বাজারে চালের দাম বাড়তো না। আবার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বাজারে দাম বেশি। চাতাল মালিকরা মাঠ থেকেই ধান কিনলেও সরকার এখন আর মাঠ থেকে ধান কেনে না। যে কারণে কৃষকও কয়েক মাইল ওসব ধান বহন করে কম দামে সরকারি গুদামে বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। যে কারণে সরকারের সংগ্রহও লক্ষ্য অনুযায়ী হচ্ছে না। মজুদ কম হলে সরকারের খোলাবাজারে চাল বিক্রির সক্ষমতা কমে আসবে। সেক্ষেত্রে চালের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে এবার আমন সংগ্রহের সময় প্রতি কেজি ধানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩ টাকা। সেদ্ধ ও আতপ চালের ক্ষেত্রে ওই দর নির্ধারণ করা হয়েছে কেজিপ্রতি যথাক্রমে ৪৭ ও ৪৬ টাকা। এবার চালের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে গত আমন মৌসুমের তুলনায় কেজিতে ৩ টাকা বেশি। সেক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় গতবারের চেয়ে কেজিতে দুই-আড়াই টাকা বেশি হয়েছে ধরে নিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বাজারে এখন ধান-চালের দাম সরকারের সংগ্রহ অভিযানের জন্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি। মূলত ওই কারণেই সরকার তা লক্ষ্যমাফিক সংগ্রহ করতে পারছে না। অন্যদিকে অনেক এলাকায়ই ধান সংগ্রহ কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। যদিও মিলারদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে চালের লক্ষ্য কিছুটা পূরণ করা হয়েছে। বগুড়ায় আমন মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহ অভিযানে গতি কম। বগুড়ার ১২ উপজেলা মিলিয়ে ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টন। চলতি বছর আমন মৌসুমে এখান থেকে সেদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২ হাজার ২৮৪ টন। সেখানে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার টন। আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৬১৮ টন। সেখানে সংগ্রহ হয়েছে ১ হাজার ৮১৭ টন। ধানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ হাজার ৬১০ টন। এর বিপরীতে সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ৮১ টন। ওই জেলায় চলতি বছর ৮৯৭ মিলারের মধ্যে ধান-চাল সংগ্রহে তালিকাভুক্ত ৬৯৭ জন। প্রায় ২০০ জন তালিকাভুক্ত হননি। মিলাররা বলছেন, বাজারে চাল ও ধানের দাম বেশি। দাম কম থাকলেও পরিবহন খরচ দিয়ে দাম বেশি পড়ে যাচ্ছে। শ্রমিকের মজুরি বেড়ে গেছে। যে কারণে সরকারের ধান-চাল সংগ্রহ অভিযানে বেশকিছু মিলার অংশ নেননি। তাছাড়া নওগাঁ জেলায় এ বছর ১৩ হাজার ৮০৪ টন ধান, ২০ হাজার ৫৭৪ টন সেদ্ধ চাল ও ৭ হাজার ৬২৫ টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলার ২০টি খাদ্যগুদামে চাল সরবরাহের জন্য ৩০০টি হাসকিং ও ৬২টি অটোমেটিক রাইস মিলের মালিকরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এরই মধ্যে ১২ হাজার ৪১৩ টন সেদ্ধ ও ৬ হাজার ৬৫ টন আতপ চাল সংগ্রহ হয়েছে। তবে খোলাবাজারে দাম বেশি থাকায় মাত্র এক টন ধান সংগ্রহ করা গেছে। আরকুষ্টিয়া জেলায় চাল সংগ্রহ লক্ষ্যের বিপরীতে ৫৯ শতাংশ অর্জন হয়েছে। রাজবাড়ী জেলায় এখন পর্যন্ত ধান সেভাবে সংগ্রহ করা যায়নি। তাছাড়া গত অর্থবছরে দেশে কোনো চাল আমদানি হয়নি। তবে সরকারের এবার পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির লক্ষ্য রয়েছে। বেসরকারিভাবে প্রায় চার লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দেয়া হলেও নির্ধারিত সময়ে চাল আমদানি না হওয়ায় দুই দফা ওই অনুমোদনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত অনুমোদনের মেয়াদ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাছাড়া সরকারিভাবে জিটুজি ভিত্তিতে এক লাখ টন চাল আমদানির কথা রয়েছে। তবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে দেশে চাল আমদানি হয়েছে মাত্র দেড় লাখ টনের মতো। বাজার স্থিতিশীল রাখতে এখন চাল আমদানিতে উৎসাহিত করছে বর্তমান সরকার। সেজন্য শুল্কহার ব্যাপক মাত্রায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এরই মধ্যে তা ৬২ থেকে মাত্র ২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু দেশে চাল আমদানিতে এখনো তেমন কোনো গতি দেখা যাচ্ছে না। সার্বিক বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগের পরিচালক মো মনিনজ্জিামান জানান, মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হবে। সুতরাং আরো প্রায় দুই মাস সময় পাওয়া যাবে। ওই সময়ের মধ্যে লক্ষ্যের কাছাকাছি চলে যাওয়া যাবে। আর যেটুকু বাকি থাকবে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। বন্যায় প্রায় ৮-১০ লাখ টন উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই ১০ লাখ টন চাল আমদানির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাঁচ লাখ টনের টেন্ডার হয়ে গেছে। ৫০ হাজার টন এসে গেছে। চলতি মাসে আরো এক লাখ টন আসছে। মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের সঙ্গে চাল আমদানি নিয়ে কাজ চলছে। তবে পৃথিবীর সব দেশের তুলনায় দেশের বাজারে চালের দাম কম থাকায় বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি বাড়ছে না।

রাজশাহীতে শিয়ালের কামড়ে আহত ৮, ঝোপঝাড় পরিষ্কার ও সতর্কতার পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর দুর্গাপুর ও পবা উপজেলার পৃথক চার স্থানে শিয়ালের কামড়ে নারীসহ ৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে পবা উপজেলার বড়গাছি ইউনিয়নের উত্তর তেকাটাপাড়া এবং দুর্গাপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের সুখানদিঘী, ব্রহ্মপুর ও দাওকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর এলাকায় শিয়াল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আহতরা হলেন- পবা তেকাটাপাড়ার মোজ্জাফর আলী (৬০), আব্দুল মান্নান (৪৫), মাছিফা বিবি (৫০), দুর্গাপুরের সুখানদিঘী গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (৩৫), ব্রহ্মপুর গ্রামের জনাব আলী (৬৫), দাওকান্দি গ্রামের মোবারক আলী (৫২), মোজ্জাফর হোসেন (৭০) ও মাজেদা বেগম (৫০)। পবা উপজেলার তেকাটাপাড়া গ্রামের শিয়ালের আক্রমণে রক্ষা পাওয়া উজ্জ্বল হোসেন বলেন, গত মঙ্গলবার বিকালে আলুর জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করে বাসায় ফেরার পথে আমাকে শিয়াল আক্রমণ করে। পরে আমার কাছে বালতি থাকায় আমি রক্ষা পেয়েছি। তবে আমার গ্রামের বাকি তিন জন ভেড়াপোড়া বিলে ছাগল চড়ানোর সময় হঠাৎ তাদের শিয়ালে আক্রমণ করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান জখম করে। পরে তাদের রামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, শিয়ালের কামড়ে আহত ব্রহ্মপুর গ্রামের জনাব আলী বলেন, আমি ৩টার দিকে বাড়ি থেকে বাজারে চা খাওয়ার সময় বাগান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। এ সময় হঠাৎ শিয়াল এসে পায়ে কামড় দেয়। দুর্গাপুর উপজেলার দাওকান্দি গ্রামের আহত মোজ্জাফর হোসেনের ছেলে রুস্তম আলী বলেন, আমার বাবা সন্ধ্যার সময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে শিয়ালের কামড় দেয়। এতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মক ক্ষত হয়। দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মাদ রুহুল আমিন বলেন, ক্ষতস্থান প্রাথমিকভাবে সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে বলা হয়েছে। এরপর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। শিয়ালের কামড় থেকে রক্ষা পেতে বাড়ির পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি সন্ধ্যার পর ওই সব এলাকা এড়িয়ে চলাচল করার পরামর্শ দেন তিনি।

বরিশালের সঙ্গে ১৬ রুটে বাস চলাচল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : জানমালের নিরাপত্তার দাবিতে বরিশাল থেকে অভ্যন্তরীণ ১৬টি রুটে বাস চলাচল বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করছেন মোটরশ্রমিকরা। বন্ধ হয়ে গেছে বরিশালের সঙ্গে পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও বরগুনার সড়ক যোগাযোগ। দুর্ভোগে পড়েছেন ওই সব রুটের যাত্রীরা। রফিক, শাহ আলমসহ একাধিক শ্রমিকরা বলেন, আমাদের ওপর প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের নির্যাতন বাড়ছে। ছোটখাটো ঘটনায় তারা বাসের হেলপার থেকে শুরু করে সুপারভাইজার ও চালককে মারধর করেন। এ কারণে জানমালের নিরাপত্তায় আমরা কর্মবিরতি ডেকেছি। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে না পারলে গাড়ি চালাবে না বলে জানান তারা। একই সুরে কথা বলেন রূপাতলী বাসস্ট্যান্ডে থাকা একাধিক মোটরশ্রমিক। তারা বলেন, সবারই পরিবার রয়েছে। আমাদের কোনও ধরনের সমস্যা হলে পরিবারটি কে চালাবে? আমাদের নিরাপত্তার একটা স্থায়ী সমাধান দরকার। তা না হলে আমরা বাসে উঠবো না। মালিকরা প্রয়োজনে নিজ উদ্যাগে বাস চালাতে পারেন। যাত্রী নাদির আহমেদ জানান, তিনি খুলনায় যেতে পটুয়াখালী থেকে কষ্ট করে বরিশাল নগরীর রূপাতলী বাসস্ট্যান্ডে আসেন। সেখানে এসে দেখেন বাস চলাচল করছে না। এখন খুলনায় যেতে হলে তাকে শারীরিক কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও গচ্চা দিতে হবে। একই কথা বললেন একাধিক যাত্রী। তাদের এখন অতিরিক্ত টাকা খরচ করে গন্তব্যে যেতে হবে। এ জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধানের দাবি তোলেন তারা। রূপাতলী বাস-মিনিবাস-মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি আবুল কালাম চৌধুরী বলেন, শ্রমিকদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে। আর তা যদি সরকার দিতে ব্যর্থ হয় দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। গত মঙ্গলবার বিকালে বাস ভাড়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শ্রমিকদের হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা-কুয়াকাটা এবং বরিশাল-পিরোজপুর-খুলনা জাতীয় সড়ক আটকে দেন শিক্ষার্থী ও শ্রমিকরা। রাত ৯টায় শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ হলে তারা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের নিরাপত্তায় কর্মবিরতি চালিয়ে যান। আর এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে বরিশালসহ বিভাগের চার জেলায়। পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও বরগুনা থেকে কোনও ধরনের বাস ছেড়ে আসছে না। বরিশাল থেকেও কোনও ওইসব জেলায় বাস ছেড়ে যাচ্ছে না। আর যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছাতে তিন থেকে চার গুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

রাজশাহী রেলস্টেশনে ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, যুবক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রেলওয়ের রানিং স্টাফদের কর্মবিরতির ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় গত মঙ্গলবার রাজশাহী রেলস্টেশনে ভাঙচুর চালিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা। এ ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা করেছে। এ মামলায় চুয়াডাঙ্গা থেকে সুমন আহমেদ (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত স্টেশনে কয়েকশ যাত্রী বিক্ষোভ করেন। তারপর তারা স্টেশনে ভাঙচুর চালায়। সুমন স্টেশনে এই ভাঙচুরের ঘটনার 'মূলহোতা' বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। তিনি জানান, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আরএমপির সাইবার ইউনিটের তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা থেকে সুমনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় রাজশাহী রেলওয়ে থানায় একটি মামলা হয়েছে। জানা গেছে, গ্রেপ্তার সুমন আহমেদ চুয়াডাঙ্গার আলাইপুর এলাকার আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। তাকে রাজশাহীতে আনা হয়েছে। রাজশাহী রেলওয়ে থানার ওসি ফয়সাল বিন আহসান জানান, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় স্টেশনমাস্টার শহিদুল আলম বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এই মামলায় সুমনকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। উল্লেখ্য, রেলওয়ের রানিং স্টাফদের কর্মবিরতিতে ট্রেন বন্ধ থাকায় রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ভাঙচুর চালিয়েছেন বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা। ভাঙচুরের পর টিকিটের টাকা ফেরত নিয়েছেন তারা। গত মঙ্গলবার সকালে ঘণ্টাখানেকের মতো চলে এই বিক্ষোভ ও ভাঙচুর। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা ট্রেন টিকিট এক্সামিনারদের (টিটিই) একটি কক্ষের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেন। অন্য কক্ষগুলোর দরজা তালাবদ্ধ ছিল। যাত্রীরা স্টেশনে পেতে রাখা কিছু চেয়ার ভাঙচুর করেন। পরে সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসার পর ক্ষুব্ধ যাত্রীরা শান্ত হন। পরে টিকিটের টাকা ফেরত নিয়ে চলে যান।

নেত্রকোনায় সড়ক দুর্ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাযাত্রী কামরুজ্জামান কামাল (৫২) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। তবে আহতদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। গতকাল বুধবার সকাল ৭টার দিকে জেলার আটপাড়া উপজেলার নেত্রকোনা-তেলিগাতী সড়কের বাগজান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুজ্জামান কামাল আটপাড়া উপজেলার দুওজ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তিনি ওই ইউনিয়নের শ্রীরামপাশা গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। স্থানীয় আটপাড়া থানার ওসি মো. আশরাফুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে এবং লাশটি নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাতে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান কামাল নেত্রকোনা জেলা সদরে বসবাস করতেন। তবে প্রায়ই তিনি গ্রামের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। গতকাল বুধবার সকালে নেত্রকোনা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে আটপাড়া গ্রামের বাড়িতে আসছিলেন। এ সময় পথে নেত্রকোনাগামী বাসটির সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ হলে মারা যান কামরুজ্জামান।

দিনাজপুরে কাভার্ডভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের পার্বতীপুরে কাভার্ডভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। এই ঘটনায় কার্ভাডভ্যানের চালককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী সড়কের হাজীর মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পার্বতীপুর উপজেলার রঘুনাথপুর মিধ্যাপাড়া এলাকার বুলুর ছেলে শাহিনুর ইসলাম (৩৫) এবং রামপুরা ছোট হরিপুর এলাকার অনবিকা চন্দ্র রায়ের ছেলে সুখদেব কুমার রায় (৪২)। এই ঘটনায় আহত যাত্রী সাজেদুর রহমানকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পার্বতীপুর মডেল থানার ওসি আব্দুস সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সকালে একটি মোটরসাইকেলে তিন জন মিলে উপজেলার হলদিবাড়িতে যাচ্ছিলেন। একটি ট্রাককে অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা এসএ পরিবহনের একটি কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পর স্থানীয়রা তিন জনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুই জনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সাজেদুর রহমানকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কাভার্টভ্যানটি সৈয়দপুর যাচ্ছিল। এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যানসহ চালক ইলিয়াস আলীকে আটক করেছে পুলিশ।

নারায়ণগঞ্জে আতশবাজি থেকে পলিথিন কারখানায় আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আতশবাজির আগুন থেকে আল মদিনা ট্রেডার্স নামের একটি পলি কারখানায় আগুন লেগেছে। আগুনে কারখানার মজুতকৃত পলি, কার্টন ও কাঁচামাল পুড়ে গেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় ফতুল্লার লালপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে সোয়া ২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় নির্মাণাধীন মুক্তারপুর-পঞ্চবটি দ্বিতল সড়কের চায়না প্রকল্পের অভ্যন্তরে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণ আতশবাজি ফোটানো হয়। সেই আতশবাজির আগুন পাশের এলাকা লালপুরের একটি পলি কারখানায় ছিটকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই টিনশেড কারখানাটির চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আতশবাজির আগুন এ ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে কারখানার মালিক সুমন মিয়া বলেন, আতশবাজির আগুনের স্ফুলিঙ্গ পড়ে কারখানার একপাশে আগুন লাগে। আগুনে কারখানার ভেতরে পলিথিন তৈরির দানা, কার্টন ও সুতা পুড়ে গেছে। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফীন বলেন, 'ফায়ার সার্ভিসের ৬টি ইউনিট চেষ্টা চালিয়ে সোয়া এক ঘণ্টায় আগুন নির্বাপণ করে। আগুনে কারখানার মজুতকৃত পলি, কার্টন ও কাঁচামাল পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে বলা সম্ভব হবে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, পাশের একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আতশবাজি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

গাজীপুরে বাজারে আগুন, ১৪ দোকান পুড়ে ছাই

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া (বাইপাস) এলাকায় কাঁচামালের বাজারে ভয়াবহ আগুনে ১৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল বুধবার সকাল ৮টায় এ ঘটনা ঘটে। এ আগুনে কেউ হতাহত হয়নি। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, সকালে বাইপাস এলাকায় আলহাজ শামসুদ্দিন সরকার নামে এক ব্যক্তির কাঁচামালের বাজারে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ৮টা ২০ মিনিটের ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন তারা। আগুনে ৪০০টি দোকানের মধ্যে ১৪টি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রথমে আগুন অনেক বেশি ছিল।

খুলনায় ট্যাংকলরি শ্রমিকদের কর্মবিরতি স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : আন্দোলনের চতুর্থ দিনে গতকাল বুধবার সকালে কর্মবিরতি স্থগিত করেছেন খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়ন। সকাল ৮টায় খুলনা, বাগেরহাট, যশোরসহ এ অঞ্চলের ১৬ জেলার ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন শুরু হয়। সকাল ৯টার পর থেকে পেট্রোল পাম্পগুলোতে জ্বালানি তেল বিক্রি স্বাভাবিক হয়। ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান মিজু জানান, প্রশাসনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা কর্মবিরতি আপাতত স্থগিত করেছেন। সকাল ৮টা থেকে তিনটি ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন এবং ১৬ জেলায় সরবরাহ শুরু হয়েছে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ট্যাংকলরি শ্রমিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি মীর মোকসেদ আলী বলেন, কর্মবিরতি স্থগিত করা হয়েছে। এর ফলে শুরু হয়েছে জ্বালানি তেল উত্তোলন। খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলী আজিমকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২৬ জানুয়ারি দুপুর থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন শ্রমিকরা। এ কারণে গত তিন দিন ধরে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন এবং ১৬ জেলায় পরিবহন বন্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা, স্বামী পলাতক

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় শেখ তানিয়া বেগম (৪০) নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্বামী উজ্জ্বল মিয়া। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই গৃহবধূ মারা যায়। এর আগে সোমবার রাতে উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের মনিবাগ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের সন্তান ও স্বজনরা জানান, উজ্জ্বল বিভিন্ন সময় তানিয়াকে কোনো কারণ ছাড়াই মারধর করত। সোমবার রাতে উজ্জ্বল ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে ভারী বস্তু দিয়ে তানিয়াকে মারধর করতে থাকে। রাতভর তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। এ সময় ছেলে-মেয়েরা বাধা দিলে তাদেরও মারধর করা হয়। পরে গত মঙ্গলবার দিনভর তানিয়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে কোনা উপায় না পেয়ে তানিয়ার বড় মেয়ে জয়া ৯৯৯ ফোন দিয়ে পুলিশকে অবগত করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তানিয়াকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সম্পাদকীয়

অপরাধ দমনে সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে

সাধারণ মানুষ তাদের জান মালের নিরাপত্তাজনিত কারণে অসহায় পড়েছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের আপামর জনসাধারণ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও শঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেকটা দেখেও দেখেনা, শুনেও শুনে না বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ রয়েছে। অপরাধ বাড়ছে, অপরাধী সর্বদাই সক্রিয় রয়েছে। যাদের দায়িত্ব অপরাধ প্রতিহত করা, অপরাধীদের দমন করা, তারা তা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। অপরাধ প্রবণতা এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, কে কখন কীভাবে আক্রান্ত হবে, কার সম্পত্তি কে দখল করবে, কে কখন লাঞ্ছিত হবে, কে কখন অপহরণ হবে এ আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের উদ্বেগের শেষ নেই। অপরাধীদের এতটা বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার কথা নয়। দেখা যায়, বারবার পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অপরাধীরা তাদের কাজ হাসিল করে পার পাচ্ছে। পুলিশ তাদের খোঁজও পাচ্ছে না। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে পেশাদার অপরাধী যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে আসলেই উদ্বিগ্নের বিষয়। তুলে নিয়ে মুক্তিপণ আদায়, চুরি-ডাকাতি, ব্যবসায়ীদের হুমকি প্রদান ও চাঁদার জন্য প্রকাশ্যে কোপানোর মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ তো নগরবাসীর জন্য মূর্তিমান আতঙ্কের নাম হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয় হচ্ছে, খোদ পুলিশই বলছে, এসব অপরাধে পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার তথ্য তাঁরা পেয়েছেন। দেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলাজনিত স্বাভাবিক পরিবেশ ও সুষ্ঠু পরিস্থিতি। অথচ সেরূপ পরিস্থিতির নিশ্চয়তার জন্য প্রচেষ্টা কি চালানো হচ্ছে? যদি হয়ে থাকে তবে ফলাফল কোথায়? দেশের জনগণকে সকল শক্তির-সকল ক্ষমতার উৎস বলা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের আশ্রয় দেওয়া হয়।আমাদের মনে রাখতে হবে, ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ আর শান্তির কঠোর বিধানই সন্ত্রাসের একমাত্র জবাব। একথা অবশ্য আমরা মাঝে মধ্যে বলে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারি না। ন্যায় ও নীতির অনুসরণে আইনের প্রতি আস্থাশীল জনসাধারণ সহযোগী শক্তিতে পরিণত হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে এবং ব্যবস্থা গ্রহণে সময়ক্ষেপণ করা হলে প্রতিকার পাওয়া যায় না। অপরাধীরা আরও দুঃসাহসী ও শক্তিশালী হয়। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ও অপরাধ দমনে পুলিশ পুরোপুরি সক্ষম না হয়ে ওঠার সুযোগই নিচ্ছে অপরাধীরা। এ ছাড়া অভ্যুত্থানের সময় ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের খোয়া যাওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের বড় অংশ এখনো উদ্ধার করা যায়নি। নাগরিকের নিরাপত্তাবিধানের প্রশ্নে এটাও একটা বড় শঙ্কার কারণ। যেকোনো মূল্যেই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় অবস্থান থেকে সক্রিয় হতে হবে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি
শান্তির চেষ্টা কতটা সফল হবে?

গাজায় হামাসের সঙ্গে নতুন করা যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চুক্তি অনুমোদন করেছে ইসরায়েল সরকার। এই চুক্তি গাজায় মানবিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে-এই আশায় বিশ্বের চোখ এখন এই অঞ্চলে। তবে চুক্তি বাস্তবায়ন কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরেও ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে। হামলা অব্যাহত থাকার ফলে, এই চুক্তি টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপ ব্যর্থ হলে আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত তার দেশ। এই চুক্তিতে অনেক ফিলিস্তিনিও ভরসা করতে পারছেন না। আমরা মনে করি, ইসরায়েলের সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের হুঁশিয়ারি শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। যে শান্তি চুক্তি শুরুতে আশা জাগিয়েছিল, তা যদি মূলত রাজনৈতিক খেলায় পরিণত হয়, তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠা কঠিন হতে পারে। গাজায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। গাজার পুনর্গঠন এবং স্থায়ী শান্তির জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। যুদ্ধবিরতি শুধু একটি সাময়িক সমাধান হতে পারে, তবে সত্যিকারের শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজন। গাজার অবস্থা উন্নত করতে একাধিক আন্তর্জাতিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা জরুরি। মানবাধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাধান, এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। গাজার মানুষের পুনর্বাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। অসংখ্য পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। সেখানে দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছানো এবং পুনর্গঠন কাজ শুরু করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সাহায্য সংস্থাগুলোর বড় ভূমিকা থাকা উচিত। গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি শান্তির পথে একটি পদক্ষেপ। এটা টেকসই হবে কিনা সেটা সংশ্লিষ্ট সবার জন্য একটি বড় পরীক্ষা। আমরা বলতে চাই, শান্তি স্থায়ী করতে হলে, শর্তাবলী সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে এবং সব পক্ষকে শান্তির পথে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিকভাবে কূটনৈতিক ও মানবিক পদক্ষেপ নেয়া হলে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি; বাজার নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হোন

দেশে জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ওষুধের দাম দফায় দফায় বাড়ছে। বিশেষ করে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের দাম বেশি বেড়েছে। কারণ এসব ওষুধ রোগীদের নিয়মিত সেবন করতে হয়। সেই সুযোগে কোম্পানিগুলো ওইসব ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে তীব্র ব্যথানাশক ট্যাবলেট, অ্যান্টিবায়োটিক, ডায়াবেটিকস, ভিটামিন, গ্যাস্ট্রিকসহ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও ইনজেকশনসহ কোনো কোনো কোম্পানির ওষুধ এক পাতার দাম ১২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ওষুধের দাম বেড়েছে ৬৭ শতাংশ পর্যন্ত। আর নিত্যপণ্যের দামের মতো লাগামহীনভাবে দাম বাড়ার ফলে জিম্মি হয়ে পড়ছেন রোগীরা। বিশেষ করে যাদের নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, তাদের অবস্থা বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত একেকজন রোগীর প্রতি মাসে ওষুধ খরচ দ্বিগুণ বেড়েছে। ফলে অনেক সময় কাটছাঁট করে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। গত বছর ডেঙ্গুর ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের সময় বেড়েছিল নাপা, ফেক্সো-ফেনাডিন, ডক্সিভা, সেকলো, অমিডন, মন্টিয়ার-মোনাস, এমকাস, রিভার্সএয়ারের মতো বহুল ব্যবহৃত ওষুধগুলোর। তবে সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধের দাম। চলতি বছরের শুরু থেকে আবারও ওষুধের বাজারে তৈরি হয়েছে অস্থিরতা। এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য খরচ কাটছাঁট করে চিকিৎসার খরচ চালাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সেইসঙ্গে কারও কারও প্রশ্ন- নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যের খরচ চাইলে কাটছাঁট করা যায়, কিন্তু ওষুধের বিকল্প কি? স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, দেশের মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য তালিকাভুক্ত ১১৭টি ওষুধের দাম বাড়ানোর ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে। আর এই ক্ষমতাবলে সেগুলোর দাম বাড়ানো হয়। ফলে কিছু কিছু ওষুধের দাম যৌক্তিকভাবে বেড়েছে। কিন্তু এর সুবিধা নিচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। মাঠ পর্যায়ে অনেক অসাধু ওষুধ বিক্রেতা অধিক মুনাফার লোভে নির্ধারিত ওষুধের বদলে অন্যান্য ওষুধেরও দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে করে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ওষুধ কিংবা অন্য কোনো পণ্য হোক, দাম বাড়াতে ব্যবসায়ীদের কখনোই যেন যুক্তির অভাব হয় না। তারা ওষুধের দাম বৃদ্ধির জন্য গত বছরের মতো এ বছরও ডলারের দাম বৃদ্ধিকেই দায়ী করছেন। এমনকি অনেক বিক্রেতার দাবি, ওষুধ বিক্রি করে লভ্যাংশের সামান্যই তারা পান, বেশিরভাগ যায় কোম্পানিগুলো। ওষুধের দাম ক্রমেই বাড়তে থাকলে সাধারণ রোগী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছতে পারে। তাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রীর মূল্য যেন অযৌক্তিকভাবে না বাড়ে এ বিষয়ে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন

মাহমুদ আহমদ

একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় গুণ হলো সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে আর সব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে। আমরা লক্ষ্য করি সামান্য সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজ ও দেশে প্রতিনিয়ত কতই না নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। সামান্য কোনো বিষয়ে উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্য প্রদর্শন করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় এমনটি আমরা দেখতে পাই না। মূলত ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই যে সফলতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে এটা শতভাগ সত্য।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'হে যারা ইমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩) এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর বান্দার উচিত, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সে যেন লেগে থাকে এবং তার অধ্যবসায়ে যে কখনো ভাটা না পড়ে, উদ্দেশ্য সাধনের পথে কখনো যেন মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি না হয়, যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর তা যেন সে বর্জন করে এবং যা ভাল তা যেন সে আঁকড়ে ধরে এবং সব বিষয়ে সব সময় ধৈর্য ধারণ করে। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'মহানবি (সা.) একবার এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মহিলাটি এক কবরের পাশে বসে মাতম করছিল। তিনি (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। ঐ মহিলা বললো, সরে যাও, নিজের রাস্তায় চলো, যে বিপদ আমার ওপর পরেছে সেই বিপদ তোমার ওপর পরে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ঐ মহিলা তাকে (সা.) চিন্তে পারে নাই (সেজন্যই রাগান্বিত এমন কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে) তাকে যখন বলা হল যে, ইনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.), তখন সে অস্থির হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরজায় উপস্থিত হলো আর সেখানে তাকে বাধা দেয়ার মত কোনো দারোয়ান না থাকায় সোজা সে অন্দর মহলে চলে গেল আর সবিনয়ে নিবেদন করলো, হুজুর (সা.) আমি আপনাকে চিন্তে পারি নাই। তখন তিনি (সা.) বললেন, প্রকৃত ধৈর্য তো দুঃখ আঘাত হানা কালেই ধারণ করতে হয় (নইলে কান্না কাটি করে ব্যথিত-ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সবাই তো ধৈর্যেরই পথ ধরে)।' (বুখারি, কিতাবুল জানায়েজ) এ প্রসঙ্গে মহানবির (সা.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার যখন আমি মহানবির (সা.) পিছনে (উটের পিঠে) ছোয়ারি হয়ে বসে ছিলাম, তিনি (সা.) বললেন, 'হে স্নেহাস্পদ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। প্রথম কথা হলো, আল্লাহর কথা স্মরণ রেখ, তিনি তোমাকে নিরাপদ রাখবেন, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখলে তুমি তাঁকে নিকটেই পাবে, কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহতায়ালার কাছেই চাও, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহতায়ালার সাহায্য যাচনা কর। জেনে রাখ, সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে তোমার ভালো করতে চাইলেও তারা তোমার কোনোই মঙ্গল সাধন করতে পারবে না যদি আল্লাহতায়ালা তা না চান আর তোমার কপালে তা না লিখেন। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করতে একাত্ম হয়ে যায় তবুও তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না যদি না আল্লাহতায়ালা তোমার কপালে সেই ক্ষতি লিখে রাখেন, কলম তুলে নেন, আর কালিও যায় ফুরিয়ে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবি (সা.) বলেন, 'আল্লাহতায়ালার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ তুমি তাঁকে সামনে পাবে, স্বাচ্ছন্দ্য কালেও তুমি তাকে স্মরণ করো, তাহলে দুঃসময়েও তিনি তোমাকে মনে রাখবেন। আর জেনে রাখ, তুমি যা হারিয়েছ বা যা তুমি লাভ করতে পার নাই তা তোমার জন্য ছিল না আর যা তুমি পেয়ে গিয়েছ তা তোমারই, প্রাপ্তির বাইরে তা থাকতে পারে না, কেননা, অবধারিত নিয়তির লিখন এটাই ছিল। বুঝে নাও আল্লাহতায়ালার সাহায্য ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে থাকে। সুখ-আনন্দ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সাথে, হাসি-আনন্দ দুঃখ-বেদনার সাথে একীভূত হয়ে থাকে আর প্রত্যেক অভাব-অনটনের পর রয়েছে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য'। (সুনান তিরমিযি) হাদিসে এসেছে, একবার কিছু আনসার সাহাবি হজরত নবি করিম (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যাই চাইলেন, তিনি তাই দিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাছে যা ছিল তা শেষ হয়ে যায়। সবকিছু দান করার পর তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু থাকে তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের কাছে চাওয়া থেকে পরিত্রাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে তিনি তাকে ধৈর্য দান করেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদের দেওয়া হবে না। (বুখারি) অপর এক হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।' (বুখারি) তাই যারা সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করেন তাদের সাথেই আল্লাহ থাকেন, কেননা ধৈর্যশীলদের তিনি ভালোবাসেন। আল্লাহপাক আমাদেরকে সব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন এবং তার ক্ষমার চাদরে আবৃত করে রাখুন, আমিন।

জ্বালানিবিদ্যার মৌলিক তাৎপর্য

ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

জ্বালানি ব্যবসায়ে আমরা সবসময়েই জ্বালানির অর্থমূল্য বিচার করে থাকি। কয়লার মূল্য টনপ্রতি কত টাকা পড়ছে, ব্রেন্ট তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে বাড়ল কিনা, এলএনজি'র দাম ওমানের বাজারে কত হলো ইত্যাদি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা শক্তি-উৎস বিচারে কিলোওয়াট-ঘণ্টা প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন উৎসের জন্য কত টাকা লাগছে সেটা বিচার করি। অর্থনৈতিক এবং অর্থমূল্যের বিচারে, ইকোনমিক, ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং এবং ফোরকাস্টের কাজে এই হিসাব অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ফিস্কাল প্ল্যানিং বা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ইউনিট প্রতি উৎপাদন মূল্য অথবা আমদানি মূল্য আমাদের উল্লেখ করতে হয় এবং বাজেট বিশ্লেষণের কাজে বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ-সম্মেলনেও আমরা বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুনি এবং দেখি। তবে জ্বালানিবিদ্যায় আরও একটি প্যারামিটার আছে যার বৈজ্ঞানিক মূল্য কম নয়। এবং অনেক মৌলিক বিশ্লেষণের কাজে আলোচনার পেছনে কিন্তু এই প্যারামিটারটি রয়েই যায়। এটি হলো শক্তি-ঘনত্ব বা এনার্জি ডেনসিটি। শক্তি ও জ্বালানি গবেষণার অনেক মৌলিক বিষয় বুঝতে হলে এই শক্তি ঘনত্বের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হয়। এটি যত না অর্থনৈতিক টার্ম, তারও চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক শব্দ এবং প্রকৌশল পরিভাষা। যেজন্য সচরাচর আমরা এই শব্দটি শুনি না, এর অর্থও বুঝি না। আমাদের কালেকটিভ কনশাসনেস বা সামগ্রিক চেতনা যেহেতু নির্মিত হয় জনপ্রিয় সংবাদ সম্মেলন থেকে রসদ জুগিয়ে, তাই বৈজ্ঞানিক গুরুত্বপূর্ণ টার্ম বাদ পড়ে যায় বোধের সীমানা থেকে। এর ফল খুব সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না, কেননা সাধারণ মৌখিক আলাপচারিতায় অর্থনৈতিক টার্ম যতটা আবেদন সৃষ্টি করে, বৈজ্ঞানিক টার্ম ততটা করে না। জ্বালানিবিদ্যার আলাপচারিতা সর্বদাই টাকাকড়ির আলোচনায় ঘোরাফেরা করার ফলে জ্বালানিখাতের গবেষণাজনিত অসুবিধাগুলো বা শক্তি-উৎসের টেকনোফিজিবিলিটি কিংবা সরল প্রকৌশলগত হিসাব আমলে নেওয়া হয় না। অনেক সময় বিশেষজ্ঞরাও ভুলে যান, জনপ্রিয় টার্মের ভিড়ে প্রকৃত প্যারামিটার হারিয়ে যায়। এটাকে আপনি বিজ্ঞান চেতনার কলোনিয়াল হ্যাঙওভারও বলতে পারেন, তবে এর মূল কারণ হলো মৌলিক গবেষণা যেহেতু আমাদের দেশে হয় না এবং যেহেতু নীতিগত কিংবা সিদ্ধান্তের জায়গাগুলো নির্ধারিত হয় দাতাদের টেবিলে বা আমলাদের বৈঠকে এবং কখনো কখনো সংবাদ সম্মেলনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যা বলছিলাম, শক্তি ঘনত্বের কথা একটা খুব জরুরি প্যারামিটার। শক্তি-ঘনত্বের তুলনা করলেই বোঝা যায়, ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম-জ্বালানি কেন বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। জীবাশ্ম-জ্বালানির পুরোটাই হাইড্রোকার্বন-উদ্ভূত কেননা তেল-গ্যাস-কয়লার সবটাই কার্বন-ভিত্তিক জৈবযৌগ। এসব জৈবযৌগের দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। যদিও তাদের দহনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, তবু কিন্তু আমরা গণহারে এদের ত্যাগ করতে পারছি না। কেন পারছি না, সেটার একটি প্রধান কারণ শক্তি-ঘনত্ব। প্রথমত, এটা স্পষ্ট যে জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তি-ঘনত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, হাইড্রোকার্বনের আরেকটি সুবিধা হলো এর সহজে বহনযোগ্যতা ও স্থানান্তর যোগ্যতা। খুব সহজেই গ্যাস বা তেলকে আমরা আন্তঃমহাদেশীয় পাইপলাইন বা সমুদ্রগামী বিশাল ট্যাংকারের সাহায্যে স্থানান্তর করতে পারি। পুরো ব্যাপারটির নিয়ন্ত্রণও খুব ভালো-লস কম, দক্ষতা বেশি, প্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত, নিরাপত্তা পর্যাপ্ত। একক ওজনে শক্তির মাপ অনুযায়ী শুকনো কাঠ খুব কম শক্তি দেয় (১৬ গিগাজুল/টন), এরপর আছে প্রায় দ্বিগুণ ঘনত্বের বিটুমিন কয়লা (২৪-৩০ গিগাজুল/টন)। এদের সাথে যদি কেরোসিন ও ডিজেলের (৪৬ গিগাজুল/টন) তুলনা করা হয় তবে দেখা যাবে শেষোক্ত উৎসের ঘনত্ব কাঠের অন্তত তিনগুণ বেশি। আয়তন অনুপাতে শক্তি ঘনত্ব যদি তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবেড়কাঠ (১০ গিগাজুল/ঘনমিটার), কয়লা (২৬ গিগাজুল/ঘনমিটার), কেরোসিন (৩৮ গিগাজুল/ঘনমিটার), প্রাকৃতিক গ্যাস (০.০৩৫ গিগাজুল/ঘনমিটার)। দেখা যাচ্ছে, একক আয়তনে কেরোসিন কাঠের প্রায় ৪ গুণ শক্তিধর। তবে গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্যাসীয় দশার কারণে এর ঘনত্ব খুবই কম। [ভাক্লাভ স্মিলের সূত্রমতে] দুটো ব্যাপার লক্ষণীয়ড়ওজন হিসাবে ঘনত্ব এবং একক আয়তন হিসাবে ঘনত্ব। ওজন হিসাবে শক্তি-ঘনত্বের তাৎপর্য হলো একক ওজনের জ্বালানি কী পরিমাণ শক্তি দিচ্ছে। যে উৎসের শক্তি-ঘনত্ব বেশি, তার সামান্য একটু নিলেই কাজ হয়ে যাবে, যার ঘনত্ব কম তার বেশি আয়তনের নিতে হবে। জাহাজ বা প্লেন চালনায় ওজনের ব্যাপারটা খুব দরকারি। আটলান্টিক পাড়ি দিতে জাহাজে যদি কাঠ দিয়ে জ্বালানি সরবরাহের কাজ করতে হতো, তবে বিশাল ওজনের কাঠ বহন করতে হতো। কিন্তু ডিজেল দিয়ে চালালে ওজনের একটা বড় অংশ সাশ্রয় হয়, আয়তনও কম লাগে (আড়াইগুণ কম!)। তুলনায় যদি ব্যাটারির কথা ভাবেন, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে কেন ব্যাটারি দিয়ে প্লেন চালানো যাচ্ছে না। কারণ, দূর-পাল্লার প্লেন উড়তে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হবে সেটুকু দিতে যতটুকু ব্যাটারি লাগবে তার ফলে যাত্রীদের আর বসার জায়গা থাকবে না! এজন্য ইলেকট্রিক প্লেনের কথা ভাবা সুদূর পরাহত, যদি না অবশ্য খুব আধুনিক যুগান্তকারী কোনো আবিষ্কার হচ্ছে যা ব্যাটারির শক্তি-ঘনত্বকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে, সেইসাথে তার ওজনকে ততটুকু কমিয়ে দেবে। আবার একক আয়তনের শক্তি-ঘনত্বের ব্যাপারটাও জরুরি। প্লেনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে, ওজন যত কম হয় তত ভালো। ফলে প্লেনের জন্য এভিয়েশন-গ্রেড কেরোসিন বেশি পছন্দনীয়, কেননা প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় তা অনেক কম আয়তনের কিন্তু উচ্চ শক্তি-ঘনত্বের (১০০০ গুণ!) হয়ে থাকে। আবার একই শক্তি দিতে কয়লার তুলনায় গ্যাস ৭০০ গুণের বেশি জায়গা নেবে। কিন্তু কয়লার তুলনায় গ্যাস অনেক অনেক পরিচ্ছন্ন একটি জ্বালানি। আবার দূরের কূপ থেকে শিল্পাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস টেনে আনা অনেক সহজ; তুলনায় কয়লা আনতে হতো ট্রাক বা ট্রেনে করে এবং পুরো যাত্রাপথ কয়লার দূষণে দূষিত হয়ে যেত। তাই শিল্প-কারখানায় জ্বালানি হিসেবে গ্যাস অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। প্রতি বর্গমিটারে জ্বালানি-উৎসের ঘনত্ব আরেকটি প্যারামিটার যা চিন্তার উদ্রেক করে। বর্গমিটারে শক্তি-ঘনত্বের বিচারে জীবাশ্ম-জ্বালানির অগ্রগণ্যতা অনস্বীকার্য, জীবাশ্ম জ্বালানি (৫০০ ১০,০০০ ওয়াট / বর্গমিটার), পরমাণু বিদ্যুৎ (৫০০ ১,০০০ ওয়াট / বর্গমিটার), সোলার (৫ ২০ ওয়াট / বর্গমিটার), জলবিদ্যুৎ (৫ ৫০ ওয়াট / বর্গমিটার), বায়ু-বিদ্যুৎ (১ ২ ওয়াট / বর্গমিটার), কাঠ ও অন্যান্য বায়োগ্যাস (<১ ওয়াট / বর্গমিটার) [বিল গেইটসের সূত্রমতে]। সামান্য ক্ষেত্রফল থেকে সুপ্রচুর ওয়াট কেবল ফসিলই দিতে পারে। এইদিক বিবেচনায় ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এই উপহারটি অসীম সম্ভাবনার। কোনো সন্দেহ নেই কেন ফসিল ফুয়েল নিয়ে দুনিয়া-জোড়া এই মাতামাতি। সেই তুলনায় জৈব উৎস অনেক ম্রিয়মাণ। ঐতিহাসিক কালে কেন সভ্যতা শ্লথগতির ছিল তা এই হিসাব দেখলেই বোঝা যায়। সোলারের ক্ষমতা আরও একটুখানি ভালো, তবে এক বর্গমিটারে তার বৈদ্যুতিক দক্ষতা কম বিধায় যে শক্তিটুকু পাওয়া যায় তা বিদ্যুতে রূপান্তর হয় কম। তদুপরি গড় হিসাব নিলে এটা আরও কমে যায়, কারণ দিনের অর্ধেক সময়েই কিন্তু সূর্য থাকে না, উপরন্তু মেঘের আনাগোনা একটা বড় অনবচ্ছিন্নতার কারণ। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে অনবচ্ছিন্নতা বা ইন্টারমিটেন্সি একটি বড় সমস্যা। এটি বৈদ্যুতিক গ্রিডের সুস্থিতির জন্য বড় সমস্যা করবে, যখন নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ আসা শুরু করবে। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে জ্বালানির মৌলিক সমস্যা নিরূপণে তাই শক্তি-ঘনত্বের মতো প্যারামিটার আমাদের বোধকে সাহায্য করবে। শক্তি-ঘনত্বের এই প্যারামিটার দেখে জ্বালানি খাত নিয়ে নতুনভাবে ভাবা দরকার।

সংস্কারে দরকার রাজনৈতিক সায়

রিন্টু আনোয়ার

শেষতক সংস্কার কতটুকু হবে, না হবে তা এখনো ভবিষ্যৎ। প্রস্তাব বা সুপারিশ মোটেই সিদ্ধান্ত নয়। তবে প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা পড়া সংস্কার প্রস্তাবগুলো জাতির কাছে সনদ হয়ে থাকল। এ রেকর্ড থেকে সরে যাওয়া সহজ হবে না। সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন ও পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন তৈরিতে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিমান। দেশবরেণ্য। কারো কারো কাজের জ্যোতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বেও আলোচিত। এরই মধ্যে তাদের দেয়া প্রস্তাবনা নিয়ে নানা মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে। চুলচেরা বিশ্লেষণও হচ্ছে। কিছু বিষয় নিয়ে রয়েছে সমালোচনাও। আর এ ধরনের ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, মতামত, ভিন্নমত খুব জরুরি। যা সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়ক হবে। বিভিন্ন কমিশনের দেয়া সুপারিশগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরই আসবে পদক্ষেপ। তখন অন্তর্বর্তী সরকার কাঙ্ক্ষিত সংস্কার শুরু করবে। আর সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে রাজনৈতিক তথা নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে। ভবিষ্যতে যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার আসবে, তাও হবে সনদের মাধ্যমে। ইতিহাসের এ অংশ মেনে নিয়েই এগোতে হবে সবাইকে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের অংশীজনরা খুব বুঝেশুনেই নতুন বাংলাদেশের কাঠামো গড়ার প্রত্যয়ে সংস্কার কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করেছে। কমিশন প্রধান ও সদস্যরাও তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা তথা চব্বিশের বিজয়ের স্পিরিট ধারণ করে এসব প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছেন। আবার এই প্রতিবেদনই শেষ বা চূড়ান্ত নয়। একটি অধ্যায়ের শুরু মাত্র। স্বপ্ন ও অভ্যুত্থান-পরবর্তী তার যে যাত্রা, সেটা শুরু হলো। এর বড় একটি অংশ এই প্রতিবেদনের প্রতিফলন। এটি অবশ্যই বাইরে থেকে চাপানো কোনো জিনিস নয়, ভেতর থেকে উদ্ভূত। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা বলছে। এর অংশ হিসেবে দুই ধাপে মোট ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এর মধ্যে গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে গঠন করা হয় নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন। এর মধ্যে বিচার বিভাগ সংস্কার ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে। সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ সংস্কার কমিশনসহ কমিশনগুলোতে সমন্বয়সহ আনুষঙ্গিক কাজের জন্য এক মাস সময় দেয়া হয়েছে। তবে জানুয়ারির মধ্যেই এই চার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জানিয়ে দেয়া হবে। বাকি থাকবে বিচার বিভাগ সংস্কার ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। সরকারের পক্ষ থেকে আগেই বলা হয়েছে, সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রস্তাবগুলো নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। আলোচনার মধ্য দিয়ে যেসব প্রস্তাব নিয়ে ঐকমত্য তৈরি হবে, সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। প্রস্তাবগুলো কবে কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হবে, তার একটি রূপরেখা আসতে পারে দলগুলোর সঙ্গে সরকারের আলোচনার মাধ্যমে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ অক্টোবর অধ্যাপক আলী রীয়াজকে প্রধান করে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তাদের সংস্কার প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' পরিবর্তন করে 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' করার সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। আর প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' করার প্রস্তাবও করেছে কমিশন। বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানের নাম হিসেবে উল্লেখ আছে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে সংবিধানের প্রস্তাব হিসেবে বলা হয়েছে, 'জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।' দেশের বিদ্যমান সংবিধানে আছে বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হবে। এ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ, সংবিধানের প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দের পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে 'রিপাবলিক' ও 'পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' শব্দগুলো থাকছে। এ ছাড়া নাগরিকত্ব হিসেবে 'বাঙালি' বাদ দিয়ে 'বাংলাদেশী' করার সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। কমিশন 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি...' এই বিধান বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছে। তারা বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলে পরিচিত হবেন"হিসেবে প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করেছে। এগুলোর প্রতিটিই সংবিধানে বড় পরিবর্তনের সুপারিশ। ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমানোসহ সংবিধানে আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। একজন দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতাও হতে পারবেন না। সংবিধানের মূলনীতি ও সংসদের কাঠামোতে পরিবর্তন, অন্তর্বর্তী সরকারের কাঠামো, মৌলিক অধিকারের পরিসর বাড়ানো, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলসহ সংবিধানের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রয়েছে চার মূলনীতি-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এবারের সুপারিশ করা পাঁচ মূলনীতি হলো সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র। সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়ার সুপারিশ করছে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার কথা তো রয়েছেই। বিদ্যমানে ৩৫০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে। সংবিধান সংস্কার কমিশন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সুপারিশ করেছে। আইনসভার নিম্নকক্ষ গঠিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে। ৪০০ আসন নিয়ে হবে নিম্নকক্ষ। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশের সব জেলা থেকে নির্ধারিত ১০০ নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০ শতাংশ আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স চার বছর কমিয়ে ২১ বছর করা, দু'জন ডেপুটি স্পিকার রাখা; যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধানের যেকোনো একটির বেশি পদে থাকতে পারবেন না। আরেকটি বড় সুপারিশে অর্থবিল ছাড়া নিম্নকক্ষের সদস্যদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। আইন সভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সব সময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের মনোনয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাকি ৫টি আসন রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন। যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য ও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। আর উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যিনি সরকারদলীয় সদস্য ব্যতীত উচ্চকক্ষের অন্য সব সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর। সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুবারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচকমণ্ডলীর (ইলেকটোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুবার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যেকোনোভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন, তার জন্য এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের কথাও রয়েছে। পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ নানা বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে কমিশনগুলোর সুপারিশে। সরকারের পক্ষ থেকে আগেই বলা হয়েছে, সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রস্তাবগুলো নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করবে।

সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে। সংবিধান সংস্কার কমিশন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সুপারিশ করেছে। আইনসভার নিম্নকক্ষ গঠিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে। ৪০০ আসন নিয়ে হবে নিম্নকক্ষ। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশের সব জেলা থেকে নির্ধারিত ১০০ নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০ শতাংশ আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স চার বছর কমিয়ে ২১ বছর করা, দু'জন ডেপুটি স্পিকার রাখা; যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধানের যেকোনো একটির বেশি পদে থাকতে পারবেন না। আরেকটি বড় সুপারিশে অর্থবিল ছাড়া নিম্নকক্ষের সদস্যদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। আইন সভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সব সময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের মনোনয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাকি ৫টি আসন রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন। যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য ও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। আর উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যিনি সরকারদলীয় সদস্য ব্যতীত উচ্চকক্ষের অন্য সব সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর। সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুবারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচকমণ্ডলীর (ইলেকটোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুবার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যেকোনোভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন, তার জন্য এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে

সুদানে হাসপাতালে ড্রোন হামলা, নিহত ৩০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সুদানের দারফুর অঞ্চলের এল-ফাশারে সর্বশেষ সচল হাসপাতালগুলোর একটিড় সৌদি হাসপাতালে ড্রোন হামলায় ৩০ জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছে। একটি চিকিৎসা সূত্র গতকাল শনিবার এই তথ্য জানিয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই সূত্র জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় হওয়া এই বোমা হামলায় জরুরি চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হাসপাতালের ভবনটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে এই হামলা সুদানের যুদ্ধরত কোন পক্ষ চালিয়েছে, তা স্পষ্ট হয়নি। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আরএসএফ বিস্তীর্ণ পশ্চিমাঞ্চলীয় দারফুরের প্রায় পুরোটা দখল করেছে এবং মে মাস থেকে এল-ফাশার শহরটি অবরোধ করে রেখেছে। তবে শহরটি এখনো তারা দখল করতে পারেনি। কারণ সেনাবাহিনী সমর্থিত মিলিশিয়ারা তাদের বারবার প্রতিহত করছে। চিকিৎসা সূত্র জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগে একই ভবনটি আরএসএফের একটি ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। এল-ফাশারে স্বাস্থ্যসেবার ওপর আক্রমণ একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স এ মাসে জানিয়েছে, সৌদি হাসপাতালটিই শহরের একমাত্র সরকারি হাসপাতাল, যেখানে অস্ত্রোপচারের সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশজুড়ে ৮০ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, এক কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে। এল-ফাশার অঞ্চলের আশপাশে তিনটি শরণার্থী শিবিরেড়জামজাম, আবু শউক ও আল-সালামে ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। জাতিসংঘ সমর্থিত একটি মূল্যায়নে বলা হয়েছে, আগামী মে মাসের মধ্যে এই দুর্ভিক্ষ আরো পাঁচটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে, যার মধ্যে এল-ফাশার শহরও রয়েছে।

চার ইসরায়েলি নারী সেনাকে মুক্তি দিলো হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে চার ইসরায়েলি নারী সেনাকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। গতকাল শনিবার তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। ২০২৩ সালে গাজা সীমান্ত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নাহাল ওজ সামরিক ঘাঁটি থেকে এই চারজনকে বন্দি করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, জিম্মি চারজনকে তাদের সামরিক পোশাক পরিয়ে আনা হয়েছিল। তাদের রেড ক্রস সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। চার নারীকে বহনকারী গাড়িটি গাজা ছেড়ে গেছে। গত শুক্রবার হামাস জানিয়েছিল, তারা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে জিম্মি থাকা চার ইসরায়েলি নারী সেনাকে মুক্তি দেবে। ইসরায়েল ও গাজার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে এটি দ্বিতীয় দফার জিম্মি মুক্তি। পরের পদক্ষেপ হিসেবে এখন ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার কথা ইসরায়েলের। তিন দেশের মধ্যস্থতায় চলতি মাসে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম ৪২ দিনের পর্ব অনুসারে, ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি এক হাজার ৯০০ ফিলিস্তিনি বন্দির বিনিময়ে ৩৩ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা হামাসের।

সমুদ্রের নিচে ১২০ দিন অবস্থান করে জার্মান নাগরিকের বিশ্ব রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একজন জার্মান নাগরিক পানামা উপকূলে সমুদ্রের নিচে ১২০ দিন অবস্থান করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন, খবর এএফপি'র। জার্মান নাগরিক মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ার রুডিগার কোচ, ৫৯, গত শুক্রবার তার সমুদ্রের নিচের ৩০ মিটারের ক্যাপসুল (বাসা) থেকে বের হয়ে আসেন। এসময় সেখানে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের বিচারক সুজানা রেয়েস উপস্থিত ছিলেন। সুজানা এটা নিশ্চিত করেছেন যে, রুডিগার কোচ আমেরিকান জোসেফ দিতুরির রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছেন। জোসেফ দিতুরি এর আগে ফ্লোরিডার লেকে পানির নিচে একটি লজে ১০০ দিন পার করেছিলেন। সমুদ্রের নিচে ৩৬ ফুট গভীরে অবস্থিত ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে কোচ এএফপিকে বলেছেন, এটা ছিল একটা দু:সাহসিক কাজ, যা শেষ হয়েছে। এটা দারুন, যেখানে সবকিছু শান্ত এবং অন্ধকারময়। সমুদ্র যেখানে জ্বলজ্বল করে।

ভারতে বাংলাদেশি নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা: পুলিশের তদন্তে নতুন তথ্য

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের কর্নাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুতে এক বাংলাদেশি নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রামমূর্তি নগরের কালকেরে লেকের পাশে ২৮ বছর বয়সী নাজমা নামের ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত নাজমা স্থানীয় একটি অ্যাপার্টমেন্টে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন এবং তার স্বামী পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাদের তিন সন্তান রয়েছে, যারা বাংলাদেশে অবস্থান করছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ ধারণা করছে, বৃহস্পতিবার রাতে কাজ শেষে ফেরার পথে তিনি আক্রান্ত হন। তার লাশ কর্মস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পাওয়া যায়। পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, হত্যার আগে ওই নারীকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে এবং মাথায় ভারী কোনো বস্তুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।চ স্থানীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস ও ডেকান হেরাল্ড জানিয়েছে, নাজমার কাছে কোনো বৈধ ভিসা বা পাসপোর্ট পাওয়া যায়নি, তবে তার স্বামীর বৈধ পাসপোর্ট রয়েছে এবং তিনি মেডিকেল ভিসায় ভারতে এসেছিলেন। পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, "নাজমা তার সহকর্মীকে জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত কাজে দেরি হতে পারে এবং তিনি একাই ফিরে যাবেন। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।চ পুলিশের ধারণা, তিনি পূর্ব পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, যেখানে কোনো বিবাদের জেরে তার ওপর হামলা হয়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও ডগ স্কোয়াড ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৩ (ধর্ষণ) এবং ১০৩ (হত্যা) ধারায় মামলা করেছে এবং ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন আসার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। পূর্ব বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার দেবরাজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বলেন, "এটি একটি নৃশংস ঘটনা এবং আমরা অপরাধীদের খুঁজে বের করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি।চ এই ঘটনার পর বেঙ্গালুরুতে অভিবাসীদের নিরাপত্তা এবং অবৈধভাবে বসবাসরত বিদেশি নাগরিকদের পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এবং দ্রুতই অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে।

বায়ুদূষণে বন্ধ হয়ে গেল ব্যাংককের ৩৫২ স্কুল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কয়েক বছর ধরেই থাইল্যান্ডে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে বায়ুদূষণ। এ বছর দেশটিতে দূষণের মাত্রা এতটাই মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দেশটির রাজধানীর ব্যাংককের প্রায় সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের পর এবারই সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়কর পরিস্থিতি পার করছে ব্যাংকক। গত শুক্রবার ব্যাংকক নগর কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় জানিয়েছে, বায়ুদূষণের কারণে ৩৫০টি স্কুল বন্ধ থাকবে। এর আগে ২০২২ সালেও বায়ুদূষণের কারণে ব্যাংককে সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। খবর এএফপির। বাসিন্দাদের জন্য দেওয়া এক বার্তায় ব্যাংকক নগর কর্তৃপক্ষ বলেছে, ব্যাংকক মেট্রোপলিটন প্রশাসন বায়ুদূষণের কারণে ৩১টি জেলার ৩৫২টি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া ব্যাংককবাসীকে দাপ্তরিক সব কাজ বাড়িতে বসে করার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি রাজধানীতে ভারী যানবাহন চলাচলও সীমিত করা হয়েছে।

অভিবাসন ইস্যুতে নতুন উত্তেজনা

অভিবাসীবাহী মার্কিন সামরিক বিমানকে অবতরণের অনুমতি দেয়নি মেক্সিকো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক বিমানের অবতরণ অনুমোদন না দেওয়ায় দুই দেশের মধ্যে অভিবাসন ইস্যুতে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর দুটি বিমান প্রায় ১৫০ অবৈধ অভিবাসীকে গুয়াতেমালায় নামিয়ে এলেও মেক্সিকোতে নামার অনুমতি না পাওয়ায় বিমানটি বিকল্প ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা ও মেক্সিকোর এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রথমবারের মতো এই খবর প্রকাশ করে এনবিসি নিউজ। তবে মেক্সিকোর পক্ষ থেকে কেন অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। শুক্রবার রাতে মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের 'উৎকৃষ্ট সম্পর্ক' বিদ্যমান এবং তারা অভিবাসন সংক্রান্ত ইস্যুতে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "যখন প্রত্যাবাসনের বিষয় আসে, আমরা সবসময় আমাদের ভূখণ্ডে আগত মেক্সিকানদের দুই হাতে গ্রহণ করব।চ মেক্সিকোর বামপন্থি প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শিনবাউম কিছুদিন আগে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের 'রিমেইন ইন মেক্সিকো' কর্মসূচি পুনরায় চালুর জন্য মেক্সিকোর সম্মতি প্রয়োজন। তবে এখন পর্যন্ত তার সরকার এমন কোনো অনুমতি দেয়নি। এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় দফায় অভিবাসন নীতির কড়াকড়ি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ট্রাম্প মেক্সিকোর সাথে সীমান্ত সমস্যা মোকাবেলায় ১,৫০০ অতিরিক্ত মার্কিন সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন এবং মেক্সিকো থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ২৫% শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। এই ঘটনায় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও

পেন্টাগনের কাছে মন্তব্য চাওয়া হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সামরিক বিমান ব্যবহার করে অভিবাসীদের বহন করা অভিবাসন নীতির নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পদক্ষেপ দুই দেশের সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

সৌদি আরব চাইলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে পারে: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, সৌদি আরব চাইলে এক নিমেষে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি ও তেল রপ্তানিকারী অন্যান্য রাষ্ট্র যদি তেলের দাম কমিয়ে দেয়, তাহলে যুদ্ধ থেমে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এ বক্তব্য দেন ট্রাম্প। আল জাজিরার উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এই খবর জানায়। তিনি বলেন, "আমি অবাক হয়েছি যে এখনও সৌদি আরবসহ ওপেকভুক্ত দেশগুলো তেলের দাম কমায়নি। এটি অনেক আগেই করা উচিত ছিল। যদি তেলের দাম কমানো হয়, তাহলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে।চ ট্রাম্প আরও বলেন, "খনিজ তেলের উচ্চমূল্যের কারণেই এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যুদ্ধ থামাতে হলে তেলের দাম কমাতে হবে। যারা এখনো এই সিদ্ধান্ত নেয়নি, তারাও অনেকাংশে দায়ী। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, অথচ এই সমস্যার সমাধান একেবারে আমাদের হাতের নাগালে।চ ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া, যা প্রায় তিন বছর ধরে চলমান। এই সময়ে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি ক্ষমতায় থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান করে ফেলতেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জানিয়েছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করে এই সংকট সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। এর আগে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, "যদি যুদ্ধ বন্ধ না হয়, তাহলে রাশিয়া আরও কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হবে।চ বিশ্ব রাজনীতিতে সৌদি আরব ও ওপেকভুক্ত দেশগুলোর ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্পের মন্তব্যের পর আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, তেলের দাম কমানো আসলেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবে কি না, সেটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই ইস্যুটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

বিনোদন

৩১ জানুয়ারি 'ইত্যাদি' এবার নাতির সঙ্গে নেই নানি

বিনোদন ডেস্ক : নব্বই দশক থেকেই শিকড়ের সন্ধানে ইত্যাদি স্টুডিওর চার দেয়াল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তুলে ধরছে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রত্ননিদর্শন, আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে ঐতিহ্য ও আর্থসামাজিক সম্ভাবনার জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে। মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাজা টংকনাথের রাজবাড়ির সামনে। ইত্যাদির এ পর্বটি ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার রাত আটটার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এবারের ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফাগুন অডিও ভিশন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইত্যাদির ধারণ উপলক্ষে পুরো ঠাকুরগাঁও জেলায় ছিল উৎসবের আমেজ। অনুষ্ঠানস্থল ঘিরে বসে জমজমাট মেলা। বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা, ছিল নাগরদোলাও। রানীশংকৈলে ধারণ হলেও দর্শকেরা আসেন ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন উপজেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা পঞ্চগড় এবং দিনাজপুর থেকেও। বেলা তিনটা থেকেই আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় অনুষ্ঠানস্থল। আমন্ত্রিত দর্শক ছাড়াও অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হন অনুষ্ঠান দেখার জন্য। ফলে দুই কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে দর্শকেরা হানিফ সংকেতকে দেখার জন্য বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো অনুষ্ঠানস্থলে ঢুকে পড়েন। ফলে অনুষ্ঠান ধারণের সুবিধার্থে কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠান ধারণ স্থগিত করা হয়, স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় কিছুক্ষণ পরেই আবার ধারণ শুরু হয়। অনুষ্ঠানস্থলে ধারণক্ষমতার কয়েক গুণ লোক বেশি হওয়ার কারণে স্থানাভাবে অনেক দর্শকই আশপাশের বিভিন্ন স্থাপনার ছাদ, রাস্তা, দেয়াল ও গাছের ওপর উঠে তীব্র শীত উপেক্ষা করে দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করেছেন তাঁদের প্রিয় অনুষ্ঠানের ধারণ।

এ আর রহমানের সমালোচনায় সোনু নিগম

বিনোদন ডেস্ক : অস্কারজয়ী এ আর রহমানের গান ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে সমালোচনা করলেন বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সোনু নিগম। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ আর রহমান প্রসঙ্গে উঠতেই তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তার গান 'বেকার' (কোনো কাজের নয়)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি জিরো টু ইন্ডিয়ার একটি সাক্ষাৎকারে অংশ নেন সোনু নিগম। সেখানে আলাপচারিতায় বলিউড মেগাস্টার সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত সিনেমা 'যুবরাজ' প্রসঙ্গ ওঠে। এ সিনেমার প্রসঙ্গ উঠতেই সোনু জানান, 'যুবরাজ'-এ বেশ কয়েকটি গান গেয়েছেন তিনি। এ সিনেমার গানে সোনুর সঙ্গে এ আর রহমানও কাজ করেছিলেন। সোনুকে তাই রহমান প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে বলা হলে সোনু বলেন, 'যুবরাজ' সিনেমার গানে আমি আর রহমান দুজনেই কাজ করেছি। এ সিনেমার গান সবগুলোই মোটামুটি, ভালো গান বলা যাবে না। সোনু আরও বলেন, এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ আমি মিথ্যা বলতে পারব না। আমি বাজে গানের প্রশংসা করতে পারব না। ব্যক্তি এ আর রহমান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সোনু বলেন, নিজের কাজকে ইবাদত ভাবেন রহমান। কাউকে কখনোই মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলেন না। কিন্তু এটিও সত্যি তিনি কাউকে তার খুব ঘনিষ্ঠ করতে চান না। যে কারণে পরিবারসহ অনেকের সাথেই তার দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ক্যারিয়ারে একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন এ আর রহমান ও সোনু নিগম। তাদের যৌথভাবে তৈরি জনপ্রিয় গান হলো সাতরঙ্গি রে (দিল সে), আয়ো রে সখি (ওয়াটার)। 'যুবরাজ' সিনেমার জন্য রহমান 'জয়হো' গানটি তৈরি করেন। কিন্তু সেটি সিনেমায় ব্যবহার করা হয়নি। যা পরে 'স্লামডগ মিলিয়েনিয়র' সিনেমায় ব্যবহার করা হয়। এ গানের জন্য অস্কারও জেতেন এ রহমান।

১৫ হাজার কোটি রুপির সম্পত্তি হারাতে যাচ্ছেন সাইফ

বিনোদন ডেস্ক : ডাকাতি এবং ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার পর লীলাবতি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে নিরাপদে বান্দ্রার বাসায় ফিরেছেন অভিনেতা সাইফ আলী খান। একদিকে অভিনেতার পরিবার তার ফেরাকে উদ্যাপন করছে; অন্যদিকে একটি খবর রয়েছে, যা তাদের এ উদযাপনে ভাটা ফেলতে পারে। পতৌদি পরিবারের ১৫ হাজার কোটি রুপির ঐতিহাসিক সম্পত্তির ওপর দেশটির মধ্য প্রদেশের উচ্চ আদালত কর্তৃক দেওয়া স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে। আদালতের এমন সিদ্ধান্তের ফলে, ১৯৬৮ সালের 'শত্রু সম্পত্তি আইনে'র অধীনে সাইফের পরিবার এসব সম্পত্তি হারাতে পারে। এনডিটিভির খবরে বলা হয়, এসব সম্পত্তির মধ্যে সাইফের শৈশব কাটানো 'ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজ', 'নূর-উস-সাবাহ প্যালেস', 'দার-উস-সালাম, এবং অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে। বিচারপতি বিবেক আগারওয়াল 'শত্রু সম্পত্তি আইন-২০১৭' এর সংশোধিত ধারার বিষয়টি তুলে ধরে এর বিধিবদ্ধ প্রতিকারের বিষয়ে বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, রায়ের বিপক্ষে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ দিনের মধ্যে তাদের পক্ষাবলম্বন করতে পারবেন। শত্রু সম্পত্তি আইন অনুযায়ী, দেশভাগের পর পাকিস্তান চলে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি দখলের অনুমতি পায় কেন্দ্রীয় সরকার।

পতৌদি পরিবারের সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক

ভোপালের শেষ নবাব হামিদুল্লাহ খানের তিন কন্যা ছিলেন। তার ছোট মেয়ে আবিদা সুলতানা ১৯৫০ সালে পাকিস্তান চলে যান। এর মধ্যে তার দ্বিতীয় মেয়ে সাজিদা সুলতানা ভারতে থাকার কারণে সম্পত্তির মালিক হন এবং নবাব ইফতিখার আলী খান পতৌদিকে বিয়ে করেন। সাইফ আলী খান সাজিদা সুলতানার নাতি হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির একটি অংশের মালিক। তবে সরকার আবিদা সুলতানার পাকিস্তান চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে মামলা করেছে এবং এ সম্পত্তিকে 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎসবে যাচ্ছে নুহাশের '২ষ'

বিনোদন ডেস্ক : তরুণ পরিচালক নুহাশ হুমায়ূনের ওটিটি সিরিজ 'পেট কাটা ষ'র দ্বিতীয় মৌসুম '২ষ' এবার যাচ্ছে আন্তর্জাতিক উৎসবে। চার পর্বের এই সিরিজটি সাউথ বাই সাউথ ওয়েস্ট (এসএক্সএসডব্লিউ) চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা করে নিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে সিরিজটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চরকি জানিয়েছে, মার্চের ৭ তারিখ থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলবে ওই মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত।উৎসবের এপিসোডিক ক্যাটাগরিতে '২ষ' সিরিজের প্রিমিয়ার হবে। নুহাশ জানিয়েছেন, '২ষ' সিরিজের এই প্রাপ্তিতে তিনি খুবই 'আনন্দিত'। নুহাশ বলেন, "সিরিজের কলাকুশলী, অভিনয়শিল্পীসহ পুরো ইউনিটের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা ছাড়া সম্পূর্ণ স্থানীয় গল্প ও ঢংয়ে এমন আন্তর্জাতিক মানের কাজ করা সম্ভব ছিল না।চ '২ষ' র গল্পগুলো ফ্যান্টাসি, হরর ও মিস্ট্রি ঘরানার। যেখানে প্রচলিত ভৌতিক ধারণার বাইরে গিয়ে নুহাশ গল্পে দেখিয়েছেন মানুষের অন্তর্গত লালসা ও ক্রোধকে। এই গল্পগুলো লিখেছেন নুহাশ ও তার মা গুলতেকিন খান। এই প্রথমবারের মত কোনো সিরিজের জন্য গল্প লিখেছেন কবি গুলতেকিন। সিরিজের গল্পগুলো হলো 'ওয়াক্ত', 'ভাগ্য ভালো', 'অন্তরা' ও 'বেসুরা'। প্রতিটি গল্পের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা। প্রথম পর্ব 'ওয়াক্ত' এ দেখা গেছে পাঁচ জন বন্ধুর পাঁচটি ভিন্ন সময়ে পাঁচ ধরনের পরিণতির গল্প । 'ভাগ্য ভালো' এই পর্বটি নুহাশ তৈরি করেছে ভাইরাল হওয়া এক জ্যোতিষীর নানা ঘটনা নিয়ে। যেখানে জ্যোতিষীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। অতিপ্রাকৃতিক বিবাহিত জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে 'অন্তরা'র গল্প। এই পর্বে অভিনয় করেছেন আফজাল হোসেন ও কাজী নওশাবা আহমেদ। সুর-ছন্দ ছাড়া জন্মানো এক শিল্পীর গল্প উঠে এসেছে 'বেসুরা' পর্বে। যেখানে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান, সুমাইয়া শিমু। 'বেসুরা' দিয়ে অভিনয়ে নাম লেখালেন সংগীতশিল্পী ইসলাম উদ্দিন পালাকারও। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর থেকে প্রচার শুরু হয় সিরিজটি শেষ হয় গত ৯ জানুয়ারি। সিরিজের বিভিন্ন পর্বে অভিনয় করেছেন অ্যালেন শুভ্র, রিজভী রিজু, রেফাত হাসান সৈকত, আবদুল্লাহ আল সেন্টু, রাফায়াতুল্লাহ সোহান, টুনটুনি হামিদ, আদনান আদীব খান, সামিয়া অথৈ, অনিমেষ দাস, স্নিগ্ধা দেবী, আর্নিকা দেবী অর্থি, এরফান মৃধা শিবলুসহ অনেকে।

অধ্যবসায় ও সততার বিকল্প নেই: নাদিয়া

বিনোদন ডেস্ক : দেশের নাট্যাঙ্গনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাদিয়া আহমেদ। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন নৃত্যশিল্পী। ছোটবেলায় 'নতুন কুঁড়ি'তে তিনি নাচেন এবং অভিনয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। অভিনয় শেখার আগেই নাদিয়ার নাচ শেখা। নাদিয়ার নাচের গুরু প্রয়াত হাবিবুল চৌধুরী। এরপর শিশু একাডেমিতে নাচ শেখার পর সাত বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করেন 'বাফা' থেকে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন তিনি। এরপর রাইজা খানম ঝুনু, সোহেল রহমান, শিবলী মহম্মদ, শামীম আরা নীপা ও দীপা খন্দকারের কাছেও নাচ শিখেছেন অভিনয়ে নাদিয়ার গুরু এডওয়ার্ড বাড়ই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার'র রতন চরিত্রে বাড়ইয়ের লেখা স্ক্রিপ্টে অভিনয় করেই নতুন কুঁড়িতে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি। এর পর পরই নাদিয়া বিটিভির 'বারো রকমের মানুষ' নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পান। মাঝে বিরতির পর ২০০০ সাল থেকে নাদিয়া অভিনয়ে নিয়মিত হতে শুরু করেন। প্রথম প্রচারে আসে রেজানুর রহমানের 'ছায়াকায়া' নাটকটি। এতে অভিনয় করে সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী হিসেবে 'বাচসাস' পুরস্কারে ভূষিত হন। তবে তার আগে তিনি মোহন খানের 'দূরের মানুষ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় জীবনের দীর্ঘ পথ চলতে চলতে তিনি এরই মাঝে অভিনয় জীবনের 'রজতজয়ন্তী'তে (২৫ বছরে) পদার্পণ করেছেন। নাদিয়া সাম্প্রতিক সময়ে দীপ্ত টিভিতে প্রচার শেষ হওয়া 'বকুলপুর' নাটকে অভিনয় করেছেন। এ ধারাবাহিক নাটকে 'প্রিন্সেস দিবা' ও পরবর্তী সময়ে চেয়ারম্যান দিবা চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে দর্শকের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। অভিনয় জীবনের রজতজয়ন্তী প্রসঙ্গে নাদিয়া আহমেদ বলেন, অভিনয় জীবনের দীর্ঘদিনের এ পথচলায় দিনের পর দিন দেশে কিংবা দেশের বাইরে মানুষের এই যে অকৃত্রিম ভালোবাসা, এটাই তো আসলে জীবনের বড় প্রাপ্তি। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। ভীষণ আনন্দ নিয়েই পরিবার, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জীবন উদযাপন করতে ভালোবাসি। আমি আমার শিক্ষকদের ভীষণ ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। নাদিয়া আরও বলেন, একটা কথা বিশেষভাবে বলতে চাই, জীবনে বড় হতে গেলে অধ্যবসায় ও সততার বিকল্প নেই। আমি আমার সব সহশিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকারসহ নাচের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি, সর্বোপরি দর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ সবার সহযোগিতা ও ভালোবাসায় আমি আজকের নাদিয়া।

সাহসী চরিত্রের 'করণ অর্জুন'র নায়িকা এখন সন্ন্যাসী

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের অক্ষয় কুমার, আমির খান, সালমান খান, গোবিন্দ, সঞ্জয় দত্তের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করছেন মমতা কুলকার্নি। নব্বইয়ের দশকের লাস্যময়ী বলিউড অভিনেত্রী এখন ধর্মে মন দিয়েছেন। ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, গত শুক্রবার মহাকুম্ভের কিন্নর আখড়ায় সন্ন্যাস নিয়েছেন মমতা। 'মহামণ্ডলেশ্বর' রীতির মাধ্যমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তিনি। এ দিন তিনি পিণ্ডদানও করেন। এই রীতির মাধ্যমে নতুন নামকরণও হয়েছে-শ্রী ইয়মাই মমতা নন্দ গিরি। এ দিন তিনি কিন্নর আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর, অর্থাৎ লক্ষ্মী নারায়ণ ত্রিপাঠী ও জুনা আখড়ার আচার্য স্বামী জয় অম্বানন্দ গিরির সঙ্গেও দেখা করেন। নায়িকার জীবনে এমন রদবদলের মুহূর্তের বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, মমতাকে গেরুয়া বেশে নিয়েছেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একেবারে অচেনা রূপে তাঁকে দেখে অবাক ভক্তরা। জানা গেছে, মহামণ্ডলেশ্বর রীতিতে ধর্মগুরুরা সনাতন ধর্ম নিয়ে নানা কথা বলে থাকেন। আরও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা ও ইতিবাচক জীবনযাপনের বার্তা দেন তাঁরা। সেই দিকেই এখন মনোনিবেশ করলেন নব্বই দশকের নায়িকা। নব্বইয়ের দশকে একাধিক সাহসী চরিত্রে দেখা গেছে মমতাকে। 'করণ অর্জুন', 'চায়না গেট', 'তিরঙ্গা', 'আশিক আওয়ারা', 'ক্রান্তিবীর', 'বাজি?', 'সাবসে বড়া খিলাড়ি', 'পুলিশওয়ালা গুন্ডা'র মতো সিনেমাতে অভিনয় করার জন্য আজও তাঁর কথা স্মরণ করে দর্শক। বেশ কিছু দিন ভারতের বাইরে ছিলেন মমতা। কেনিয়ায় মাদক চক্রের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল তাঁর। অবশেষে ছাড়পত্র পেয়ে ২৫ বছর পরে দেশে ফেরেন তিনি।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ

সুপারির নার্সারিতে কাজ করছেন পাহাড়ি এক তরুণ। দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর মাটিভর্তি পলিব্যাগে সুপারি ভরছেন তিনি। রাঙ্গাপানি, রাঙামাটি।

লোহার টুকরোয় চলে বৃদ্ধ শেফালীর জীবন

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : মাঝারী আকৃতির একট াচুম্বকের সাথে রশি বাঁধা। চুম্বকটি পথে ফেলে রশির অপর প্রান্ত ধরে চুম্বকটিকে পথে পথে টেনে হেঁটে চলেন বৃদ্ধ শেফালী (৬৫)। শ্যামাবর্ণের এ মানুষটিকে দেখে অপরিচিতরা হয়তো তাকে পাগলি ভাববেন। কিন্তু যারা তাকে চেনেন তারা জানেন শেফালী পাগলি নন। চুম্বকের আকর্ষণে চুম্বকের সাথে আটকে আসে লোহার টুকরো,পুরাতন ব্লেড ও অন্যান্য লৌহজাত দ্রব্য। বিক্রি হয়না বলে ধারালো ব্লেডগুলো চুম্বক থেকে টেনে খুলে ফেলে দেন তিনি। লোহার টুকরোগুলো সংগ্রহ করে বিক্রি করে যে টাকা পান তাতেই চলে শেফালীর জীবন-জীবিকা, প্রাণের স্পন্দন। বেঁচে থাকার জন্য এ কাজটাকেই তিনি বেছে নিয়েছেন পেশা হিসেবে। শেফালী জানান, তার পৈত্রিক নিবাস চাটমোহরের হরিপুর ইউনিয়নের লাউতিয়া গ্রামে। পিতা মৃত আব্দুর রহমান প্রাং। শেফালীরা ছিলেন চার ভাই আর দুই বোন। বাবা-মাসহ বড় পরিবার পরিচালনা করতে হিমশিম খেতেন শেফালীর মৎস্যজীবি বাবা আব্দুর রহমান। শেফালী যখন ছোট তখন তার বাবা মারা যায়। তাই অভাবের সংসারে পড়ালেখার সুযোগ হয়নি শেফালীর। যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন পাবনার ঈশ্বরদীতে। সেও প্রায় ৪৫ বছরআগের কথা। শেফালী তখন ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশনের পাশে থাকতেন । জিআরপি থানার তৎকালীন পুলিশেরা আলম নামক রংপুরের এক যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন শেফালীকে। নতুন সংসার হয় শেফালীর। স্বামীর সাথে ভাড়া বাড়িতে বাস করতে থাকেন ঈশ্বরদীতে। সুখে দুঃখে ভালই দিন কাটছিল তার। প্রায় পনেরো বছর পর এক দিন শেফালীকে ছেড়ে পালিয়ে যায় আলম। এখানে ওখানে খুঁজে স্বামীকে আর ফিরে পাননি তিনি। পরে শুনেছেন অন্য কাউকে বিয়ে করে তার সাথে সংসার করছে আলম। কি করবেন, কিভাবে চলবেন এ নিয়ে ভাবনায় পড়ে যান শেফালী। ঈশ্বরদীর মায়া ত্যাগ করে ফিরে আসেন জন্মভূমি চাটমোহরে। সুলতান হোসেন নামক এক ব্যক্তির সহানুভুতিতে তার জায়াগায় একটি ঝুপড়ি ঘর তুলে বসবাস করতে থাকেন চাটমোহর পৌরসদরে। এরপর পৌরসদরের নিমতলা এলাকায় বড়াল নদীর পাড়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের পাশে সরকারি ভাঙন জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাই হয় শেফালীর। কয়েক বছর পর সেখান থেকেও সরে যেতে হয় তাকে। সর্বশেষ গত প্রায় দশ বছর যাবত বসবাস করছেন পরিত্যক্ত চাটমোহর পুরাতন বাজার দাতব্য চিকিৎসালয়ের উত্তর পাশে বড়াল নদী পাড়ের ভাঙ্গন সংলগ্ন এক শুকরের ঘরের পাশে। সেখানে ছোট্ট ভাঙ্গাচোরা এক ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করছেন তিনি। খেয়েপড়ে জীবন চালানোর জন্য কিছুনা কিছুতো করতেই হবে। চেয়ে চিন্তে পেট না চলায় পেশা হিসেবে বেছে নেন চুম্বকের সাহায্যে লোহা সংগ্রহের কাজ। ভোর থেকে প্রায় সারাদিন চলে লোহা ও প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহের কাজ। লোহা প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়েই জীবিকা নির্বাহ করছেন তিনি। সংগৃহীত লোহা,প্লাস্টিকের বোতল চাটমোহর দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দায় জমান। কিছুদিন পর পর বিক্রি করেন। যে টাকা পান তাতেই জীবন চলে তার। শেফালী আরো জানান,বাড়িঘর,ছেলে মেয়ে কেউ নাই তার। বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন কাজ করা কঠিন হয়ে গেছে। অসুখ বিসুখ হয়। পেটের ভাত কাপড়ের পাশাপাশি লাগে ওষুধপত্রও। তাই জীবন চালাতে কাজ করতে হচ্ছে। ভাঙ্গা ঘরে শেয়াল কুকুর ঢোকে। রান্না করা ভাত কুকুরে খেয়ে যায়।

আগৈলঝাড়ার শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : 'মানুষ মানুষের জন্য আর্ত মানবতার সেবায় আমরা' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকাস্থ নতুন প্রজন্ম আগৈলঝাড়ার উদ্যোগে গতকাল শনিবার সকালে বরিশার জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলা মডেল মসজিদের হলরুমে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণ পূর্বক আলোচনা সভায় সভাপতিত্বকরেন ঢাকাস্থ নতুন প্রজন্ম আগৈলঝাড়ার স্থায়ীয় কমিটির চেয়ারম্যান মো.মাহবুব আলম। এসময় আগৈলঝাড়া উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২শত শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব মোল্লা বশির আহামেদ পান্না, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীর প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মিস্ত্রী, উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা মো. ফজলুল হক, ঢাকাস্থ নতুন প্রজন্ম আগৈলঝাড়ার প্রতিষ্ঠা মো.আজিজুল ইসলাম ইমন, স্থায়ী কমির্টির ভাইস চেয়ারম্যান মুরাদুল ইসলাম, স্থায়ী কমির্টির মহাসচিব জিএম ফারুক, স্থায়ী কমির্টির সমন্বয়ক বাহাদুর রইচুর রহমান, স্থায়ী কমির্টির সদস্য মো. আক্তারুজ্জামান, কার্যনির্বাহী কমির্টির সিনিয়র সহ সভাপতি বিএম রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান টিটু, কোষাধক্ষ্য মাহিদুল ইসলাম মুহিত, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর, দূর্যোগ ও ত্রান বিষয়ক সম্পাদক মিলন রায় সহ পাঁচ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতিগণ।

ফুটপাতে বিক্রির জন্য মাটির তৈরি গৃহস্থালির তৈজসপত্র সাজাচ্ছেন বিক্রেতা। কাচারিবাজার, রংপুর।

গজারিয়ায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপ্পির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায় মহিউদ্দিন আহমেদ এর অর্থায়নে প্রায় শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ। উল্লেখ্য থাকে যে, মহিউদ্দিন আহম্মদের পক্ষ থেকে গজারিয়া উপজেলার স্বীতার্ত মানুষের জন্য প্রায় শতাধিক কম্বল বিতরণ করেন তারই ধারাবাহিকত পুরান বাউশিয়া জামে মসজিদ মাঠ প্রাঙ্গনে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মজিবুর রহমান ইমামপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক সহ-সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়বাদী যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটি। শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল ১১ টায় পুরান বাউশিয়া জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন গজারিয়া থানা বিএনপির আহবায়ক সৈয়দ সিদ্দিকুল্লাহ ফরিদ , সাবেক বিএনপির সভাপতি প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন, গজারিয়া থানা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আহসান উল্লাহ, গজারিয়া বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার মকবুল আহমেদ রতন, প্রমুখ, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাউশিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আহাদ মাস্টার, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন।

রাণীনগরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার কালীগ্রাম কসবাপাড়া সূর্য তরুণ ক্লাবের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এবং আহত খেলোয়ারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে কসবাপাড়া পশ্চিম মাঠে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় গ্রামের বিবাহিত বনাম অবিবাহিতদের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪-০১গোলে বিবাহিতদলকে পরাজিত করে অবিবাহিত দল। কালীগ্রাম কসবাপাড়া সূর্য তরুণ ক্লাবের সভাপতি মো: ওহেদুল ইসলাম মিলন (সাংবাদিক) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইষ্ট এ্যান্ড ক্লাবের ফুটবলার আবু হাসান মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,রাণীনগর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) মসলেম উদ্দীন। অন্যদের মধ্যে কালীগ্রাম ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার আল হাজ্ব মোহাম্মদ আলী খাঁনসহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান,গত ১৮জানুয়ারী উপজেলার গুয়াতা মাঠে মোসারব হোসেন গোল্ড কাপ ফুটবল ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কালীগ্রাম কসবাপাড়া সূর্য তরুণ ক্লাব এবং কালীগ্রাম বড়িয়া-কয়াপাড়া মিলন সমিতি অংশ গ্রহন করে। খেলা চলাকালে কসবাপাড়া সূর্য তরুণ ক্লাবের খেলোয়ার ঢাকা ইষ্ট এ্যান্ড ক্লাবের ফুটবলার আবু হাসান মিন্টু গুরুত্বর আহত হন। শনিবার আহত মিন্টুর আগমনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে কালীগ্রাম কসবাপাড়া সূর্য তরুণ ক্লাব। খেলা শেষে অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং আহত খেলোয়ার আবু হাসান মিন্টুকে চিকিৎসার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

মরে ভেসে উঠছে নদীর মাছ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে মাছ মরে ভেসে উঠছে। মেঘনা নদীর চাঁদপুর সীমানার মতলব ষাটনলের কাছাকাছি পার্শ্ববর্তী জেলা মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া, নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ঘাট ।এখানে বহু শিল্প কলকারখানা অবস্থিত। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা, মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বর নদী ।এসব নদীর পানি বহু বছর আগে থেকেই দূষিত। কলকারখানার দূষিত কেমিক্যালযুক্ত পানি মেঘনা নদীর তলদেশ দিয়ে আসায় এখন ক্রমান্বয়ে চাঁদপুর মেঘনা নদীর পানিও দূষণের মধ্য পড়েছে। এর প্রভাবে এখন মতলব উত্তর উপজেলার নদ নদীর দেশিয় জাতের মাছ মরে ভেসে উঠছে। এতে নদীর তীর এলাকায় দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। শনিবার সকালে উপজেলার মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে, দশানী, ষাটনল, জেলেপাড়া, বাবু বাজার, এলাকায় নদীতে মরা মাছ ভাসতে দেখেছেন স্থানীয়রা। তারা জানান, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কলকারখানার দূষিত কেমিক্যালযুক্ত পানি মেঘনা নদীর তলদেশ দিয়ে আসছে। সেখানে নদীর পরিবেশ দূষিত হয়ে দেশিয় ছোট-বড় মাছ মরে ভেসে উঠছে। পচা মাছের দুর্গন্ধে নদী পাড়ের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। উপজেলা মৎস্য বিভাগ জানায়, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলার নদীর দূষিত পানি চাঁদপুর মেঘনা নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দূষিত এই পানি এখানে প্রবেশ করেছে। শহরের বিভিন্ন কারখানার দূষিত বর্জ্য ও ময়লা-আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে। ফলে এক সপ্তাহ ধরে নদীর পানির রং বদলে যাচ্ছে। দূষিত পানির কারণে পানির পিএইচ ও অ্যামোনিয়া মাত্রার চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়ায় নদীতে থাকা বিভিন্ন জাতের বড় মাছ, মাছের পোনা ও জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে। মাছগুলো মরে ভেসে গেছে এবং নদীর পাড়ে জমাট হয়ে পচে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস জানান, মাছ মারা যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা হবে।

গফরগাঁওয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের ইন্তেকাল

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মকর্তা (টি টি ই) আলহাজ্ব মকবুল হোসেন (৭৮) আর নেই। তিনি উপজেলার গফরগাঁও ইউনিয়নের মহির খারুয়া গ্রামের কৃতি সন্তান। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও চার মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বাদ জোহর ময়মনসিংহ ব্রিজ সংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে সামনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আরিফুল ইসলাম প্রিন্স এর নেতৃত্বে পুলিশের চৌকস দল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, রেলওয়ে কর্মকর্তা - কর্মচারী, স্বজনসহ অসংখ্য মুসল্লিগণ। পরে মরহুমের মহিরখারুয়া গ্রামে বাড়ি সংলগ্ন দ্বিতীয় জানাজায় নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

রংপুরে জেলা যুবদলের শীতবস্ত্র বিতরণ

রংপুর প্রতিনিধি : বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলাম নয়ন এর নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে রংপুরের বিভিন্নস্থানে জেলা যুবদলের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়। শুক্রবার রাতে রংপুর নগরীর গুলাল বুদাই বৃদ্ধাশ্রম সহ।

কালীগঞ্জে ডে-নাইট মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জে ক্রীড়ানুরাগী প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্মরণে স্থাণীয় সোমবাজার মাঠে ডে-নাইট মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত টুর্নামেন্টে সোমবাজার ইয়াং ষ্টার ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। উপজেলার তুমলিয়া ইউনিয়নাধীন সোমবাজার শীতলক্ষ্যা স্পোটিং ক্লাবের আয়োজনে সোমবাজার মাঠে আটটি দল নিয়ে ডে-নাইট মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা শুরু হয়। ইয়াং ষ্টার ক্লাব বনাম আর এস কিং অংশগ্রহণ করেন। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোল শূন্য ড্র হয়। পরে টাইব্রেকারের মাধ্যমে ২-০ গোলে ইয়াং ষ্টার ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। তুমলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. সিরাজ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে খেলায় ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য একেএম ফজলুল হক মিলন। সোমবাজারস্থ শীতলক্ষ্যা স্পোটিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আহাম্মেদ আরমান এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি গাজীপুর জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা। খেলার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও সমাজ সেবক মো. নাজমুল হাই মামুন।

আমতলীতে আগুনে পুড়ে ১৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাই

আমতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : আমতলী উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া বাজারে আগুনে ১৩ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে অন্তত ৫৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেন ক্ষতিগ্রস্থরা। ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে। জানাগেছে, উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া বাজারের ফারুক মিয়ার চায়ের দোকান থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়। মুহুর্তের মধ্যে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে আমতলী ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে। পরে স্থানীয়দের নিয়ে দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষনে বাজারের অলি উল্লাহ, মহসিন গাজী, ফারুক গাজী, অনিল দাশ, সবুজ, রমেশ, সাইদুল, নাশির, রিপন, খলিল, সাত্তার ও নিজাম বিশ্বাসের বসত ঘরসহ ১৩ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে অন্তত ৫৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেন ক্ষতিগ্রস্থরা। তবে আগুনের সুত্রপাত সনাক্ত করতে পারেনি আমতলী ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। কসমেটিক্স ব্যবসায়ী অলি উল্লাহ বলেন, আমার দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ বাজারের নিজাম বিশ্বাসের বসতঘরসহ ১৩ টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, আমার দোকানের অন্তত ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ নিজাম বিশ্বাস বলেন, আমার সব শেষ হয়ে গেছে। বসতঘরসহ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার এখন পথে বসা ছাড়া উপায় নেই। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ বশির মিয়া বলেন, রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ফারুক মিয়ার চায়ের দোকান থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে। এতে বসতঘরসহ ১৩ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমতলী ফায়ার সার্ভিসের লিডার গোলাম মোস্তফা বলেন, দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বিরলে তাঁতীদলের দোয়া ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি :শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর ৮৯তম জন্মবার্ষিকী এবং তাঁর ছেলে আরাফাত রহমান কোকো এর ১০ম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়ে উপজেলার বিভিন্ন মসজিদে দোয়া খায়েরের আয়োজন করে বিরল উপজেলা তাঁতীদল। শহীদ জিয়া ও খালেদা জিয়ার পুত্র মরহুম আরাফাত রহমান কোকো এর ২৪ জানুয়ারী ২০২৫ শুক্রবার ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী ও ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ শহীদ জিয়াউর রহমান এর ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ টি ইউনিয়ন ও বিরল পৌর এলাকার বিভিন্ন মসজিদে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ভিত্তিক আলোক চিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শন করা হয়।

টাঙ্গাইলে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক এডভোকেট ফরহাদ ইকবাল এর পক্ষ থেকে সুবিধা বঞ্চিত শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ৩নং ঘারিন্দা ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদের সামনে সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় প্রায় চার শতাধিক শীতার্তদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলিম, সাধারন সম্পাদক ইজাজুল হক সবুজ, সদর থানা বিএনপির সহসভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেল, মামুন সরকার, জেলা তাঁতীদল সম্পাদক হাবিবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা রিপন চৌধুরী, জেলা মহিলাদলের সাধারন সম্পাদক রক্সি মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আক্তার স্বপ্না, কৃষকদল নেতা রুহুল, ছাত্রদল নেতা আরেফিন রানা ও আল হেলাল প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ছাত্রদল নেতা আল আমিন। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে বিএনপির সাংবাদিক সম্মেলন

এফএনএস (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ) :কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির তথাকথিক নামদারি বহিষ্কৃত দল ছুট ও আওয়ামী দালাল কর্তৃক বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির কমিটির সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারের প্রতিবাদে শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনির। বক্তব্যে তিনি বলেন, হালিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কাজল ভূইয়া ২০১৭ইং সালে ফ্যাসিবাদ সরকারের সাবেক এমপি আফজাল ও প্রয়াত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ছারোয়ার আলমের ছবি সংযুক্ত তোরন নিমার্ণ করার কারণে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের জন্য দল থেকে কারণ দর্শানের নোটিশ দেওয়া হয়। কারণ দর্শানোর নোটিশের সঠিক জবাব না দেওয়ায় দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। কাইয়ুম খান হেলাল বাজিতপুরে নদী দখল, ভূমি দুসর হিসেবে পরিচিত এবং ইসলামী আন্দোলন দল থেকে বাজিতপুর নিকলী আসনের মনোনয়ন নিয়েছিলেন। তিনি বাজিতপুর-নিকলীর কোন মামলার আসামী হন নি। বিএনপির আরেক নেতা মোস্তাফিজুর রহমান মামুন আমেরিকান প্রবাসী, ৫ই আগষ্ট এর পরে তাকে এলাকায় দেখা যায়।

জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি এডভোকেট শাহ আলম জাতীয় দলের একজন নেতার ব্যানারে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি তো বিএনপির কেউ না। পৌর বিএনপির সভাপতি এহেসান কুফিয়ার পিতা আব্দুল্লাহ বোরহান কুফিয়া তার ছেলেকে সাবেক আওয়ামীলীগের এমপির কাছে তোলে দেন। অন্যদিকে মীর জলিল বিএনপির কেউ না বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তফা আমিনুল হক, সাবেক চেয়ারম্যান ও যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল ফজল হোসেন, মোহাম্মদ আলী, সাবেক চেয়ারম্যান আলে মোহাম্মদ আলম, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মজতুবা আলী জাহাঙ্গীর, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ কবীর হোসেন ও উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শাহরিয়ার শামীম সহ ছাত্রদল, কৃষকদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসবকদল ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শীতের সকালে খেত থেকে লাউ এনে বিক্রির জন্য সড়কের পাশে বসেছেন খুচরা বিক্রেতা। মেজরটিলা, সিলেট।

ক্ষেতলালে পুলিশ ও ডাকাতের গোলাগুলিতে আহত ২

ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে গভির রাতে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় পুলিশ ও ডাকাত দলের গোলাগুলির ঘটনায় পুলিশসহ আহত-২। উপজেলার আলামপুর গ্রামে আবুল হায়াতের বাড়ি থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ পাঁচ ডাকাত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের ডাকাতি করার জন্য ওই গ্রামে আবুল হায়াতের বাড়িতে একত্রিত হচ্ছিল ডাকাত দল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ আসাদুজ্জামান এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে আবুল হায়াতের বাড়ী ঘেরাও করে। ডাকাত দলের সকল সদস্যদেরকে আত্মসমর্পনের আহবান জানানো হলে ডাকাতদল পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে এলোপাথারী গুলি বর্ষণ শুরু করে। এক পর্যায়ে পুলিশ পিছু হটিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে কন্ট্রোল থেকে আরও অতিরিক্ত ফোর্সের সহায়তা চায়। ওই সময় জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, কালাই ও ক্ষেতলালের অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পুলিশ পাল্টা ১২ রাউন্ড কার্তুজ গুলি ছুরলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ঘটনারস্থল থেকে ওই ডাকাত দলের পাঁচ সদস্যকে আটক করে। এতে ডাকাত দলের এক সদস্য রবিদাশ পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ধরতে গিয়ে ডিবি পুলিশের একজন সদস্য গুরুতর আহত হয়। এঘটনায় পৃথক দুইটি মামলা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন, বগুড়া দুপচাঁচিয়া কোল গ্রামের মজিবর উদ্দীনের ছেলে মাঝের আলী ওরফে খোকা (৪৮), ক্ষেতলাল উপজেলার দেওগ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে আঃ মাজেদ (২৬), আক্কেলপুর উপজেলার আলী মাহমুদপুর গ্রামের মোহন রবিদাসের ছেলে শ্রী প্রশান্ত রবিদাশ(২৭), ওই বাড়ীর মালিক আবুল হায়াতের স্ত্রী মোমেনা খাতুন,(২৩), ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালি থানার টেপাখোলা গ্রামের মোতালেব মল্লিকের মেয়ে সিনথীয়া আক্তার (২০)। পলাতক রয়েছে, ক্ষেতলাল উপজেলার দেওগ্রামের খাজামুদ্দিনের ছেলে হাসান আলী (২৩), আলমপুর গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে আবুল হায়াত (৩১)। ওই সময় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেন ১টি কুড়াল, ১টি কোদাল, ১টি বটি, দুইটি মোটর সাইকেল সহ নগদ ৪১ হাজার টাকা। ডাকাত দলের একজন সক্রিয় সদস্য গুরুতর আহত হলে তিনি জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এঘটনায় জেলা গোয়েন্দা শাখা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ আসাদুজ্জামান বলেন, ক্ষেতলালে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে যাদের আটক করা হয়েছে। তাদের সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তারা আইন-নানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ক্ষেতলাল থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা পেশাদার ডাকাত ও ছিনতাইকারী দলের সদস্য। তারা ডাকাতির উদ্দেশে একত্রিত হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

তালায় খড় গাদা থেকে সদ্য নবজাতক শিশু উদ্ধার

তালা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার তালা উপজেলার পল্লীর এক খড় গাদা থেকে সদ্য নবজাতক শিশুকন্যা উদ্ধার করা হয়েছে। এখন পর্যান্ত নবজাতক শিশুটি যে কার তা নিয়ে চলছে এলাকায় গুজ্জন। শুক্রবার রাতে উপজেলার সুজন শাহ গ্রামের মাহাবুবুর রহমানের বাড়ির পাশের খড় গাদা থেকে শিশুটি উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ওই বাড়িতে শিশুটি সুস্থ এবং কন্যার আদরে রয়েছে বলে জানা গেছে। ইসলামকাটি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মো খোশরুল আলম জানান, শুক্রবার রাতে কে বা কারা মাহাবুর রহমানের বাড়ির পাশে শিশুটিকে বিচালির গাদার উপর রেখে চলে যায়। এশার নামাজের পরে ফুটফুটে নবজাতক কন্যা শিশুটি কাঁদাতে দেখে ওই পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে। বর্তমানে শিশুটি মাহাবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ মোস্তফার কাছে রয়েছে। তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ রাসেল জানান, শিশুটি বর্তমানে শেখ মোস্তাফা নামে এক ব্যাক্তির কাছে রয়েছে। তারাই বর্তমানে দেখভাল করছে। যিনি দত্তক নিতে চান তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুটি হস্তান্তর করা হবে।

পীরগাছায় হিতৈষীর যুগপূর্তি উৎসব পালন

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগাছায় স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন হিতৈষী'র পথচলার এক যুগবর্তি উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। পীরগাছা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদালয় মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল হক সুমন। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সুমন ও সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজার রহমান।

ভোর থেকে জমে ওঠে বরইয়ের পাইকারি বাজার। রংপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বরই নিয়ে আসেন চাষিরা। রংপুর সিটি বাজার, রংপুর।

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের জন্য

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২২ সালের নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে র‍্যাংকিংয়ের ভিত্তিতে সরাসরি খেলেছিল বাংলাদেশ। তবে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট কাটতে পারেনি টাইগ্রেসরা। তাই বিশ্বকাপের টিকিট পেতে পাড়ি দিতে হবে বাছাই পর্ব। ভারতীয় মাটিতে অনুষ্ঠেয় নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিতে ৮টি দল অংশ নিবে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং নিউজিল্যান্ড সরাসরি জায়গা করে নিয়েছে। বাকি দুটি দল আসবে বাছাই পর্ব থেকে। সেখানে ৬টি দল অংশ নেবে, যার মধ্যে থাকবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং থাইল্যান্ড। বাছাইপর্বে সব দল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে খেলার সুযোগ পাবে, যেখানে প্রতিটি দল একে অপরের বিপক্ষে খেলে। বাংলাদেশকে এই বাছাই পর্বে ৫টি ম্যাচ খেলতে হবে। এই ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশের কঠিন প্রতিপক্ষ হতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তান। এছাড়াও আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডের বিপক্ষে সতর্ক থাকতে হবে টাইগ্রেসদের। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ যদি তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতো তাহলে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেত। কিন্তু শেষ ওয়ানডেতে ক্যারিয়াবিয়ানদের কাছে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।

জিম্বাবুয়ের টেস্ট স্কয়াডে দুই নতুন মুখ, নেই সিকান্দার রাজা

স্পোর্টস ডেস্ক : আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি)। ফেব্রুয়ারিতে ৩ ফরম্যাটের সিরিজ খেলবে দল দুটি। বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে ৬ ফেব্রুয়ারি একটি টেস্ট ম্যাচ দিয়ে সিরিজটি শুরু হবে। ১৪,১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এবং ২২,২৩ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। জিম্বাবুয়ের টেস্ট স্কোয়াডে দুটি নতুন মুখ রয়েছে। তারা হলেন ২৭ বছর বয়সী লেগ-স্পিনার ভিনসেন্ট মাসেকেসা এবং ২৬ বছর বয়সী টপ-অর্ডার ব্যাটার নিকোলাস ওয়েলচ। এদিকে, ডিওন মায়ার্স এবং তাদিওয়ানাশে মারুমনি লাল বলের দল থেকে বাদ পড়েছেন। অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজাও টেস্ট ম্যাচ মিস করবেন। কারণ সফরসূচি নিশ্চিত হওয়ার আগেই তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার জন্য চুক্তি করে ফেলেছিলেন। ওয়ানডে স্কোয়াডে দুটি পরিবর্তন

করেছে জিম্বাবুয়ে। দলে জায়গা পেয়েছেন ওয়েসলি মাধভেরে এবং নিয়াশা মায়াভো মায়ার্স। এবং টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেয়েছেন জোনাথন ক্যাম্পবেল, টনি মুনিওঙ্গা এবং মায়াভো। অন্যদিকে ফারাজ আকরাম এবং তাকুদজওয়ানাশে কাইতানো এবারের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাদ পড়েছেন।

জিম্বাবুয়ে টেস্ট স্কোয়াড:
ক্রেইগ আরভিন (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, জোনাথন ক্যাম্পবেল, বেন কারান, জয়লর্ড গাম্বি, ট্রেভর গোয়ান্ডু, তাকুদজওয়ানাশে কাইতানো, ভিনসেন্ট মাসেকেসা, নিয়াশা মায়াভো, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, নিউম্যান ন্যামহুরি, ভিক্টর নিয়াউচি, উইলিয়ান নিয়াউচি।

জিম্বাবুয়ে ওয়ানডে স্কোয়াড:
ক্রেইগ এরভিন (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, জোনাথন ক্যাম্পবেল, বেন কারান, ট্রেভর গোয়ান্ডু, ওয়েসলি মাধভেরে, তিনোতেন্ডা মাপোসা, তাদিওয়ানাশে মারুমনি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, নিয়াশা মায়াভো।

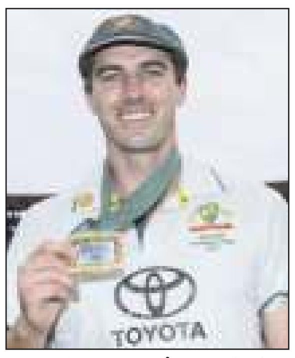

আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট দলের অধিনায়ক কামিন্স

স্পোর্টস ডেস্ক : দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন শিপের ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পায়নি কোনো প্রোটিয়া ক্রিকেটার। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে রয়েছেন প্যাট কামিন্স। ২০২৪ সালের সেরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের সেরা টেস্ট একাদশ ঘোষণা করেছে আইসিসি। যেখানে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্সকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে অস্ট্রেলিয়াকে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ৩-১ ব্যবধানে জয়ী করেছেন তিনি। দুই ফাইনালিস্ট থেকে একজন সুযোগ পেলেও একাদশে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। এবারের একাদশে ভারত থেকে তিনজন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, রবীন্দ্র জাদেজা এবং জসপ্রিত বুমরাহ। আর ইংল্যান্ডের চারজন খেলোয়াড় বেন ডাকেট, জো রুট, হ্যারি ব্রুক এবং জেমি স্মিথ দলে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করেছেন।

সিটির দুঃসময়ে এসি মিলানে যোগ দিলেন কাইল ওয়াকার

স্পোর্টস ডেস্ক : সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির। লিগে শিরোপা জয়ের রেস থেকে অনেকটা ছিটকে গেছে পেপ গার্দিওলার দল। এমন সময় সিটি ছেড়ে ধারে ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানে যোগ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের রাইট-ব্যাক কাইল ওয়াকার। দুই ক্লাবের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১৭ সালে টটেনহ্যাম হটস্পার ছেড়ে ম্যানসিটিতে যোগ দেন ওয়াকার। ক্লাবটির হয়ে ছয়টি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ে ভূমিকা ছিলো তার। এছাড়া ২০২৩ সালে সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগও জেতেন তিনি।

লজ্জার ইতিহাস গড়ে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় পরাজয়!

স্পোর্টস ডেস্ক : আর্জেন্টিনা আরেকটা গোল দিতে পারলে, ভ্যালেন্সিয়ায় মিসায়েল দেলগাদো স্টেডিয়ামে পরিণত হতো ২০১৪ সালের বিভীষিকাময় মারাকানায়! কী এমন হয়েছে মিসায়েল দেলগাদোতে? দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ৬-০ গোলে হেরেছে ব্রাজিল! না, আপনি ভুল পড়ছেন না। লিওনেল মেসির উত্তরসূরিরা গুনে গুনে ৬ বার ব্রাজিলের যুবাদের জালে বল জড়িয়েছে। তাতে সৃষ্টি হয়েছে রেকর্ড, তবে সেটা লজ্জার! ম্যাচের অবস্থা এমন ছিল যে, ব্রাজিলিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলাররা বলতে পারছিল না- 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। আরেকটা গোল হজম করলেই ফিরে আসত ১১ বছর আগের সেই 'সেভেন-আপে'র দুঃস্বপ্ন। ঘরের মাঠে ২০১৪ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে ৭-১ ব্যবধানের হারটা আজও হজম করতে পারেনি ব্রাজিল। তবে ব্রাজিলের কি আসলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচার উপায় আছে? আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এই হারও তাদেরকে ভালোই বেকায়দায় ফেলবে। কারণ জাতীয় দলের যে কোনো স্তর কিংবা পর্যায়েই (অনূর্ধ্ব-১৫ থেকে সিনিয়র দল) আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এটাই ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের পরাজয়। ম্যাচ শুরুর পর কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্রাজিল রীতিমত খেলা থেকে ছিটকে গিয়েছিল । ১১ মিনিটের মধ্যেই সেলেসাওদের জালে ৩ বার বল জড়িয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৬ মিনিটে রিভার প্লেটের ইয়ার সুবিয়াব্রে গোল করেন। মিনিট দুয়েক পর আলবিসেলেস্তাদের দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন ম্যানচেস্টার সিটির ১৯ বছর বয়সী স্ট্রাইকার এচেভেরি। গোল দুটার উৎসই ছিলেন ভ্যালেন্তিনো আকুনা। পরের গোলটা আত্মঘাতী। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর ৭ ও ৯ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনাকে গোল করেন অগাস্তিন রুবের্তো ও এচেভেরি। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে ব্রাজিলের কফিনে শেষ পেরাকটি ঠুকেন সান্তিয়াগো হিদালগোর। নিশ্চিত হয় আলবিসেলেস্তাদের বিপক্ষে সেলেসাওদের ৬-০ ব্যবধানের হার। মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপটির ৭১ বছরের ইতিহাসে শুক্রবার রাতের আগ পর্যন্ত ব্রাজিল কখনো তিন গোলের বেশি ব্যবধানেই হারেনি। দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ পর্যায়ের এই চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বশেষ কোনো দল ৬-০ গোলে হেরেছিল ২০১৩ সালে। বলিভিয়ার জালে ৬ বার বল জড়িয়েছিল কলম্বিয়া। এই হারের পূর্বে ১৯৪০ সালে রোকা কাপে ব্রাজিলকে ৬-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। সেই প্রীতি আসরটি হারিয়ে গিয়েছে কালের বিবর্তনে। ভ্যালেন্সিয়াতে শুক্রবার রাতের ৬-০ ব্যবধানের ম্যাচটির আগে সুদীর্ঘ ৮৫ বছর ওই জয়টাই ব্রাজিলের বিপক্ষে জাতীয় দলের যে কোনো স্তরে সবচেয়ে বড় ছিল আর্জেন্টিনার।

সাবালেঙ্কার স্বপ্নভঙ্গ করে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানী ম্যাডিসন

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন কিসের মুখোমুখি হয়েছিল গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কা। হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখলেও তার পূরণ হতে দেননি ম্যাডিসন। জমজমাট ফাইনালে সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শিরোপা ঘরে তুলেছেন তিনি। এতে নতুন রানী পেল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন।

প্রথম সেটে ৬-৩ গেমে সাবালেঙ্কাকে পরাস্ত করেন ম্যাডিসন। তবে দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬-২ গেমে সেটটি নিজের করে নেন বর্তমান বিশ্বের নাম্বার ওয়ান টেনিস তারকা সাবালেঙ্কা। কিন্তু তৃতীয় সেটে দুর্দান্ত খেলায় ৭-৫ গেমে জয় তুলে নেন ২৯ বছর বয়সী ম্যাডিসন কিস। এ জয়ের মাধ্যমে টানা তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের স্বপ্ন থেমে যায় সাবালেঙ্কার। অন্যদিকে দীর্ঘ ১৬ বছরের অপেক্ষার পর গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ম্যাডিসনের। এত লম্বা সময়ের অপেক্ষার পর গ্র্যান্ডস্ল্যাম শিরোপা জয় করার ঘটনা টেনিস ইতিহাসে বিরল। এর আগে সেমিফাইনালে ইগা সোয়াতেকের বিপক্ষে কঠিন লড়াইয়ে জয় তুলে ফাইনালে পৌঁছান ম্যাডিসন। প্রথম সেট হারার পর দারুণ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তিনি। বিশ্বের ১৯ নম্বর খেলোয়াড় ম্যাডিসন কিস এবং সাবালেঙ্কার মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাসে সাবালেঙ্কার জয়ই বেশি। সেলিস থেকে যেসব সুবিধা পাবেন টেবিল টেনিস তারকা জাভেদ এর আগে পাঁচবারের মুখোমুখি সাক্ষাতে ম্যাডিসন জয় পেয়েছিলেন মাত্র একবার, তাও চার বছর আগে বার্লিনে। তবে এবারের ম্যাচে সাবালেঙ্কার টানা ১১ ম্যাচের জয়ের ধারা থামিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করলেন ম্যাডিসন। তাই ২০২৫ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এখন ম্যাডিসনের ঐতিহাসিক জয় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। টেনিস দুনিয়া তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে এবং নতুন রাণীর উত্থানে বিশ্বজুড়ে উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে।

লাইফস্টাইল

ঘুমের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ঘুমের মধ্যে নিশ্বাস নেওয়া ও প্রশ্বাস ছাড়ার প্রক্রিয়াটি কখনো থেমে যাওয়ার কথা নয়। কেননা, আমাদের মস্তিষ্কের রেসপিরেটরি সেন্টার সদা জাগ্রত থাকে। কিন্তু কখনো কারও কারও ঘুমের ভেতর শ্বাসনালির পথটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের নির্দেশে ঘন ঘন ও গাঢ় নিশ্বাস নিতে থাকে মানুষটি। ১০ সেকেন্ড বা এর বেশি সময় শ্বাস এভাবে বন্ধ থাকলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়।একে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলে হাইপোক্সিয়া। মস্তিষ্ক তখন বাঁধ্য হয়ে রোগীকে জাগিয়ে তোলে। যাদের এই প্রবণতা আছে, তাদের সারা রাতে বারবার একই ঘটনা ঘটতে থাকে। কিন্তু সকালে হয়তো তাদের তা মনে থাকে না। এই রোগের নাম স্লিপ এপনিয়া। **কাদের, কেন?** এটি বড়দের রোগ। মধ্যবয়সী পুরুষেরা এবং অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলকায় লোকেরা বেশি আক্রান্ত হন। জন্মগতভাবে চোয়ালের হাড়ে সমস্যা বা অতিরিক্ত অ্যালকোহল বা ঘুমের ওষুধ সেবনকারী ব্যক্তিদেরও বেশি হয়। স্থূলকায় ব্যক্তিদের গলার ভেতর অতিরিক্ত চর্বি জমে অনেক সময় শ্বাসনালিকে সরু করে দেয়। যে কারণেই হোক, স্লিপ এপনিয়ার রোগীরা দিনের বেলা অবসাদ ও ঘুম ঘুম ভাবে সারাক্ষণ আক্রান্ত থাকেন। তাঁদের রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার ঝুঁকি প্রায় তিন গুণ বেশি। মনোযোগের অভাব, খিটখিটে মেজাজ, কর্মক্ষেত্রে অসাফল্য ও বিষন্নতার হারও তাঁদের বেশি। হৃদেরাগের আশঙ্কাও বেশি অন্যান্যের চেয়ে। **আপনি কি আক্রান্ত?** সারা রাত ঘুমের পরও ঘুম না হওয়ার অনুভূতি এবং দিনের বেলা বারবার ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকলে একটু সাবধান হোন। রাতে জোরে নাক ডাকা, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও জোরে শ্বাস নেয়ার মতো ঘটনা হয়তো আপনার শয্যাসঙ্গী লক্ষ করে থাকতে পারেন। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে রোগ ও রোগের তীব্রতা নির্ণয় করা যায়। প্রাথমিকভাবে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়। যেমন: ১. শোয়ার ভঙ্গি পরিবর্তন করুন। চিত হয়ে শুয়ে তাকলে স্লিপ এপনিয়া বাড়ে। ওজন কমান। ১০ শতাংশ ওজন কমালে সমস্যা ২৫ শতাংশ কমে যায়। ২. সুষম খাবার খান। ৩. নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এরপরও সমস্যা থাকলে রাতের বেলা বিশেষ শ্বাসযন্ত্রের ব্যবহার বা অস্ত্রোপচারের সাহায্য নিতে হতে পারে।

গলা ব্যথা প্রশমনে যা করবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীত আসতেই কমবেশি সবাই সর্দি-কাশিসহ গলা ব্যথায় ভুগছেন। ঋতু পরিবর্তনের জেরে এ ধরনের সমস্যা সাধারণ হলেও, যারা এসবের মধ্য দিয়ে যান তারাই জানেন কতটা কষ্টকর। বিশেষ করে গলা ব্যথার সমস্যা হলে তা সহজে সারতে চায় না। ফলে খাবার খেতে গেলে কিংবা ঢোক গেলা কষ্টকর হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান চাইলে ঘরোয়া উপাদানে ভরসা রাখতে পারেন। বিশেষ ২ উপাদান আছে, যা গ্রহণে দ্রুত সর্দি-কাশির সমস্যার পাশাপাশি গলা ব্যথা থেকেও মুহূর্তেই নিস্তার মিলবে। ১ চামচ হলুদের সঙ্গে ৪ চামচ মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায় বলে মনে করেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা। এই দুটি উপাদানই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদে কারকিউমিনয়েড নামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যৌগ থাকে। পলিফেনলের মতো, কারকিউমিনয়েডের অনেক নিরাময় বৈশিষ্ট্য আছে। এর ফলে সব ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। হলুদে থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি সেপটিক, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য। যা সহজেই ক্ষত ও অ্যালার্জির চিকিৎসা করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে মধু ব্যাকটেরিয়া ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঐতিহ্যগত অ্যান্টিবায়োটিকের চেয়ে মধু বেশি শক্তিশালী।হলুদ ও মধু একসঙ্গে গ্রহল করলে কী হয়? ১. হলুদ প্রদাহ কমায়, ২. হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় ৩. ব্যথা কমায়, ৪. ক্যানসার প্রতিরোধ করে।

বাতজ্বর নিয়ে যত বিভ্রান্তি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বাতজ্বর বা রিউমাটিক ফিভার পাঁচ থেকে ১৫ বছরের শিশুদেরই বেশি হয়ে থাকে। বাতজ্বর থেকে পরে হৃদেরাগ, হৃদ্যন্ত্রের ভালভ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে বলে অভিভাবকেরা রোগটি নিয়ে আতঙ্কে থাকেন। শিশুদের গিঁটে ব্যথা হলে অনেক সময় বাতজ্বর হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এ ধরনের উপসর্গে শিশুর রক্তে ইএসআর, এএসও টাইটার ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। এএসও টাইটার একটু বেশি পেলেই অনেক সময় বাতজ্বরের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ রোগ নির্ণয়ের সময় কিছু জরুরি বিষয় চিকিৎসক ও অভিভাবক উভয়েরই মনে রাখা উচিত: ১. কেবল এএসও টাইটার বাড?লেই বাতজ্বর হয়েছে তা বলা যাবে না। আবার এ রিপোর্ট স্বাভাবিক, মানে বাতজ্বর নেই তা-ও বলা যায় না। বাতজ্বরের অনেকগুলো সুস্পষ্ট উপসর্গ ও লক্ষণ রয়েছে, যেগুলোর সমন্বয়ে রোগটি নির্ণয় করতে হয়। ২. স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে টনসিল বা গলার প্রদাহ হলে রক্তে এএসও টাইটার বাড়ে। যেকোনো নিরীহ টনসিল সংক্রমণেই এ পরীক্ষার রিপোর্ট অস্বাভাবিক আসতে পারে। তাই এটি বাতজ্বরের কোনো নিশ্চিত ও একমাত্র প্রমাণ নয়। ৩. বাতজ্বরে গলা, পিঠ, হাত ও পায়ের ছোট ছোট গিরা আক্রান্ত হয় না। ৪. ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ হয় না। বাতজ্বর নির্ণয় করা হলে একটি শিশুকে দীর্ঘদিন বছরের পর বছর পেনিসিলিন ইনজেকশন বা বড়ি সেবন করতে হয়। তাই চট করে চিকিৎসা শুরু করার আগে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেওয়াই ভালো। এবার জেনে নিন বাতজ্বরের মুখ্য ও গৌণ উপসর্গগুলো, যার সমন্বয়ে রোগ নির্ণয়ে পৌঁছাতে হয়। মুখ্য উপসর্গ ১. অস্থিসন্ধির প্রদাহজনিত ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, যা একটি সন্ধি ভালো হয়ে গেলে অন্যটিকে আক্রমণ করে, ২. হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ বা কার্ডাইটিস, ৩. ত্বকের নিচে গোটা, ত্বকের লালচে দাগ, ৪. স্নায়ুজটিলতায় পেশির অস্বাভাবিক চলন, গৌণ উপসর্গ: জ্বর, সন্ধিতে ব্যথা, ইসিজিতে বিশেষ পরিবর্তন, রক্তে ইএসআর বা সিআরপি বৃদ্ধি ইত্যাদি। দুটি মুখ্য অথবা একটি মুখ্য উপসর্গের সঙ্গে দুটি গৌণ উপসর্গ মিলে গেলে এবং এর সঙ্গে স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রমাণিত হলেই কেবল বাতজ্বর হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণ প্রমাণ করতে এএসও টাইটার করা হয়।

স্তন ক্যান্সার চিকিৎসায় হরমোন থেরাপি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কেমোথেরাপি ক্যান্সার-কোষ ধ্বংস করে। কিন্তু হরমোন থেরাপি হিসেবে ব্যবহৃত ওষুধ শরীরের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং ক্যান্সার-কোষ জ্বাতে বাঁধা দেয়। হরমোন হলো প্রাকৃতীক রাসায়নিক যৌগ, যা শরীরের বিভিন্ন কাজের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন রক্তে চিনির মাত্রা, হাড়ের বৃদ্ধি এবং মায়ের স্তনে শিশুর দুধ তৈরি ইত্যাদি। অ্যাড্রেনালিন, ইনসুলিন, ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন প্রভৃতি হরমোনের উদাহরণ। কোনো কোনো স্তন ক্যান্সার সৃষ্টির জন্যই ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোনের প্রয়োজন হয়। তাই হরমোনসম ওষুধ প্রয়োগ করা হলে হরমোনের কাজে বাঁধা দেয়। ফলে ক্যান্সার-কোষ সৃষ্টি কমে একসময় একেবারেই থেমে যায়।

হরমোন থেরাপি কীভাবে কাজ করে:
স্তন ক্যান্সার, ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন দিয়ে প্রভাবিত হয়ে থাকলে ক্যান্সার-কোষের আবরণীর স্থানে স্থানে হরমোন রিসেপটরও থাকে। হরমোন সেসব রিসেপটরে তালার মতো এঁটে যায় এবং কোষকে কোষবিভাজনের জন্য নাড়া দেয়।

হরমোন থেরাপি হিসেবে ব্যবহৃত ওষুধ (ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের মতো কিন্তু হুবহু ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন নয়) সেই রিসেপটরে লাগসই হয় এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের স্থান দখল করে। এর ফলে ক্যান্সার-কোষ কোষবিভাজনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় না, ফলে ক্যান্সার-কোষ জ্বায়ও না। হরমোন থেরাপির ভালো কাজ করা না-করা নির্ভর করে হরমোন রিসেপটরের উপস্থিতি এবং এর মাত্রার ওপর। রিসেপটরের উপস্থিতি জানার জন্য অপারেশনের সময় স্তন ক্যান্সারের পিণ্ড থেকে টিস্যু নিয়ে নিতে হয় এবং বিশেষ ল্যাবরেটরিতে এ ধরনের পরীক্ষা করা হয়। রিসেপটর নির্ণয় করা গেলে তাকে বলে রিসেপটর প্লাস এবং রিসেপটর অনুপস্থিত মানে রিসেপটর মাইনাস। **কীভাবে হরমোন থেরাপি দেওয়া হয়:** অপারেশনের কয়েক সপ্তাহ পর থেকে হরমোন থেরাপি শুরু করা হয়। সাধারণত খাওয়ার বড়ি হিসেবে এ ওষুধ প্রতিদিন সেবন করতে হয়। রোগীর যদি কেমোথেরাপি চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে মেডিকেল অনকোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে হরমোন থেরাপি ও কেমোথেরাপি সমন্বয় করে চিকিৎসা নির্ধারণ করা হয়। **কত দিন হরমোন থেরাপি চালিয়ে যেতে হবে:** দীর্ঘদিন ধরে স্তন ক্যান্সারে।

গর্ভাবস্থায় মাইগ্রেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : নারীর মাইগ্রেন বেশি হয়। মাসিকের আগে-পরে হরমোনের ওঠানামা, জন্মবিরতিকরণ বড়ি, কিছু বিশেষ খাবার-দাবার যেমন চকোলেট, পনির ইত্যাদি নারীদের মাইগ্রেনে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভধারণকালে এই নারীদের মাইগ্রেনের প্রকোপ অনেকটাই কমে আসে। তার পরও যদি গর্ভাবস্থায় মাইগ্রেনে আক্রান্ত হয় তবে কিছু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা এই সময় অনেক ওষুধ চাইলেও সেবন করা যাবে না। রক্তে শর্করাস্বল্পতা ও পানিশূন্যতা মাথাব্যথার পরিমাণ বাড়াবে। তাই এ সময় ঘন ঘন কম পরিমাণে আহার করতে হবে, প্রচুর পানি খেতে হবে এবং শর্করাজাতীয় খাদ্য অল্প পরিমাণে হলেও খেতে হবে। চাই প্রচুর বিশ্রাম। ওষুধ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে, বিশেষ করে প্রথম তিন মাসে। প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ নিরাপদ। তবে অন্য সময় মাইগ্রেনে যেসব ওষুধ দেওয়া হয় যেমন: কোডিন, ট্রিপট্যান বা আরগোটঅ্যামাইন ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ। শিথিলায়ন পদ্ধতি কাজে আসতে পারে। মানসিক চাপ কমান, হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করুন।

খেজুরের রস খাওয়ার আগে যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : খেজুরের রস হলো একটি প্রাকৃতিক এবং পুষ্টিকর পানীয়, যা শীতকালে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এটি খাওয়ার ফলে কয়েকটি স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং সতর্কতা রয়েছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই খেজুরের রস খাওয়ার ক্ষেত্রে নিপাহ ভাইরাস আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খেজুরের রস গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ, যা তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়। এতে আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন বি থাকে, যা শরীরের নানা কার্যক্রমে সহায়ক। এতে প্রাকৃতিক এনজাইম রয়েছে, যা হজম প্রক্রিয়াকে সহজ করে। তবে খেজুরের রস দ্রুত ফরমেন্টেড হয়ে টডি (অ্যালকোহলিক পানীয়) এ পরিণত হয়। তাই দীর্ঘ সময় রেখে দিলে এটি পান করলে ক্ষতি হতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের এটি সাবধানে খেতে হবে, কারণ এতে প্রাকৃতিক চিনি থাকে।নিপাহ ভাইরাসের ঝুঁকি-বাদুড় যখন খেজুরের রসে মুখ দেয়। তখন তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত লালা এমনকি তাদের মলমূত্র খেজুরের রসের সাথে মিশে যায়। এই দূষিত রস কাঁচা অবস্থায় খেলে নিপাহ ভাইরাস সরাসরি মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। এর ফলে জ্বর, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, বমি, ডায়রিয়া নানা ধরণের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। যা মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কোন টিকা বা কার্যকর চিকিৎসা নেই। এ কারণে খেজুরের রস খাওয়া বন্ধ করে দেবেন, বিষয়টা তা নয়, এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক হলেই হবে।সতর্কতা-চলতি বছর নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫ জন। আক্রান্ত ৫ জনই মারা গেছেন। অন্যদিকে ২০২৩ সালে নিপাহ ভাইরাসে ১৩ জন আক্রান্ত হয়ে মারা যান ১০ জন। এতে ওই বছর এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুহার ছিল ৭৭ শতাংশ। চলতি বছর মৃত্যুহার দাঁড়িয়েছে শতভাগ।